JADAVPUR UNIVERSITY

LIBRARY

Class No ৮৯১.৪৪–৩১২.৪"১৮"

Book No ঠঠস্য

কু. মি. (OR)

... বর্ষ, প্রথম । বৈশাখ খণ্ড—১৩২৫

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

‘রহস্য-লহরী’

উপন্যাস-মালার একত্রিংশ উপন্যাস

রূপসী ঋণ-রঙ্গিণী

[প্রথম সংস্করণ]

184(34)
JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

“মানসী” প্রেস
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ সাল।

এই খণ্ডের পূর্ণ মূল্য এক টাকা চারি আনা।

JADAVPUR UNIVERSITY
GN 36083
Acc No.....
Date 18.11.05
LIBRARY KOLKATA-32

উৎসর্গ

শ্রীমতি ইন্দু নলিনী দেবী,
জেলা হুগলী
শিবপুর

রহস্য-লহরীর হিতৈষী পৃষ্ঠপোষক,

বঙ্গসাহিত্যের রসজ্ঞ সুহৃদ,

বিদ্যোৎসাহী, উদারচেতা,

শ্রীযুক্ত লালা আত্মপ্রসাদ নান্দে

মহোদয়ের করকমলে

পরম শ্রদ্ধাসহকারে

এই গ্রন্থ

অর্পিত হইল।

শ্রীমতি ইন্দু নামনা দেবী,
জেলা হুগলী
দিঘপুর

নববর্ষে নিবেদন

রহস্য-লহরী ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল।—সম্মুখে মৃত্যুর প্রলয়-প্রবাহ; এই ক্ষুদ্র লহরী অচিরে তাহাতে বিলুপ্ত হইলে বিস্ময়ের কারণ নাই। যাঁহাদের অনুগ্রহে রহস্য-লহরীর প্রাণ রক্ষা হইয়া আসিতেছে, তাঁহারা বিপন্ন, নানা অভাবে প্রপীড়িত; তাঁহাদের কেহ কেহ বাধ্য হইয়া রহস্য-লহরীকে ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের করুণা ও অনুগ্রহ ভুলিবার নহে। আর যাঁহারা নানা অসুবিধা সত্ত্বেও রহস্য-লহরীকে গৃহে স্থান দিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা চির কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের আনন্দ-দানই রহস্য-লহরীর জীবনের ব্রত। এই ব্রতে সাফল্য-লাভ আমাদের সর্ব্বপ্রধান কামনা।

সাহিত্য-সমাজে রহস্যলহরীর প্রতিযোগিতার অভাব নাই।—আমরা ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, ও মফস্বলবাসী; কিন্তু গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকগণের অনুকম্পা ও সহানুভূতি আমাদের রক্ষা-কবচ। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ রহস্য-লহরীর অস্তিত্ব রক্ষা করিবে। রহস্য-লহরী অন্য কোন লেখকের রচনা-প্রার্থী নহে, অন্ততঃ এই বিশেষত্বে কোন প্রতিযোগী ইহাকে পরাজিত করিতে পারিবে না।

ইউরোপ আমাদের দ্বার-প্রান্তে আসিয়া নানা সামগ্রী ফেরি করিতেছে। তাহা যাচাই করিয়া লইবার জন্য রহস্য-লহরী উপন্যাসমালার আবশ্যক আছে। তদ্ভিন্ন ইউরোপীয় উপন্যাসের রসাস্বাদনে আনন্দও আছে; কিন্তু তাহা সহজলভ্য নহে, সকলের আয়ত্তাধীনও নহে। রহস্য-লহরী সেই অভাব-মোচনে কৃতসঙ্কল্প। অনেকেই ইহা চান,—গত পাঁচ বৎসরে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

গত পাঁচ বৎসরে রহস্য-লহরী যাহা দিতে পারে নাই এবার তাহা দিবার চেষ্টা করিবে। চেষ্টামাত্র আমাদের সাধ্য, সিদ্ধি ভগবানের হস্তে। 'মা-ফলেষু কদাচন'—ইহা পুরুষোত্তমেরই উক্তি।

রহস্য-লহরীর পৃষ্ঠপোষক, গ্রাহক ও পাঠকগণ আমাদের সকল ত্রুটি ও

অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া ইহার প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করুন। তাঁহাদের উপেক্ষায় রহস্য-লহরীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে,—এবং যদি এ কয় বৎসরে রহস্য-লহরী তাঁহাদের নীরব উপেক্ষা ভিন্ন আর কিছু সঞ্চয় করিতে সমর্থ না হইয়া থাকে—তাহা হইলে রহস্য-লহরীর অস্তিত্ব রক্ষা করা কদাচ সম্ভব হইবে না।

রহস্য-লহরীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা—'জালের জাহাজ' শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। রহস্যকুহেলি-সমাচ্ছন্ন এই 'জালের জাহাজ' যে কি অদ্ভুত ব্যাপার, কিরূপ বিস্ময়কর ঘটনা-প্রবাহের ভিতর দিয়া ইহার বিচিত্র রহস্য-মঞ্জুষা কৌতূহলের বাষ্প-প্রভাবে লঘুগতি সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে—তাহার বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করিব না। টাইটানিকের ন্যায় বিপুল দেহ, নৌ-শিল্প বিজ্ঞানের বিজয়-কিরীট তুল্য, বহুসম্ভ্রান্ত আরোহীপূর্ণ জাহাজের সচল তুষার-শৈলে প্রতিঘাত-জনিত সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জনে যে উপন্যাসের আরম্ভ, তাহার উপসংহার কিরূপ কৌতূহলজনক, কিরূপ আগ্রহ উদ্দীপক, কতদূর চিত্তাকর্ষক হইবে, তাহা চিন্তা করিলেই পাঠকগণ ব্যগ্রভাবে পুস্তকখানির প্রকাশের প্রতীক্ষা করিবেন। নিবেদনমিতি।

রূপসী ঋণ-রঙ্গিণী

দ্বিতীয়-খণ্ড বিষয়

রূপসী খাণ-রঙ্গিণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাহার নাম ছিল মিরিয়াম লিমেয়ার। এরূপ সুন্দরী ও অসাধারণ শক্তি-সম্পন্না নারী আর একটিও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সে ইউরোপের ছয় সাতটি ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে পারিত। চিত্র বিদ্যায়, ভাস্কর কার্য্যে, কবিতা-রচনায় তাহার অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল। বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিতগণের সহিত তর্কযুদ্ধে কেহ তাহাকে কোনদিন পরাজিত হইতে দেখে নাই।—এইরূপ অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী হইলেও সে কুসিদ-জীবিনী বলিয়াই জন-সমাজে পরিচিতা ছিল।

যখন তাহার বয়স আঠার বৎসর—সেই বিকশিত নবযৌবনে সে বুদাপেস্ত নগরের একটি ধনাঢ্য ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়াছিল। এই যুবকের নাম লিমেয়ার।—লিমেয়ার হঙ্গেরীর একজন প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার ছিলেন। মসিয়ে লিমেয়ার একদিন একটি ভোজনাগারে তাহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মিরিয়ামের সহিত পরিচয় হইবার পর এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহাকে বিবাহ করেন! বিবাহের পর সপ্তাহ পূর্ণ না হইতেই লিমেয়ার আত্মহত্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার আত্মহত্যার কারণ কেহ জানিতে পারে নাই। স্বামীর মৃত্যুর পর মিরিয়াম তাঁহার পরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধি-কারিণী হইয়াছিল।

এইরূপে মিরিয়াম অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া ইউরোপের সম্ভ্রান্ত সমাজে হঠাৎ জ্যোতিষ্মান্ উল্কার ন্যায় আবির্ভূত হইল। তাহার রূপের গুণের ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। বড় বড় মজলিসে তাহারই কথার

আলোচনা চলিতে লাগিল। বহু সম্ভ্রান্ত নরনারী তাহার হস্তের ক্রিড়া-পুত্তলিকায় পরিণত হইলেন। দুষ্টবুদ্ধিতেও কেহ এই রমণীর সমকক্ষ ছিল না; কিন্তু তাহার দুঃশীলতায় বুদ্ধিনৈপুণ্য ছিল তাহাতে যথেষ্ট মৌলিকতাও ছিল, এবং তাহাতেও এমন কিছু অসাধারণত্ব ছিল যে, লোকে তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিত না; প্রাণ খুলিয়া বাহবা দিত! এই বিশেষত্বটুকু তাহার নিজস্ব ছিল।

মিরিয়ামের সহিত আমার প্রথম পরিচয়ের কথা বেশ মনে আছে। সেদিন আমি মিসেস্ হেইনম্যানের নাচের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। আমি তাহাকে মার্কুইস্ অব ডেভিলফোর্ডের সহিত নাচিতে দেখিলাম। নৃত্য শেষ করিয়া যুবক মার্কুইস্ আমার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমি বড় বিস্মিত হইলাম; দেখিলাম তাঁহার মুখ বিবর্ণ, উৎকণ্ঠা ও ভীতিবিহ্বলতা মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট। অথচ তখন তাঁহার উৎফুল্ল ও সদানন্দময় থাকিবারই কথা; কারণ মেরি ডেনিষ্টোন নাম্নী লণ্ডনবাসিনী পরমাসুন্দরী যুবতীর সহিত তখন তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছিল।—সে সময় লণ্ডনে এই যুবতীর ন্যায় সুন্দরী অতি অল্পই ছিল।

সেই দিন মিরিয়ামের সহিত প্রথম পরিচয়ের পর সেই মজলিসেই তাহার সহিত নাচিবার প্রস্তাব করিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই রাত্রে যাহাদের সহিত তাহার নাচিবার কথা ছিল—তাহাদের কাহাকেও বাদ দিয়া সে আমার সহিত নাচিতে পারে কি না।

আমার কথা শুনিয়া মিরিয়াম বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনি যে ভাবে আমার সহিত নাচিবার প্রস্তাব করিলেন, আমার নিকট পূর্ব্বে আর কেহ এভাবে এরূপ প্রস্তাব করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম; ১৩ নং ওলাল্‌জ নাচে আপনি আমার সঙ্গী হইবেন।"

আমি তাহার কথায় আশ্বস্ত হইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সেই সুযোগ আসিবার পূর্ব্বে এরূপ অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল যে, আমাকে একটি ভীষণ ষড়যন্ত্রে জড়াইয়া পড়িতে হইল! সেই ষড়যন্ত্রের শেষ ফল

সাংঘাতিক হইতে পারিত ; কিন্তু সে সম্বন্ধে আপাততঃ কোন কথা বলিবার ইচ্ছা নাই, কারণ এখন তাহা সবিস্তার বলিতে গেলে রসভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা।

৩ নং নাচ শেষ হইলে আমার নাচের পালা পড়িল। কাউণ্ট ডেভিল-ফোর্ডের বাগ্‌দত্তা পত্নী মিস্ মেরি ডেনিষ্টোনের সহিত আমি নৃত্য করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই যুবতী পরমাসুন্দরী ; কেবল রূপে নহে, গুণেও সে অতুল-নীয়া। এরূপ মধুরহৃদয়া রমণী আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমি বুঝিতে পারিলাম—কাউণ্ট ডেভিলফোর্ডকে সে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে, কাউণ্টের প্রতি প্রেমে তাহার হৃদয় পূর্ণ। কাউণ্টও তাহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া-ছিলেন। এজন্য সেই যুবতী আমার সহিত নাচিয়া তেমন আনন্দ লাভ করিতে পারিল না। যেন সে কতকটা অনিচ্ছার সহিত নাচিল ; মধ্যে মধ্যে সে কিছু অন্যমনস্ক হইতে লাগিল। কিন্তু যখন সে বুঝিল—তাহার ঔদাসীন্যে আমি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়াছি, তখন সে আমাকে খুসী করিবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিল।

মিস্ ডেনিষ্টোন নাচের মাঝামাঝি হঠাৎ থামিয়া বিরামকুঞ্জে বিশ্রাম করিতে বসিয়া নিম্নস্বরে আমাকে বলিল, "মিঃ নর্থ, আমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব,—আপনি কিছু মনে করিবেন না। কথাটা ডিকের সম্বন্ধে।"

ডিক্ তাহারই প্রণয়ী লর্ড ডেভিলফোর্ড।

আমি বলিলাম, "ডিক্ আমার বাল্যবন্ধু, আপনি কি বলিবেন অনায়াসে বলিতে পারেন।"

মিস ডেনিষ্টোন কিঞ্চিৎ আবেগ ভরে বলিল, "আমার আশঙ্কা সে কোন রকম বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। তাহার ভাবভঙ্গি আমার আদৌ ভাল লাগিতেছে না। আমার বড়ই ভয় হইয়াছে।"—দেখিতে দেখিতে তাহার বড় বড় চোখ দু'টি জলে ভরিয়া উঠিল।

তাহার ভাব দেখিয়া আমি কিছু ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু সংযত স্বরে

বলিলাম, "মিস্ ডেনিষ্টোন, ব্যাপার কি ? আমি ত কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

মিস্ ডেনিষ্টোন মৃদুস্বরে বলিল, "লিঙ্কনের খেলায় সে কত টাকা হারিয়াছে, —তাহা আপনি জানেন কি ?"

আমি বলিলান, "না, সেকথা আমি কিছুই ত জানি না ! তবে একথা জানি যে, সে যত টাকাই হারুক, তাহার মত ভাগ্যবান ব্যক্তির সে ক্ষতি সহ্য করিবার সামর্থ্য আছে। আপনি কি মনে করেন—টাকার অভাবে তাহাকে বিপন্ন হইতে হইয়াছে ?"

হঠাৎ আমার মনে পড়িল কিছুকাল পূর্ব্বে লর্ড ডেভিলফোর্ডের মুখে ঘনীভূত বিপদের ছায়া দেখিয়াছিলাম ; তাহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষুতে কেমন একটা নিরাশা ও ভীতিব্যঞ্জক ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ইহার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

মিস্ ডেনিষ্টোন বলিল, "আজ সন্ধ্যার সময় তাহার সহিত আপনার দেখা হইয়াছিল ?"

আমি বলিলাম, "দেখা মাত্র।"

মিস ডেনিষ্টোন বলিল, "আজ সে কি করিয়াছে জানেন ?"

আমি মাথা নাড়িয়া আমার অজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম।

মিস্ ডেনিষ্টোন বলিল, "তা জানেন না বুঝি ? আজ এই নাচের মজলিসে সে সেই স্ত্রীলোকটার সঙ্গে পর পর চারিবার নাচিয়াছে !"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ স্ত্রীলোকটার কথা বলিতেছেন ?"

মিস্ ডেনিষ্টোন বলিল, "তাহাও জানেন না ? তাহার নাম মিরিয়াম লিমেয়ার।"

আমি বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলাম, "বটে ?"

মিস্ ডেনিষ্টোন উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আক্কেলটা দেখুন দেখি ! এক সন্ধ্যায় চার চার বার তাহার সঙ্গে নাচ ! ব্যাপারটা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা

গিয়াছে। ডিকের টাকার দরকার; স্ত্রীলোকটা তাহাকে ঋণ-দানে সম্মত হইয়াছে—তাই—"

আমি বলিলাম, "আপনি কি যে বলিতেছেন—"

মিস্ ডেনিষ্টোন বাধা দিয়া বলিল, "আমি ঠিকই বলিতেছি, টাকা পাইবার আশায় উহার মনোরঞ্জনের জন্য ডিক্ এ রকম ব্যবহার করিতেছে। লক্ষ্মীছাড়া মাগীটা ডিক্‌কে গোলাম করিয়া না ফেলে!"

আমি বলিলাম, "আপনি এ সকল কথা আমাকে বলিতেছেন কেন?"

মিস্ ডেনিষ্টোন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আপনাকে কেন বলিতেছি তাহা জানি না; আমার মাথার ঠিক নাই। চলুন—এখন যাই; কিন্তু মিঃ নর্থ, আমি আপনাকে আমার হিতৈষী বন্ধু মনে করি। আমার বিশ্বাস আপনি এ বিপদে আমাকে সাহায্য করিতে পারিবেন। ডিক্ যাহাতে ঐ রাক্ষসীটার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে—আমার অনুরোধ, আপনি দয়া করিয়া তাহার একটা উপায় করিবেন। আমি স্ত্রীলোক, আমার শক্তি অতি সামান্য। আপনি পুরুষ, আপনার শক্তি-সামর্থ্য অনেক অধিক।"

আমাদের কথা শেষ হইতে না হইতে পুনর্ব্বার নৃত্য আরম্ভসূচক ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। এবার সমর-বিভাগের কর্ম্মচারী ওয়েষ্টকফের সহিত মিস্ ডেনিষ্টোনের নাচিবার পালা। ওয়েষ্টকফ্ আমাদের নিকট আসিয়া মিস্ ডেনিষ্টোনকে সঙ্গে লইয়া মজলিসে প্রবেশ করিল। আমিও চিন্তাকুল চিত্তে জনতার ভিতর প্রবেশ করিলাম। হঠাৎ কে আমার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া বাঁশির মত স্বরে বলিল, "তুমি কি আমাদের নাচের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ? যাইতেছ কোথায়, কিঞ্চিৎ পানানন্দ লাভের চেষ্টায়?"

আমি মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই দেখিলাম—একটি ভুবনমোহিনী সুন্দরী আমার মুখের দিকে চাহিয়া কৌতুকভরে মিটি-মিটি হাসিতেছে! এই যুবতীর নাম ফ্রলিন ওল্‌গা কাল্‌বাস্। তাহার সহিত এবার আমার নাচের পালা—একথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম।—আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলাম।

এই যুবতী একটি গায়িকা। লণ্ডনের কোন বিখ্যাত অপেরায় সে গান করিত ; আজ মিসেস্ হেইনম্যান বহু অর্থ দিয়া তাহাকে এই নাচের মজলিসে গান করাইতে আনিয়াছেন। এই যুবতী জাতিতে জর্ম্মান ; সুকণ্ঠা গায়িকা বলিয়া বার্লিন নগরে অল্পদিনেই সে খ্যাতি লাভ করে—এখন ইংলণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গীতের প্রশংসায় প্রতিধ্বনিত। খুব বড়-লোক না হইলে কেহ তাহাকে বায়না করিতে পারিত না।—এই যুবতীর সহিত বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল ; এই জন্যই আজ তাহার সহিত নাচিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। এই যুবতী কেবল সুকণ্ঠা গায়িকা নহে, সে সুরসিকা, সুশিক্ষিতা, সদাহাস্যময়ী।

ফ্রলিন ওগ্‌লা বলিল,"মিঃ নর্থ, আর নাচে কায নাই ; আমি বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছি। চলুন বিশ্রামকুঞ্জে গিয়া গল্প করা যাউক।"

আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার সহিত অদূরবর্ত্তী বিরামকুঞ্জে প্রবেশ করিলাম ; এবং লতা বিতান মধ্যবর্ত্তী একখানি বেঞ্চে বসিয়া ওল্‌গার গল্প শুনিতে লাগিলাম, কিন্তু আমি মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইতেছিলাম। আমার বন্ধু ডেফিলফোর্ড ও তাঁহার প্রণয়িনী মেরি ডেনিষ্টোন এবং কুসিদজীবিনী মিরিয়ামের কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল।

হঠাৎ একটা বড় অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল! অল্পক্ষণ পরে ওল্‌গা আমার হাত ধরিয়া অদূরে দৃষ্টিপাত করিতে ইঙ্গিত করিল। আমি সেইদিকে চাহিয়া দেখিলাম, ডেভিলফোর্ড ও মিরিয়াম ধীরে ধীরে সেই কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া আমাদের অদূরে একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। আমরা লতাপত্রের অন্তরালে বসিয়াছিলাম বলিয়া তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইল না।

মাথার উপর একটা চীনের লণ্ঠন ঝুলিতেছিল ; তাহার আলোকে দেখিলাম লর্ড ডেভিলফোর্ডের মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ ; তাহার কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি নাই ! মিরিয়াম লিমেয়ার নিম্নস্বরে তাহাকে কি বলিতেছে ; তাহার কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট ও দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক।

আমরা স্তব্ধ ভাবে বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। মিরিয়াম লর্ড ডেভিলফোর্ডকে বলিল, "ডেভিলফোর্ড, তুমি বড়ই নির্ব্বোধের কায করিতে উদ্যত হইয়াছ! আমার কথা মত কায কর, তোমার কোনও অসুবিধা হইবে না। আমি তোমাকে একমাস সময় দিতেছি, এই সময়ের মধ্যেই তুমি তাহাকে ভুলিতে পারিবে। ইহাতে তোমার মনে যদি কিছু আঘাত লাগে,—কিছুদিন পরে আর সে কথা মনে থাকিবে না।"

লর্ড ডেভিলফোর্ড দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "অসম্ভব! তাহাকে ভুলিয়া থাকা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।—সে আমার সর্ব্বস্ব।"

মিরিয়াম বলিল, "এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইলে ত তাহাকে লাভ করিবে। উপস্থিত দায় হইতে কিরূপে উদ্ধার পাও—আগে তাহাই চিন্তা কর।"

লর্ড ডেভিলফোর্ড বলিলেন, "উপায় না থাকে, আজ রাত্রেই আমি বন্দুকের গুলিতে আমার মাথার খুলি উড়াইয়া আত্মহত্যা করিব।"

মিরিয়াম বলিল, "এ পাগলের মত কথা! ইহাতে কোন পক্ষেরই সুবিধা হইবে না। অনর্থক কেন একটা কেলেঙ্কারী করিবে?"

লর্ড ডেভিলফোর্ড বলিলেন, "তুমি নারী নহ, পিশাচী!"

মিরিয়াম হাসিয়া বলিল, "আমাকে গালি দিয়া তোমার লাভ কি? তাহাতে ত সর্ত্তের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।"

লর্ড ডেভিলফোর্ড বলিলেন, "ঋণদায়ে আমি কি তোমার কাছে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত বাঁধা দিব?"

মিরিয়াম বলিল, "তোমার এ ভাবুকতা নিতান্তই অসার। বৈষয়িক হিসাবেও ইহার কোন মূল্য নাই। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, 'হাঁ' কি 'না'—, একটা কিছু বল। শোন,আমাকে বিবাহ কর। একটা পুতুলের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া চিরজীবন কষ্ট পাইবে, ইহা কি ভাল?—তোমার টাকার দরকার? এই লও, আমি তোমাকে আরও টাকা কর্জ্জ দিতেছি।—কত টাকা দেখ।"

মিরিয়াম একখানি চেক বাহির করিয়া লর্ড ডেভিলফোর্ডের হস্তে প্রদান

করিল। লর্ড ডেভিলফোর্ড তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাতে চক্ষু বুলাইয়া অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, "একুশ হাজার পাউণ্ড !"

লর্ড ডেভিলফোর্ডকে সে একুশ হাজার পাউণ্ড কর্জ্জ দিতেছে ! আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমার মুখ হইতে বিস্ময়সূচক শব্দ বাহির হইতেছিল, কিন্তু ওল্‌গা মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার হাত টিপিয়া আমাকে নিস্তব্ধ থাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। আমি রুদ্ধনিশ্বাসে বসিয়া রহিলাম।

লর্ড ডেভিলফোর্ড অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আঃ বাঁচাইলে ! এই টাকায় আমার সমস্ত দেনা পরিশোধ হইবে। তুমি পূর্ব্বে আমাকে পনের হাজার পাউণ্ড কর্জ্জ দিয়াছ, আর এই একুশ হাজার। এই টাকাগুলি না পাইলে—"

মিরিয়াম বাধা দিয়া বলিল, "তোমার কি বিপদ ঘটিত তাহা আমার শুনিবার আবশ্যক নাই ; এ টাকারও সুদ শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা হারে চলিবে। হাণ্ডনোটে এই সুদেরই উল্লেখ থাকিবে।"

লর্ড ডেভিলফোর্ড বলিলেন, "কিন্তু তুমি এই অর্থের বিনিময়ে আমার হৃদয় চাও ! তোমার দাবী অত্যন্ত অসঙ্গত। যদি আমি তিন দিনের মধ্যে তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারি তাহা হইলে ত আমাকে মুক্তিদান করিবে ?"

মিরিয়াম হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই। কিন্তু তিন দিনের মধ্যে তুমি এ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না, সুতরাং তোমার অঙ্গীকার অনুসারে তৃতীয় দিনেই আমাকে বিবাহ করিবে।"

লর্ড ডেভিলফোর্ড অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করুন। আমি যেরূপে পারি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব,—তোমার সংস্পর্শে আর আসিব না। নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তোমার টাকা আমাকে লইতে হইল।"

আমি লর্ড ডেভিলফোর্ডের হতাশ ভাব দেখিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, ওল্‌গাকে বলিলেন, "না, আর আমি শুনিতে পারিতেছি না, আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে ; চল যাই।"

ওল্‌গা নিম্নস্বরে বলিল, "আমি কিন্তু বড় আমোদ পাইতেছি ; শেষে বড় মজা হইবে।"

আমি তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, "কি মজা ?"

ওল্‌গা বলিল, "মেরি ডেনিষ্টোন আমার প্রিয়তমা সখী ; কিন্তু মিরিয়ামকে আমি দু'চক্ষে দেখিতে পারি না। উহার দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিতে হইবে। আমার মাথায় একটা ফন্দি আসিয়াছে ! ফন্দিটা কি, তাহা পরে জানিতে পারিবে ; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে তোমার সাহায্য চাই। আমি কি তোমার উপর নির্ভর করিতে পারি ?"

আমি বলিলাম, "আমি যথাসাধ্য তোমাকে সাহায্য করিব—তাহাও কি আবার বলিতে হইবে ?"

ওল্‌গা বলিল, "তুমি লর্ড ডেভিলফোর্ডের বন্ধু, মেরিরও শুভাকাঙ্ক্ষী। লর্ড ডেভিলফোর্ডকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে কি তোমার ইচ্ছা নাই ?"

আমি বলিলাম, "সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে ; কিন্তু সে ইচ্ছা সফল করিবার সামর্থ্য যে আমার নাই। এই একুশ হাজার পাউণ্ড আমি কিরূপে সংগ্রহ করিব ? আমার ত এত টাকা নাই।"

ওল্‌গা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সে আমি বুঝিব ; কিন্তু একটা কথা—তুমি আজ রাত্রে মিরিয়ামের সহিত নাচিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ ?"

আমি বলিলাম, "তুমি কিরূপে জানিলে ?"

ওল্‌গা বলিল, "না জানিলেই কি বলিতেছি ? তোমাদের যখন কথা হয়—তখন আমি তোমাদের অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম—তাই তোমাদের বন্দোবস্তের কথা আমার কানে গিয়াছিল। যাহা হউক, আমি তোমার নিকট একটি অনুগ্রহ প্রার্থনা করি ; আজ তুমি তাহার সহিত নাচিও না।—একটু সরিয়া থাকিও, তাহা হইলেই চলিবে।"

আমি দ্বিধায় পড়িলাম, বলিলাম, "কাযটা কি ভাল হইবে ? এরূপ করা বড়ই অভদ্রতা হইবে।"

ওল্‌গা বলিল, "সকলের সঙ্গে সকল সময় কি ভদ্রতা রক্ষা করা চলে ?—তা

তোমার ওজোরের অভাব হইবে না, সেই সময় তুমি হুইস্কির বোতল খুলিয়া বসিলেই সকল দিক রক্ষা হইবে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমার ত সে অভ্যাস নাই। আর সত্য কথা বলিতে কি মিরিয়ামের সহিত একটু নাচিতে আমার বড় সখ হইয়াছে ; এই জন্য আমিই গোড়ায় তাহার নিকট এ প্রস্তাব উথাপিত করিয়াছিলাম, তবে তুমি যখন অনুরোধ করিতেছ—তখন—"

ওল্‌গা আগ্রহ ভরে বলিল, "হাঁ আমি অনুরোধ করিতেছি ; আমার এ অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। নাচিয়া সুখ পাওয়া অপেক্ষা বন্ধুর হিতসাধন করিয়া সুখ পাওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়।"

আমি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে ; কিন্তু তোমার মতলব কি তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিতেছ না কেন ? এ কি রহস্য ?"

ওল্‌গা বলিল, "যথা সময়ে তুমি সকল কথাই জানিতে পারিবে ; এখন কিছু শুনিতে চাহিও না, আমার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাক।"

ওল্‌গা আমার নিকট বিদায় লইয়া নাচের মজলিসে প্রবেশ করিল। আমিও ধীরে ধীরে উঠিয়া নাচ দেখিতে চলিলাম ; আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি কয়েকবার মিরিয়ামকে দেখিতে পাইলাম। তাহার মূল্যবান বেশ-ভূষায় তাহাকে কি সুন্দরী দেখাইতেছিল, তাহা আর কি বলিব ? তাহার রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। মুখের হাসিটুকুই বা কত মিষ্ট ! আহা, ভ্রূযুগলের কি সুন্দর ভঙ্গি ; ওষ্ঠ দু'খানি যেন প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবক ! তাহার সঙ্গে একবার নাচিবার জন্য আমার তৃষিত হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ওল্‌গার অনুরোধে এমন সুযোগ ত্যাগ করিব ! আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে মিরিয়ামের হাস্যোজ্জ্বল মুখ-কমলের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম ; কিন্তু অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিব—আমার হৃদয় এত দুর্ব্বল ও অসার নহে। যে সময় মিরিয়ামের সহিত আমার নাচিবার কথা, তাহার দুই তিন মিনিট পূর্ব্বে ধীরে ধীরে মজলিস হইতে বাহির হইয়া 'বিলিয়ার্ড রুমে' প্রবেশ করিলাম ; এবং মুখে একটা চুরুট গুঁজিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

এতই চিন্তা যে, চুরুটটা ধরাইয়া লইতেও ভুল হইয়া গেল! ওল্‌গা বুদ্ধিমতী, অসাধারণ চতুরা। সে মিরিয়ামের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার জন্য কি কৌশল অবলম্বন করিবে—তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না।

অদূরে কাহার পদ শব্দে আমার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল; আমি মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, লর্ড ডেভিলফোর্ড মাতালের মত টলিতে টলিতে আমার নিকট আসিতেছে, তাহার মুখ সাদা কাগজের মত ফ্যাকাসে!—চক্ষু দু'টি যেন ফাঁসীর আসামীর চক্ষুর ন্যায়! তাহাকে পাগল হইতে না হয়!

লর্ড ডেভিলফোর্ড আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই, বড় একটা জবর খবর আছে, জানি না শুনিয়া সুখী হইবে কি না;—মেরির সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছি!"

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া দিয়া তুমি সুখী হইয়াছ—তোমার ভাব দেখিয়া তাহা বোধ হইতেছে না।"

লর্ড ডেভিলফোর্ড আমার অপেক্ষা অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তুমি বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবে, আমি মিরিয়াম লিমেয়ারকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি।"

আমি বলিলাম, "তুমি কি আশা কর—আমি তোমার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিব?"

লর্ড ডেভিলফোর্ড চঞ্চল ভাবে বলিলেন, "না, আমি তাহা আশা করি না, কিন্তু আমার ইচ্ছা, তুমি আমার বিবাহের অভিনয়ে বরকর্ত্তার ভূমিকা গ্রহণ কর।—বিবাহের অধিক বিলম্ব নাই, সোমবারেই বিবাহ!"

আমি বলিলাম, "তা বেশ, আমি বরকর্ত্তা সাজিব।"

লর্ড ডেভিলফোর্ড প্রস্থান করিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে মেরি ডেনিষ্টোনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহার বিষাদ-কালিমা সমাচ্ছন্ন মলিন মুখ দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইল যেন নিরাশার সজীব স্বর্ণ-প্রতিমা!—সে আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল; ওল্‌গা অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

আমি অনেকক্ষণ পরে মজলিসে ফিরিয়া মেরি ডেনিষ্টোনের অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। মিরিয়াম লিমেয়ারকেও আর দেখিতে পাইলাম না। উভয়েই অদৃশ্য!

ওল্‌গা কি ফন্দি খাটাইতেছে বুঝিতে না পারিয়া মজলিস ভাঙ্গিলে অন্যমনস্ক ভাবে বাড়ী ফিরিলাম। পরদিন শুক্রবার, সমস্ত দিন ধরিয়া ভাবিলাম। এই অনন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে শনিবার প্রভাতে ওল্‌গার নিকট হইতে এক দূত একখানি পত্র লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত!—পত্রখানিতে এই কথাগুলি লেখা ছিল,—

"আমি তোমার নিকট একটা বড় রকম অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি। আমার বিশহাজার পাউণ্ড কর্জ্জ লইবার আবশ্যক হইয়াছে। একমাসের মধ্যেই এ দেনা শোধ করিতে পারিব,—সে শক্তি আমার আছে। এ টাকা আমার নিজেরই আছে; তবে আপাততঃ তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিবার উপায় নাই। এই সঙ্গে একখানি হ্যাণ্ডনোট পাঠাইলাম তুমি ইহাতে স্বাক্ষর করিলে অত্যন্ত উপকৃত হইব।"

হ্যাণ্ডনোটে ওল্‌গার সহি দেখিলাম; আমাকেও সহি করিতে হইবে। এই যুগ্ম স্বাক্ষরযুক্ত হ্যাণ্ডনোট দিয়া মিরিয়াম লিমেয়ারের নিকট হইতে বিশ হাজার টাকা কর্জ্জ করা হইবে; সুদ শত করা পাঁচ টাকা হিসাবে; এই ঋণ একমাস মধ্যে পরিশোধ করা হইবে।

ওল্‌গা থিয়েটারের অভিনেত্রী, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে; ধূলিমুষ্টির ন্যায় দুই হাতে টাকা উড়ায়! এ ঋণ পরিশোধ করা তাহার অসাধ্য নহে, কিন্তু যদি সে তাহা না করে,—আমার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এ ঋণ শোধ করিতে হইবে। বৈষয়িক বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক এত দায়িত্ব বন্ধুত্বের অনুরোধে গ্রহণ করে না; বৈষয়িক বুদ্ধি আমার না থাক, আমার বিষয়সম্পত্তি আছে; তথাপি আমি ওল্‌গার নামের নীচে তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিলাম।—যখন অঙ্গীকার করিয়াছি, সম্পত্তির অনুরোধে তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিব না।—কথার মূল্য সম্পত্তির মূল্যঁ অপেক্ষা অল্প নহে।

সেই দিন সায়ংকালে লর্ড ডেভিলফোর্ডের এক টেলিগ্রাম পাইলাম; তিনি লিখিয়াছেন, "আমি আধঘণ্টার মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি, অপেক্ষা করিবে।"

টেলিগ্রাম পাইবার প্রায় বিশ মিনিট পরে লর্ড ডেভিলফোর্ড আমার ঘরে আসিয়া মহানন্দে আমার হাত ধরিয়া ঝাঁকুনি দিলেন, এবং বলিলেন, "আমি মেরির নিকট হইতে কি পাইয়াছি দেখ!"

তিনি টেবিলের উপর একটি কাগজের তাড়া খুলিতেই দেখিলাম ২১ হাজার পাউণ্ডের ব্যাঙ্কনোট! তিনি বলিলেন, "টাকা পাইয়াছি, আর আমার ভয় নাই; আর মিরিয়ামকে বিবাহ করিতে হইবে না।"—তিনি মিরিয়ামের নিকট হইতে কি সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে আমাকে বলিলেন। তাহার পর উচ্ছ্বাস ভরে বলিলেন, "মেরিই আমাকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছে! কিন্তু আমার কি এ টাকা লওয়া উচিত? না লইলেই বা উপায় কি?"

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "টাকা তোমাকে লইতেই হইবে।"

লর্ড ডেভিলফোর্ড বলিলেন, "তবে তুমি আমার সঙ্গে মিরিয়াম লিমেয়ারের কাছে চল; তোমার সাক্ষাতে ঋণ পরিশোধ করিয়া আসি।"

আমরা উভয়ে পার্ক ষ্ট্রীটে মিরিয়ামের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাহার গৃহসজ্জা দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিলাসিতার চূড়ান্ত! —কিন্তু তাহাতেই কি তৃপ্তি আছে? তাহার অতৃপ্ত হৃদয়ের হাহাকার আমার অগোচর নহে।

মিরিয়াম হাসিয়া বলিল, "আপনি সোমবারে আমাদের বিবাহে বরকর্ত্তার কায করিবেন?"

আমি সঙ্কোচ ভরে বলিলাম, "হাঁ, সেই রকম কথাই ছিল বটে, কিন্তু—"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই লর্ড ডেভিলফোর্ড নোটের তাড়া খুলিয়া মিরিয়ামের সম্মুখে প্রসারিত করিলেন; তাহা দেখিয়া মিরিয়ামের মুখ মুহূর্ত্তে অন্ধকার হইয়া উঠিল, কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিয়া আমার

মুখের দিকে চাহিল। তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল! তাহার পরে সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "এই ঋণ পরিশোধের জন্য আপনিও বোধ হয় আমার ধন্যবাদের পাত্র?"

আমি যেন কথাটা বুঝিতেই পারিলাম না!

লর্ড ডেভিলফোর্ড তাঁহার হ্যাণ্ডনোটখানি ফেরত লইয়া উঠিলেন; আমি তাঁহার সহিত বাহিরে আসিব, হঠাৎ মিরিয়াম আমাকে ডাকিল। আমি অগত্যা তাহার সম্মুখীন হইলে, সে আমাকে একধারে লইয়া গিয়া বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনি যদি আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনার মঙ্গল নাই।"

আমি বলিলাম, "আর আমি যদি এজন্য দায়ী না হই?"

মিরিয়াম সদম্ভে বলিল, "আপনি যদি দায়ী না হন—তাহা হইলে আপনার আশঙ্কার কারণ নাই; কিন্তু যে দায়ী, তাহাকে আমার খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইবে না। তাহার পর তাহার কি দুর্দ্দশা হয়—দেখিবেন।"

ডেভিলফোর্ড তৎক্ষণাৎ মেরি ডেনিষ্টোনের গৃহে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না। আমি কার্লটন হোটেলে ওল্‌গার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম।

আমি ওল্‌গাকে বলিলাম, "কিরূপে এই অসাধ্যসাধন করিলে?"

ওল্‌গা হাসিয়া বলিল, "অতি সহজে। টাকাটা ধার করিতে অসুবিধা হয় নাই। তোমার সঙ্গে যখন তাহার নাচিবার পালা—সেই সময় তুমি সরিয়া থাকিলে; আমি মিরিয়ামের স্কন্ধে ভর করিলাম, "বলিলাম আমার নিজের একটা খরচ আছে।"—আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সে টাকা ধার দিল। সে মেরি ডেনিষ্টোনকে ঘৃণা করে,—ভয়ঙ্কর ঘৃণা! তাহার বড় সাধ ইংলণ্ডের কোন লর্ডের মহিষী হয়। এই জন্যই ঋণ দিয়া সে ডেভিলফোর্ডকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তিনি কোথায় টাকা না পান—তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাঁহার চারিদিকে যে ষড়যন্ত্রের জাল বুঝিয়াছিল—

তাহা ছিন্ন করা তাঁহার অসাধ্য হইত। আমি একমাসের মধ্যেই এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব। যদি সম্ভব হয় তাহার পূর্ব্বেই দিব। মিরিয়ামের সহিত দেখা হইলে তাহাকে এ কথা জানাইবেন।"

আমি বলিলাম, "তাহাকে কথাটা জানাইতে না দিলেই ভাল হয়—মিরিয়ামের শত্রুতা উপেক্ষার বিষয় নহে।"

ওল্‌গা হাসিল। বুঝিলাম একদিন মিরিয়ামের সহিত ওল্‌গার বুদ্ধির যুদ্ধ বাধিবে।—সে সংগ্রামে কে জয়ী হইবে?

পর দিন মেরী ডেনিষ্টোনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে সে আমাকে বলিল, "আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না। আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। আপনার অনুগ্রহেই ডিক্‌কে পাইলাম। আমরা যত শীঘ্র সম্ভব আপনার ঋণ পরিশোধ করিব।"

সেইদিন সন্ধ্যাকালে মিরিয়ামের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সে আমাকে বলিল, "মিঃ নর্থ, টাকাটা কে দিল, তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইতাম।"

আমি বলিলাম, "আপনি জানিতে পারিলে কি করিবেন?"

মিরিয়াম আরক্ত নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কি করিব? সে পুরুষ হউক আর স্ত্রীলোক হউক; আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিব। সে জীবনকে অভিশপ্ত মনে করিবে।—ইহার অধিক কিছু করিব না।"

আমি বুঝিলাম, ইহা অসার দম্ভ নহে। হয় ত তাহার সে শক্তি আছে। —ওল্‌গার জন্য বড় চিন্তা হইল।

হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিলাম, "মিসেস্ লিমেয়ার, সেই গরীবের সর্ব্বনাশ করা অপেক্ষা এমন অনেক কায্ আছে যাহা করিলে আপনি অধিকতর আনন্দ পাইবেন।"

মিরিয়াম মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া হাসিয়া ফেলিল, যেন কালো-মেঘের কোলে বিজলী ছুটিয়া গেল! সে হাসিয়া বলিল, "আপনি?"

বুঝিলাম—তাহার হাসির অন্তরালে অশনি সংগুপ্ত আছে! আমি বড় অস্বস্তি অনুভব করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিরিয়ামের ন্যায় সুন্দরী চতুরা ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী রমণীর শত্রুতা কোন কারণেই প্রার্থনীয় নহে; তাহাতে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে।—কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় তাহার ইচ্ছার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হই নাই। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর তাহার সহিত কয়েকবার আমার সাক্ষাৎও হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তায় আমার প্রতি তাহার ক্রোধের কোন পরিচয় পাই নাই।

অবশেষে একদিন একটি অপেরায় কিছু দীর্ঘকালের জন্য তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়; অপেরায় গিয়া আমরা উভয়ে পাশাপাশি বসিয়াছিলাম। সেদিন ওল্‌গা কল্‌বাস্ নাটকের নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করায় তাহার অভিনয় দেখিবার জন্য রঙ্গালয়ে অসংখ্য দর্শকের সমাবেশ হইয়াছিল।

মিরিয়াম বলিল, "ফ্রলিন কাল্‌বাস্ আপনার পরম বন্ধু; কেমন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, বার্লিনে তাহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল;—তখন তাহার প্রতিভার বিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।"

মিরিয়াম বলিল, "কি চমৎকার গায়! উহার সঙ্গীতে সমস্ত ইউরোপ মুগ্ধ।"

আমি বলিলাম, "এমন গলা আমি আর কখন শুনি নাই।"

মিরিয়াম বলিল, "আপনি ঠিকই বলিয়াছেন।—সঙ্গীতে যেন সে কিন্নরী! গান শুনিয়া মনে হয় না যে মানুষে গাহিতেছে। আমি আগামী বুধবার একটি ছোট পার্টিতে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিব। আশা করি আপনি তাহাতে যোগদান করিবেন।"

আমি বলিলাম, "আমি আনন্দের সহিত সেই পার্টিতে যোগদান করিব।"

আমাকে সে শত্রু মনে করে,—তবে আমাকে বন্ধুভাবে নিমন্ত্রণ করিবার কারণ কি? নিশ্চয়ই তাহার কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে—ইহাই আমার মনে হইল।

দুই তিন দিন পূর্ব্বেও আমার সহিত কথাবার্ত্তায় আমার প্রতি তাহার তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়াছিলাম। হঠাৎ এত আত্মীয়তা-প্রকাশের উদ্দেশ্য কি ?—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না !

মিরিয়াম বলিল, "তবে কথা ঠিক থাকিল, আমি কালই আপনাকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইব ; সন্ধ্যা সাতটার সময় আহারাদি শেষ করিয়া আমরা অপেরা দেখিতে যাইব। আপনার বন্ধু ওল্‌গা কাল্‌বাস্‌কেও আমি নিমন্ত্রণ করিতে চাই ; রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে অপেরা আরম্ভ হইবে না, সুতরাং সে অনায়াসে আমার পার্টিতে যোগদান করিতে পারিবে।"

দুই দিন পরে শ্লোন্ ষ্ট্রীটে হঠাৎ ওল্‌গার সহিত আমার সাক্ষাৎ ! তাহার সঙ্গে একটি যুবককে দেখিলাম ; লোকটি দীর্ঘ-দেহ, সুপুরুষ ; সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়াই মনে হইল। ওল্‌গা তাহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলে জানিতে পারিলাম, তাহার নাম কাউণ্ট হামবার্ট ভেন্‌ড্রামিন্।"

ওল্‌গা হাসিয়া বলিল, "উঁহার আর একটু পরিচয় দিই। উঁহার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে।"

GN 36083

এবার অধিকতর আগ্রহের সহিত লোকটির মুখের দিকে চাহিলাম ! বেশ সৌম্য মূর্ত্তি, শান্তপ্রকৃতি যুবক। ওল্‌গা অপাত্রে প্রণয় স্থাপন করিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। কাউণ্টের নাম পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলাম, তিনি ধনাঢ্য রোমান। সংপ্রতি কোন রিজার্ভ সৈন্যদলে সেনানায়কের পদে নিযুক্ত আছেন।

আমি বলিলাম, "মিসেস্ লিমেয়ারের পার্টিতে তোমার ও আমার উভয়েরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে ! সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে ত ?"

ওল্‌গা বলিল, "হাঁ, আমাদের উভয়েরই সেখানে নিমন্ত্রণ হইয়াছে ! বিস্ময়ের বিষয় নহে কি ? আশা করি ডেভিলফোর্ডের ব্যাপার লইয়া আর কোন গোল-যোগ হইবে না। তুমি ত নানারকম ভয় করিয়াছিলে। আমি মিরিয়ামের ঋণ শোধ করিয়াছি ; সুখের বিষয় একমাসের মধ্যেই ঋণমুক্ত হইয়াছি। টাকা-গুলি ঠিক সময় দিতে পারিব কি না ভাবিয়া তুমি কিছু উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলে ভারি ত টাকা !"

ওল্‌গা যাহাই বলুক, মিরিয়াম যে তাহার এই পরাজয় সহজে পরিপা করিবে—সে প্রকৃতির স্ত্রীলোকই সে নয়! কিন্তু সেসম্বন্ধে ওল্‌গাকে আ কোনও কথা বলিলাম না।

বুধবার যথাসময়ে পার্ক ষ্ট্রীটে মিরিয়ামের বাড়ীতে তাহার অনুষ্ঠিত সা মজলিসে ওল্‌গার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সেখানে লণ্ডন-সমাজে অনেক সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ লোককে উপস্থিত দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম মিরিয়াম লিমেয়ারের বংশ-পরিচয় ছিল না, সে সাধারণ কুসীদজীবিনী মাত্র সুদখোর উত্তমর্ণদিগকে ভদ্রসমাজ কিছু অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। কি মিরিয়াম সকলেরই সমাদরের পাত্রী। দেখিলাম ইংলণ্ডের মন্ত্রী-সভার একজ বিখ্যাত সদস্য ও জর্ম্মানীর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ভন হেল্ড নিমন্ত্র রক্ষা করা করিতে আসিয়াছেন! চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভন হেল্ডের খ্যাতি সম ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।—ডাক্তার দুই একবার মিরিয়ামের সহিত নি স্বরে কি পরামর্শ করিল! তাহার ভাবভঙ্গিতে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য লক্ষ্য হইল।

ওল্‌গা আমার পাশে আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "ঐ লম্বা-চওড়া বুড়াটাকে দেখিয়াছ?"

আমি বলিলাম, "কে,—ভন হেল্ড?"

ওল্‌গা বলিল, "হাঁ, জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার।—আমার বিশ্বাস, ডাক্তার সাহেব মিরিয়ামের কবলে পড়িয়াছে। উহার ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করিও, বুঝিবে আমার অনুমান মিথ্যা নহে। আর একজন লোক—যাঁহার বুকে গোলাপ ফুল গোঁজা আছে, উঁহাকে চেন কি?—উনিও ঐ দলের।"

আমি বলিলাম, "মিঃ কম্‌স, আমার পরম বন্ধু; উনি এখন কানাডা রাজ্যের সেক্রেটারী?"

ওল্‌গা বলিল, "হাঁ, উনিও মিরিয়ামের মুঠার মধ্যে আসিয়াছেন। কি মজা হয়—তাহা আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব।"

মিরিয়াম অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক

প্রভৃতিকে মুঠার মধ্যে পুরিয়াছে ! ব্যাপার কি ? এ কি রহস্য ? কানাডা রাজ্যের সেক্রেটারী মহাশয়ের মতিগতির কথা ভাবিয়া দুঃখ হইল।

সায়ংকালে আমাদের ভোজনাদি ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। আহারান্তে আমাদের গল্প চলিল। দেখিলাম, মিরিয়াম চমৎকার গল্প করিতে পারে। রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তাহার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া কম্‌স ও ভন হেল্ড উভয়েই মুগ্ধ হইলেন।

মজলিসে আমি মিরিয়ামের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া ছিলাম ; ইহা আমার প্রতি সম্মানের নিদর্শন।

মিরিয়াম আমার মুখের উপর বিলোল কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনি দয়া করিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ই সুখী হইয়াছি। আমি মনে করিয়াছিলাম ডেভিলফোর্ডের ব্যাপারে আপনিই আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আপনাকে সন্দেহ করা আমার বড়ই অন্যায় হইয়াছিল ; এজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। আমি ডেভিলফোর্ডকে বিশ হাজার পাউণ্ড কর্জ্জ দিয়াছিলাম ; একথা আপনি জানিতেন না—ইহা মনে হয় না। আমি মার্সনেস্ অব ডেভিলফোর্ড হইবার আশাতেই এই টাকা তাহাকে ধার দিয়াছিলাম ; কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হইল না। কে আমার এই সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়াছে তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনিও তাহা জানেন।"

মিরিয়ামের সহিত আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না, তথাপি সে এই ভোজের মজলিসে এই সকল অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিতেছে কেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সংক্ষেপে বলিলাম, "হাঁ, তা কতকটা জানি বৈ কি !"

মিরিয়াম বলিল, "আমাদের উভয়েরই বন্ধুস্থানীয় কোন ব্যক্তি আমার নিকট এই টাকা কর্জ্জ লইয়া ডেভিলফোর্ডের ঋণ শোধ করিয়াছে।—তাহার এই অনধিকার চর্চ্চায় আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এবং বিরক্তও বটে ; তা বিরক্ত হইবারই কথা ! মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইলে কাহার না রাগ হয় ?"

মিরিয়াম বলিল, "আপনি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন। আপনার প্রতি আর

আমার অসন্তোষ নাই, আপনাকে বন্ধু মনে করিতেছি।—কিন্তু যে আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়াছে—তাহার ধৃষ্টতা আমি সহজে ভুলিব না; তাহাকে আমি ক্ষমা করিতে পারিব না।"

আমি বলিলাম, "তাহাকে নিগৃহীত করিবার জন্য আপনি নিশ্চয়ই কোন হীন উপায় অবলম্বন করিবেন না।"

মিরিয়াম বলিল, "উপায়টা হীন কি না তাহা আপনি যথাসময়ে বুঝিতে পারিবেন। আমি—"

মিরিয়াম আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তখনই একটা গোলমাল উপস্থিত হইল। দেখিলাম ওল্‌গা হঠাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া ডাক্তার ভন হেল্ডের কোলের কাছে ঢলিয়া পড়িয়াছে!

আমি ব্যগ্রভাবে সেই দিকে অগ্রসর হইলাম; ভন হেল্ড বলিল, "ব্যস্ত হইবার কারণ নাই; হঠাৎ অতিরিক্ত গরমে মূর্চ্ছা হইয়াছে।"

মিরিয়াম চক্ষুর নিমেষে ওল্‌গার পার্শ্বে উপস্থিত হইল; কাউণ্ট ভেন্‌ড্রামিনও তাহার শুশ্রূষা করিতে উদ্যত হইলেন। কম্‌স একটি জানালা খুলিয়া দিলেন। একজন গ্ল্যাসে ব্র্যাণ্ডী ঢালিতে লাগিল।

ভন হেল্ড বলিল, "ইঁহাকে অন্য কক্ষে লইয়া যাইলে শীঘ্রই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইবে, এখানে বড় গরম।"

মিরিয়াম ব্যগ্রভাবে বলিল, "তবে তাহাই করুন। কে জানিত হঠাৎ এমন বিভ্রাট ঘটিবে? বড়ই ক্ষোভের বিষয়! আপনারা উহাকে আমার শয়ন-কক্ষে লইয়া চলুন। মিঃ নর্থ, আপনি অন্য সকলকে লইয়া এখানে বসুন; কোন চিন্তা নাই, আপনার বন্ধু শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইবেন।"

ভন হেল্ড ও কাউণ্ট ভেন্‌ড্রামিন্ ওল্‌গাকে ধরাধরি করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া চলিলেন। আমি অন্যান্য নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের সহিত গল্প করিতে লাগিলাম; এই বিভ্রাটের প্রসঙ্গে কোন কথার আলোচনা হইল না।

অল্পক্ষণ পরে কাউণ্ট ভেন্‌ড্রামিন্ আমাদের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "মিস্ ওল্‌গাকে মিসেস্ লিমেয়ারের শয়ন-কক্ষে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

তাঁহার অবস্থা এখন একটু ভাল। ডাক্তার তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন, আমাকে সেখানে থাকিতে দিলেন না। আশা করি তিনি শীঘ্রই সুস্থ হইতে পারিবেন। আজ রাত্রেই তাঁহাকে অপেরায় যোগদান করিতে হইবে। এই বিভ্রাটের পর তাঁহার কি শ্রম সহ্য হইবে?"

মিনিট দুই পরে মিরিয়াম আমাদের নিকট আসিয়া বলিল, "আর কোন ভয়ের কারণ নাই। মুহূর্ত্তমধ্যেই ফ্রলিন ওল্‌গা প্রকৃতিস্থ হইবেন। গরমে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিয়াছিল। আঃ, আজ কি গরম!"

প্রায় দশমিনিট পরে ওল্‌গা সুস্থ হইয়া আমাদের নিকট প্রত্যাগমন করিল। তাহার মুখে ম্লান হাসি; তাহার জন্য আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল বলিয়া সে আমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। অনন্তর সে বলিল, "আমার মাথাটা হঠাৎ ঘুরিয়া উঠিয়াছিল। তোমাদের সকলকেই ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলাম; এ জন্য বড় দুঃখিত হইয়াছি। ডাক্তার ভন হেল্ড আমাকে একটু ব্র্যাণ্ডী দিয়াছিলেন, তাহার পরই বেশ সুস্থ হইয়াছি।"

মজলিস ভাঙ্গিলে ওল্‌গা রাত্রি প্রায় নয়টার সময় অপেরায় অভিনয় করিতে চলিল; তাহার প্রণয়ী ভেন্‌ড্রামিন্ তাহার সঙ্গে চলিলেন। নাটকের তৃতীয় অঙ্ক হইতে ওল্‌গার অভিনয় আরম্ভ হইবে।

তাহাকে বিদায় দান করিবার সময় মিরিয়াম বলিল, "আজ রাত্রে আপনার অভিনয় দেখিবার জন্য আমি উৎসুক হইয়াছি। আমি পরে আসিতেছি। বোধ হয় আজ 'বক্সে' বড় ভীড় হইবে।"

ওল্‌গা বলিল, "আমি চেষ্টার ত্রুটি করিব না। আমার গান শুনিয়া আপনারা সুখী হইবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আজ আপনার গৃহে যে আনন্দলাভ করিলাম, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

কয়েক মিনিট পরে আমরা কভেণ্ট গার্ডেন অপেরায় চলিলাম। কম্‌স মিঃ মেটন ও তাঁহার স্ত্রী, এবং আমি মিরিয়ামের সঙ্গে চলিলাম। মিরিয়াম সেদিন বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত ও হীরকালঙ্কারে ভূষিত হইয়া মোহিনী মূর্ত্তিতে সকলেরই চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দিয়াছিল! ভন হেল্ড আমাদের সঙ্গে

যাইলেন না, জরুরী কায আছে বলিয়া তিনি মিরিয়ামের দ্বারপ্রান্ত হইতে আমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং এরূপ আনন্দে যোগদান করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

সেই রাত্রে কভেণ্ট গার্ডেন 'অপেরা হাউস' যেরূপ জনপূর্ণ দেখিলাম, সেরূপ আর কখন দেখি নাই। যে গীতিনাট্যের অভিনয় হইতেছিল—তাহার তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা উত্তোলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমরা রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম কোথাও তিল ধারণের স্থান নাই! নরনারীগণের বহুবর্ণের বিচিত্র বসনে ও বহুমূল্য ভূষণে বিদ্যুতালোক প্রতিফলিত হইয়া চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দিতে লাগিল।—যেন আমরা কোন মায়া-পুরীতে উপস্থিত হইয়াছি!

রঙ্গমঞ্চের দক্ষিণাংশে মিরিয়াম একটি 'বক্স' অধিকার করিল। সে বক্সে প্রবেশ করিবার সময় সহস্র সহস্র দর্শকের চক্ষু তাহার উপর নিপতিত হইল। তাহার ন্যায় সুন্দরী, সুবেশধারিণী বহুমূল্য হীরকালঙ্কারভূষিতা রমণী রঙ্গালয়ে আর কেহ উপস্থিত ছিল বলিয়া মনে হইল না। মিরিয়ামের অনুরোধে আমি তাহার পাশেই বসিলাম।

তৃতীয় অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইবার পরও কয়েক মিনিট ওল্‌গাকে রঙ্গভূমিতে দেখিতে পাইলাম না। তাহার গান শুনিবার জন্য সকলেই অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। কভেণ্ট গার্ডেন অপেরায় এই তাহার প্রথম অভিনয়।

অবশেষে দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইলে দেখা গেল—ওল্‌গা যোদ্ধৃবেশে নিদ্রা যাইতেছে; তাহার হস্তস্থিত বিশাল ঢাল তাহার দেহের প্রায় অর্দ্ধাংশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে! সেই বেশে নিদ্রিত অবস্থায় ওল্‌গার রূপ যেন সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। দর্শকগণ করতালি দিয়া সমস্বরে গুঞ্জন করিয়া উঠিল,—"ওল্‌গা কাল্‌বাস্ ওল্‌গা কাল্‌বাস্!"—সেই গুঞ্জনধ্বনিতে সমগ্র রঙ্গমঞ্চ গম্‌গম্ করিয়া উঠিল।

অভিনয়ের নিদ্রাভঙ্গে ওল্‌গা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। তাহার সুনীল

নেত্র বিস্ময়ে বিস্ফারিত।—মিরিয়াম আমার হাতে হাত দিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "এইবার ওল্‌গা গান গাহিবে, শুনুন!"—মিরিয়ামের চক্ষুতে প্রতিহিংসার অনল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার মুখের পৈশাচিক ভাব দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সুন্দরীর মুখের পৈশাচিক ভঙ্গি কি ভয়াবহ!

ওল্‌গা গান গাহিবার জন্য মুখ খুলিল; কিন্তু প্রথম শব্দটি উচ্চারণ করিয়াই তাহার কণ্ঠ নীরব হইল! তাহার কণ্ঠ হইতে যে শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল—তাহাতে সে তেজ সে মধুরতা কোথায়? এ ত তাহার কণ্ঠস্বর নহে!

ওল্‌গার চক্ষুতে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিলাম। সে যেন ঘুরিয়া পড়িবার মত হইল! দেখিলাম তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। ওল্‌গা বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া পুনর্ব্বার গান ধরিল; গানের একটি চরণ মাত্র তাহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল; কিন্তু এ কাহার কণ্ঠস্বর? কাকের কর্কশ কণ্ঠ-ধ্বনি অপেক্ষাও তাহা অধিক কর্কশ!—এক চরণ মাত্র বহুকষ্টে উচ্চারণ করিয়াই সে ভয়ানক কাশিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিরিয়ামের মুখের দিকে চাহিয়া রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

ইহা দেখিয়া কাউণ্ট ভেন্‌ড্রামিন্ ক্ষোভে দুঃখে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন; এবং বক্স হইতে উঠিয়া দ্রুতপদে ওল্‌গার নিকট ধাবিত হইলেন। উত্তেজিত দর্শকগণের মধ্যে মহা কোলাহল উত্থিত হইল।—রঙ্গালয়ের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইল।

আমি ব্যাকুল ভাবে বলিলাম, "কি সর্ব্বনাশ! এ কি হইল?"

মিরিয়াম সগর্ব্বে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওল্‌গার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়াছে; তাহার আর গান করিবার শক্তি নাই। তাহার গৌরব অহঙ্কার, পসার-প্রতিপত্তি সমস্তই মাটি হইল! আর তাহাকে মাথা তুলিতে হইবে না। আপনাকে আজ কি জন্য এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, এতক্ষণে তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছেন?"

আমি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না; মিরিয়ামের হাত জড়াইয়া

ধরিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "উঃ! তুমি কি নারী না পিশাচী?"—হঠাৎ কে যেন আমার মস্তকে দণ্ডাঘাত করিল; আমি তাহার হাত ছাড়িয়া শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিলাম।—যেন আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল! আমি জাগ্রত কি নিদ্রিত তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

হঠাৎ 'ড্রপ' পড়িয়া গেল। ঐকাতানিক বাদ্য আরম্ভ হইল।—দর্শকগণ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। তাহারা মনঃক্ষুণ্ণ হইল বটে, কিন্তু সকলেই বুঝিল, হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনা ঘটায় ওল্‌গা গাহিতে পারিল না; এই ত্রুটি তাহার ইচ্ছাকৃত নহে।

অল্পক্ষণ পরে অপেরার দলস্থ একজন লোক যবনিকার সম্মুখে আসিয়া দর্শকগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়াগণ, আপনাদিগকে গভীর ক্ষোভের সহিত জানাইতে হইতেছে ফ্রলিন ওল্‌গা কাল্‌বাস্ হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় আজ অভিনয় করিতে পারিবেন না। আপনারা বড় আশায় বঞ্চিত হইলেন, তাঁহার সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারে এরূপ অভিনেত্রী কেহই নাই, এজন্য আমরা আপনাদের আশা পূর্ণ করিতে অসমর্থ; আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আপনারা মার্জ্জনা করুন।"

দর্শকগণ সোৎসাহে এই উক্তির সমর্থন করিল।

মিরিয়াম আমার মুখের দিক চাহিয়া বলিল, "মিঃ নর্থ, গান শুনিয়া খুসী হইয়াছেন ত? এখন চলুন বাড়ী যাই। এরূপ চমৎকার সঙ্গীত আর কখনও শুনি নাই। আপনি বুঝিয়াছেন—কোনও স্ত্রীলোক আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার দুঃসাহস প্রকাশ করিলে তাহাকে কিরূপ শাস্তি পাইতে হয়? চলুন সাভয় হোটেলে গিয়া কিছু আহার করা যাউক।"

বলা বাহুল্য, আমি তাহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলাম না। ওল্‌গা কিরূপ অসুস্থ হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল; আমি 'বক্স' পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে দেখিতে চলিলাম। সাজ-ঘরের বাহিরে কাউণ্ট ভেন্‌ড্রামিনের দেখা পাইলাম। দেখিলাম তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া

গিয়াছে। তিনি কোনও প্রকারে অধীরতা গোপন করিয়া আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার আসিয়াছে। এখনও মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় নাই। এ কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! আপনি কিছু বুঝিয়াছেন? বেচারা অজ্ঞ মনে যে বেদনা পাইয়াছে—তাহাতেই হয় ত মারা পড়িবে! তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইল! এ কষ্ট কি সে ভুলিতে পারে? কেহ কি দুরভিসন্ধিতে তাহাকে এই বিপদে ফেলিয়াছে?—আপনার কি অনুমান?"

আমি বলিলাম, "এখন এ সকল কথা থাক, ডাক্তার কি বলে আগে শোনা যাক্।"

অর্দ্ধঘণ্টা পরে ডাক্তার বাহিরে আসিয়া আমাকে গোপনে বলিল, "ফ্রলিনের চেতনা সঞ্চার হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি অত্যন্ত অসুস্থ; আমার বিশ্বাস হঠাৎ তিনি কণ্ঠাশ্রিত ডিফ্থিরিয়াতে আক্রান্ত হইয়াছেন। অতি খারাপ জাতীয় ডিফ্থিরিয়া।"

আমি সভয়ে বলিলাম, "ডিফ্থিরিয়া! আজ সন্ধ্যাকালেও ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। অসুস্থ হইলে তিনি নিশ্চয়ই অভিনয় করিতে আসিতেন না।"

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া বলিল, "এ খুব আশ্চর্য্য রকমের আক্রমণ বটে! আমি একজন বিশেষজ্ঞকে আনাইতে পাঠাইয়াছি।"

আমি বলিলাম, "ডাক্তার, আপনার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার মনে হইতেছে আপনি কোনও কথা গোপন করিতেছেন!—ব্যাপার কি, সরল ভাবে খুলিয়া বলুন।"

ডাক্তার বলিল, "আমাকে একটু ভাবিবার সময় দিন।—আমি কিছু ধাঁধায় পড়িয়াছি!"

কাউণ্ট ভেন্ড্রামিন্ জড়িত স্বরে বলিলেন, "জীবনের কি কোন আশঙ্কা আছে, ডাক্তার?"

ডাক্তার বলিল, "সে কথা এখন বলা কঠিন। পিচ্কারীর সাহায্যে ডিফ্থিরিয়ার প্রতিষেধক প্রয়োগে হয় ত তাঁহার জীবন রক্ষা হইতেও পারে। কিন্তু আপনাকে গোপনে বলিতে বাধা নাই, আমি রোগীর কণ্ঠদেশ পরীক্ষা করিয়া

বুঝিতে পারিয়াছি, অল্পকাল পূর্ব্বে সূচি-মুখ পিচ্‌কারীর সাহায্যে কণ্ঠনালীর ঊর্দ্ধাংশ বিদ্ধ করা হইয়াছিল !”

একথা শুনিয়া ভেন্‌ড্রামিন্‌ সভয়ে বলিলেন, “কি সর্ব্বনাশ !”

ডাক্তার বলিতে লাগিল, “এ কোন্‌ শয়তানের কায, তাহা অনুমান করা অসম্ভব। কিন্তু কাযটা এরূপ পৈশাচিক, বিশ্বাসের এরূপ অযোগ্য যে, একথা মুখে আনিতেও সঙ্কোচ বোধ হয় ; অভিযোগ উত্থাপন করা ত দূরের কথা।—আমার বিশ্বাস, কেহ দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত হইয়া পিচ্‌কারীর সাহায্যে ডিফ্‌থিরিয়ার খাঁটি বীজাণু উঁহার কণ্ঠনালীতে প্রয়োগ করিয়াছে।”

কাউণ্ট ভেন্‌ড্রামিনের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল ! তিনি ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন, “এ কাহার কায ডাক্তার, শীঘ্র আমাকে বলুন। আমি এই মুহূর্ত্তে সেই পিশাচের নাম জানিতে চাই।”

ডাক্তার বলিল, “মহাশয়, শান্ত হউন ; আপনি আমার কথা শুনিয়া হঠাৎ উত্তেজিত হইবেন না। হয় ত আমার পরীক্ষায় ভ্রম হইয়াছে ; কিন্তু আমি ইহা ভিন্ন অন্য কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই।”

আমার হঠাৎ মনে হইল ডাক্তার ভন হেল্ডই এ কায করিয়াছে ! মিরিয়ামের ষড়যন্ত্রে নিশ্চয়ই তাহার যোগ আছে। আমি ক্রুদ্ধ ভেন্‌ড্রামিনের হাত ধরিয়া বলিলাম, “কাউণ্ট, আমার সঙ্গে চলুন। শীঘ্র চলুন ; আমাদের অনেক কায আছে।”

ভেন্‌ড্রামিন্‌ শূন্য দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কোথায় যাইব ?”

আমি বলিলাম, “ভন হেল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে।—অদ্বিতীয় রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ জর্ম্মান ডাক্তার ভন হেল্ড।”

কাউণ্ট বলিলেন, “কি আবশ্যক ?”

আমি বলিলাম, “তাহা পরে জানিতে পারিবেন ; কিন্তু আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, ডাক্তার ভন হেল্ডের সহিত আমার যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা শুনিয়া আপনি কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ করিবেন না।”

কাউণ্ট বলিলেন, "আপনি এ সকল কথা কেন বলিতেছেন ?"

আমি বলিলাম, "আপনি সকল কথা শুনিলে হয় ত আজ রাত্রেই ভন হেল্ডকে গুলি করিয়া মারিতে চাহিবেন ; কিন্তু আপনি তাহা করিতে পাইবেন না।"

কাউণ্ট বলিলেন, "আপনি কি বলিতে চান—সেই ডাক্তারটাই আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "আমি এখন, কিছুই বলিব না ; আগে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা যাউক।"

আমরা তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী লইয়া হার্লি ষ্ট্রীটে যাত্রা করিলাম। ডাক্তার ভন হেল্ডের প্রাসাদতুল্য সুবৃহৎ অট্টালিকার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বার-রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, ডাক্তার বাড়ীতেই আছে। আমাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া প্রহরীটা অত্যন্ত বিস্মিত হইল ; কিন্তু তাহাকে ডাক্তারের নিকট আমাদের আগমন সংবাদ জানাইতে না বলিয়াই আমরা উভয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।

ডাক্তার ভন হেল্ড তখন তাহার পাঠ-কক্ষে টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি একখানি কাগজ পরীক্ষা করিতেছিল। টেবিলটি নানা প্রকার কাগজপত্রে পূর্ণ। সে সবিস্ময়ে আমাদের মুখের দিকে চাহিল ; কাউণ্টের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্তিম হইয়াছিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। আমাদের ভাব দেখিয়া ডাক্তার ভন হেল্ড হতাশ ভাবে ঝুপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল ; তাহার হাতের কাগজখানি মেঝের গালিচার উপর খসিয়া পড়িল! তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম—আমার অনুমান মিথ্যা নহে। মুহূর্ত্তে তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল।

আমি মুহূর্ত্তমধ্যে কাগজখানি কার্পেটের উপর হইতে তুলিয়া লইলাম।—দেখিলাম, তাহা মিরিয়াম লিমেয়ারকে প্রদত্ত চারি হাজার পাউণ্ডের একখানি হ্যাণ্ড নোট! ঋণ পরিশোধ করায় সে হ্যাণ্ড-নোট ফেরত পাইয়াছে বুঝিলাম ; কিন্তু ডাক্তার এই বিরাট ঋণ কি উপায়ে পরিশোধ করিল ?—টেবিলের উপর

আরও কয়েকখানি পরিশোধিত হ্যাণ্ডনোট পড়িয়াছিল। তাহাও আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

আমি দৃঢ় মুষ্টিতে বৃদ্ধ ডাক্তারের হাত ধরিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক কর্কশ স্বরে বলিলাম, "ওরে বুড়া শয়তান, তোর এই কায ?"

ভন হেল্ড আতঙ্কাভিভূত হইয়া বলিল, "আপনি কি সব কথাই জানিতে পারিয়াছেন ?"

আমি গর্জ্জন করিয়া বলিলাম, "কি জন্য এই দুষ্কর্ম্ম করিলে শীঘ্র বল ; যদি বলিতে ইতস্ততঃ কর তাহা হইলে—"

দেখিলাম কাউণ্ট ডাক্তার হেল্ডকে আক্রমণ করিবার জন্য আস্তিন গুটাইতেছেন !—আমি তাঁহাকে বলিলাম, "কাউণ্ট, আমার অনুরোধ বিস্মিত হইবেন না, স্থির হউন।"

কাউণ্ট নিরুপায় ভাবে নিষ্ফল আক্রোশে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

ভন হেল্ড আমাদের উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভগ্ন স্বরে বলিল,"আমাকে সে গোলাম করিয়া রাখিয়াছিল ;—তাহার আদেশ অগ্রাহ্য করিবার আমার শক্তি ছিল না। সে বলিয়াছিল আমি তাহার আদেশ পালন করিলে আমাকে ঋণ-পাশ হইতে মুক্তি দান করিবে। আমি দায়ে পড়িয়া তাহার নিকট দশহাজার পাউণ্ড কর্জ্জ লইয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "এই দশহাজার পাউণ্ডের জন্য তুমি এরকম গর্হিত কায করিতে কুণ্ঠিত হইলে না ! অর্থই কি মানুষের সর্ব্বস্ব ?"

ডাক্তার ভন হেল্ড বলিল, "আমি উপলক্ষ্য মাত্র, সেই পিশাচীই সকল কায করিয়াছিল। আহারের পর ফ্রলিন ওল্‌গার• কাফি বিষাক্ত করা হয় ; সেই কাফি পান করিয়া তিনি আমার কোলের কাছে ঢলিয়া পড়েন। তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তাঁহার শুশ্রূষার ছলে মিরিয়াম তাঁহাকে তাহার শয়নকক্ষে লইয়া যায়। কাউণ্ট তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কৌশলে তাঁহাকে সরাইয়া দেওয়া হইল ; তাহার পর এক সেকেণ্ড মধ্যে পিচ্‌কারি করা শেষ হইল !"

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলাম, "পিচ্‌কারীতে কি ছিল ?"

ভন হেল্ড বলিল, "ডিফ্‌থিরিয়ার অতি উগ্র টাট্‌কা বীজাণু।—ইহা প্রয়োগ করায় কি ফল হইয়াছিল—তাহা আপনারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গান আরম্ভ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে তাঁহার কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথমে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাহার পর—"

আমি বিকৃত স্বরে বলিলাম,"এই পৈশাচিক কার্য্যের কি পুরস্কার পাইলে?"

ডাক্তার ভন হেল্ড বলিল, "সে আমার সমস্ত হ্যাণ্ডনোট ফেরত দিয়াছে। আমাকে আরও কিছু নগদ টাকা দিবে অঙ্গীকার করিয়াছে। আমি ডুবিতে বসিয়াছিলাম; আমার উদ্ধারের উপায় ছিল না। আমাকে লাঞ্ছিত, বিপন্ন হইতে হইত; তাই এই প্রলোভন আমি সংবরণ করিতে পারি নাই। কিন্তু আমি স্বহস্তে কিছু করি নাই, সে নিজেই সব করিয়াছে; কিন্তু তথাপি এ জন্য আমি দায়ী। হায়, কি করিলাম! লোভে পড়িয়া কেন এমন দুষ্কর্ম্ম করিলাম? পিশাচী আমাকে ধীরে ধীরে নরকের পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে; আমি চেষ্টা করিয়াও ফিরিতে পারি নাই। আমাকে সে গোলাম করিয়া রাখিয়াছিল। এখন আমার জীবন বিড়ম্বনাপূর্ণ মনে হইতেছে। আমি তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি; কিন্তু জীবন বড় দুর্ব্বহ, আর আমার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। সমাজে আর মুখ দেখাইবার সাহস নাই।"

আমি মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া থাকিয়া কাউণ্টকে বলিলাম, "চলুন, যাই।"

কাউণ্ট সক্রোধে হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "উহাকে হত্যা না করিয়াই ফিরিয়া যাইব?—না, উহাকে দণ্ড না দিয়া যাইব না।"

ডাক্তার ভন হেল্ড চেয়ার হইতে উঠিয়া টেবিলের দেরাজ খুলিয়া একটা টোটা-ভরা পিস্তল বাহির করিল; তাহা কম্পিত হস্তে কাউণ্টের দিকে প্রসারিত করিয়া বলিল, "এই পিস্তল লউন, আপনি স্বহস্তে আমার পাপের প্রতিফল প্রদান করুন।—আমি স্বয়ং যাহা করিতাম, আপনিই তাহা করুন।"

কাউণ্ট পিস্তল গ্রহণ করিলেন না; আমার সঙ্গে ডাক্তার ভন হেল্ডের গৃহ-

ত্যাগ করিয়া কভেণ্ট গার্ডেনের রঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিলেন। আমরা সেখানে গিয়া শুনিলাম ওল্‌গাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

পরদিন প্রভাতে সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম,—"সুবিখ্যাত গায়িকা ফ্রলিন ওল্‌গা ফাল্‌বাস্ পূর্ব্বরাত্রে অপেরায় গান করিতে উঠিয়া হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছিলেন; ইহাতে দর্শকগণের বড়ই আশাভঙ্গ হইয়াছে। ডাক্তারের পরীক্ষায় জানিতে পারা গিয়াছে, ফ্রলিন সহসা দুশ্চিকিৎস্য ডিফ্‌থিরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক!"

এই সংবাদের নীচেই দেখিলাম, "সুবিখ্যাত জর্ম্মান রাসায়নিক ডাক্তার ভন হেল্ড গতরাত্রে পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছেন! তাঁহার আত্মহত্যার কারণ অপ্রকাশ। গতকল্য সুবিখ্যাত মিসেস্ মিরিয়াম লিমেয়ারের গৃহে সান্ধ্য ভোজে উপস্থিত থাকিয়া তিনি সুস্থ চিত্তে পান-ভোজন করিয়াছিলেন; তাহার পর হঠাৎ রাত্রে এই শোচনীয় কাণ্ড! এই জগদ্বিখ্যাত প্রতিভাবান মনস্বীর শোচনীয় মৃত্যুতে বিজ্ঞানজগতের যে ক্ষতি হইল, তাহা শীঘ্র পূরণ হইবে না। রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গবেষণায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; পরমেশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন।"—কিন্তু একজনের আকস্মিক রোগ ও অপরের হঠাৎ আত্মহত্যা—এই উভয়ের মধ্যে যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহা কেহ কি অনুমান করিতে পারিল?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রায় এক বৎসর পরে আমি লণ্ডনের প্রধান বিচারালয়ে একটি খুনী মামলার বিচার দেখিতে গিয়াছিলাম। এই বিচার দেখিবার জন্য লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজের বহুলোক বিচারালয়ে উপস্থিত ছিলেন; মহিলার সংখ্যাও অল্প নহে। যে দিনের কথা বলিতেছি, সেইদিন মামলার রায় প্রকাশ হইবার কথা। লর্ড চীফ্ জষ্টিস্ স্বয়ং এই মামলার বিচার করিতেছিলেন। তাঁহার মস্তকে কালো টুপী; তাঁহার পার্শ্বে একজন বৃদ্ধ পাদ্‌রী উপবিষ্ট।—আসামী সম্মুখস্থ কাট্‌রায় দণ্ডায়মান। তাহার শুষ্ক মুখমণ্ডল চা-খড়ির মত সাদা!

প্রধান বিচারপতি আসামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,'রবার্ট পমিরয় গর্লে-ষ্টন, তোমার স্বদেশীয় বার জন জুরী একমত হইয়া রায় দিয়াছেন—তুমি তোমার পিতৃব্য সার রিচার্ড পমিরয় গর্লেষ্টনকে হত্যা করিয়াছ। এই অপরাধের কি দণ্ড হইবে, তাহা তুমি অবিলম্বেই শুনিতে পাইবে। আমার ইচ্ছা দণ্ডলাভের পূর্ব্বে তুমি পরমেশ্বরের নিকট তোমার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা কর। আর যদি আদালতে তোমার কিছু বলিবার থাকে, আমার রায় প্রকাশের পূর্ব্বে তাহা বলিতে পার।"

আসামী শূন্য দৃষ্টিতে বিচারপতির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার আর কিছুই বলিবার নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি নিরপরাধ।"

অনন্তর সে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অবশেষে একজনের মুখের উপর উদাস দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিল। দশকগণের দৃষ্টিও সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকে পতিত হইল। দেখিলাম, সে মিরিয়াম লিমেয়ার! মিরিয়াম, লেডি মেলফোর্ট ও মিসেস্ পণ্টারগোল্ডের মধ্যে বসিয়া মামলা দেখিতেছিল। সে প্রত্যহই মামলা দেখিতে আসিত; আসামী-ফরিয়াদীর পক্ষের জেরা জবানবন্দী সকলই মন দিয়া শুনিত। বস্তুতঃ সম্ভ্রান্ত সমাজের অনেক মহিলাই এই মামলা দেখিতে আসিয়া-

ছিলেন। যুবক আসামীর সহিত সকলেরই পরিচয় ছিল; অল্পবিস্তর বন্ধুত্বও অনেকের সঙ্গেই ছিল। আসামী রবার্ট গর্লেষ্টনের অনেক গুণ ছিল। সকলের সঙ্গে সে সরলভাবে মিশিত; সকল প্রকার সামাজিক আমোদ-প্রমোদে যোগ-দান করিত। ইংলণ্ডের মহাসম্ভ্রান্ত পরিবারে তাহার জন্ম। সে তাহার পিতৃব্য বৃদ্ধ ব্যারণ গর্লেষ্টনকে গুলি করিয়া হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বৃদ্ধ ব্যারণ তাঁহার পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তিনি তাহার নামেই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর রবার্টই তাঁহার মহা-সম্মানিত খেতাবেরও উত্তরাধিকারী হইত। এসকল জানিয়াও হতভাগ্য যুবক পিতৃতুল্য বৃদ্ধ পিতৃব্যকে গুলি করিয়া মারিয়াছিল!—হত্যা-কাণ্ডের কোন চাক্ষুষ প্রমাণ ছিল না। পারিপার্শ্বিক প্রমাণেই তাহাকে অপরাধী প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এ ব্যাপার কি রহস্যবিজড়িত নহে?—আদালতে এত লোক উপস্থিত থাকিতে অপরাধী যুবক মিরিয়ামের মুখের দিকেই-বা ব্যাকুল-দৃষ্টিতে চাহিল কেন?—আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার বিশ্বাস হইল, এই হত্যাকাণ্ড কোন দুর্ভেদ্য রহস্যজালে জড়িত!

আমার বিশ্বাস যাহাই হউক, প্রধান বিচারপতি মহাশয় আসামীর অপরাধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। শেষবারও সে যখন বলিল, "আমি নিরপরাধ"—তখন বিচারপতি মহাশয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আসামীর প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশদান ভিন্ন আমি উপায়ান্তর দেখিতেছি না। তোমার প্রতি এই আদেশ হইল যে, আদালত হইতে প্রথমে তোমাকে হল্‌ওয়ের কারাগারে লইয়া যাওয়া হইবে; সেখান হইতে তুমি বধ্যমঞ্চে নীত হইবে; সেখানে ফাঁসি দিয়া তোমার প্রাণদণ্ড করা হইবে।—পরমেশ্বর তোমার আত্মার সদ্গতি সাধন করুন।"

আসামীকে প্রহরীরা আদালতের বাহিরে লইয়া গেল, বিচার শেষ হইল, আদালত সেদিনের মত বন্ধ হইল। দর্শকগণেরও মামলা দেখা শেষ হইল, শেষ হইল বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, ইহা কোন লোমাঞ্চকর অভিনয়ের আরম্ভ মাত্র। কিন্তু আমার এরূপ ধারণার কারণ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি নিরুত্তর! মিসেস্ মিরিয়াম লিমেয়ারের সেখানে উপস্থিতি, এবং তাহার মুখের

উপর দুইটি ব্যাকুলনেত্রের হতাশ দৃষ্টি সংস্থাপিত দেখিয়াই আমার মনে যে সন্দেহের উৎপত্তি হইয়াছিল, আমি তাহার কারণ-নির্দ্দেশে অসমর্থ।

বিচার শেষে আমি আদালত হইতে বাহিরে আসিতেছি, এমন সময় মিরিয়াম আমার সম্মুখে উপস্থিত!—আমি তাহাকে দেখিয়া পাশ-কাটাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। মিরিয়াম আমাকে বলিল, "মিঃ নর্থ, বিচার দেখিতে আসিয়াছিলেন? মামলাটা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ বলিয়াই কি আপনার মনে হয় নাই? রবার্ট গর্লেষ্টন বেচারা যে এরূপ ভয়ঙ্কর কায করিতে পারে এ কথা আমি এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।—আমার বিশ্বাস, নিরপরাধে ছোক্‌রার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল!"

আমি কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া বলিলাম, "আমারও এইরূপ বিশ্বাস!—বোধ হয় বিচারের সময় অনেক গুপ্ত কথাই প্রকাশ হয় নাই।"

মিরিয়াম চঞ্চল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমারও তাহাই মনে হয়।"

আমি বলিলাম, "রবার্ট গর্লেষ্টনের সঙ্গে আপনার খুব বন্ধুত্ব ছিল, কেমন?"

মিরিয়াম আমার এই প্রশ্নে হঠাৎ যেন দমিয়া গিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "হাঁ, তা ছিল বৈ কি!"—তাহার পর সে হঠাৎ কথাটা চাপা দিয়া বলিল, "আপনি কোন্ দিকে যাইবেন? চলুন না, আমাকে আমার ব্রুহামে তুলিয়া দিয়া আসিবেন।"

আমি মিরিয়ামকে ব্রুহামে তুলিয়া দিলাম; তাহার পর সে যখন শুনিল—সে যে দিকে যাইবে, আমিও সেইদিকে যাইব, তখন সে আমাকে তাহার গাড়ীতে তুলিয়া লইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি অগত্যা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তাহার সঙ্গেই চলিলাম।

সেইদিন সায়ংকালে একটি ক্লাবে কানাডা রাজ্যের সেক্রেটারী রাইট অনারেব্‌ল পিটার কম্‌সের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহার সহিত আমার দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব। সে আমার অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড় হইলেও সমবয়স্কের

মতই তাহার সঙ্গে ইয়ারকি চলিত। কিন্তু অনেকদিন পরে এই ক্লাবে হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া আমি চিনিতে পারিলাম না। তাহার চেহারার এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল! শুনিয়াছিলাম সে কিছুদিনের ছুটি লইয়া ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছে। ইতিমধ্যে সে দেশে ফিরিয়াছে, তাহা জানিতাম না। সেদিন তাহাকে দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না! অল্প দিনে তাহার বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। অধিকাংশ চুল পাকিয়া গিয়াছে। বিলাসিতার সে আড়ম্বর নাই, পরিচ্ছদের পরিপাট্য নাই; মুখে অশান্তি ও উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট; চোখ বসিয়া গিয়াছে, চোখের কোনে কালি পড়িয়াছে; তাহাকে অত্যন্ত অসুখী বলিয়া মনে হইল। সেই অসুরের মত জোয়ান,—জীর্ণ-শীর্ণ, অবসাদ-ভারাক্রান্ত! ব্যাপার কি?

আমি তাহাকে বলিলাম, "কি হে! তুমি নাকি বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছিলে? কবে ফিরিলে? ভাল আছ ত? তোমাকে এত রোগা দেখিতেছি কেন?"

কম্‌স বলিল, "আর ভাল! আমি ভাই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছ! ব্যাপার কি? তুমি সর্ব্বস্বান্ত হইলে আমরা ত নাই!"

কম্‌স বলিল, "আস্তে কথা কও ভাই; কে কোন্ দিক হইতে শুনিয়া ফেলিবে! হাঁ, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। বৎসর খানেক হইতেই সর্ব্বনাশের সূচনা। এখন বজ্রাঘাত অনিবার্য্য, তাই তাহা মাথা পাতিয়া লইতে দেশে ফিরিয়াছি। কাল আমার শোচনীয় অধঃপতনের কথা সকলেই জানিতে পারিবে।"

আমি বলিলাম, "কম্‌স, তুমি পাগলের মত কি বলিতেছ? তোমাদের মন্ত্রী-সমাজে কি কোন রাজনৈতিক বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে? রুষতল্লুকের সঙ্গে গণ্ডগোল বাধিয়াছে না কি?"

কম্‌স মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি মন্টি কার্লোতে গিয়াছিলাম; সেখানে খেলার আড্ডায় মিশিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। সে ঋণ আমার পরিশোধ করিবার শক্তি নাই।"

আমি কোন কথা বলিলাম না। কম্‌স মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল,

"তুমি বোধ হয় মিরিয়াম লিমেয়ারকে চেন ? হাঁ নিশ্চয়ই চেন। আমি তাহার নিকট বিভিন্ন দফায় হাজার-হাজার পাউণ্ড কর্জ্জ করিয়াছি। কালই কতকগুলি হ্যাণ্ডবিলের টাকা দিতে হইবে। খেলায় যদি কিছু টাকা জিতিয়া আনিতে পারি, তাহা হইলে তাহার ঋণ শোধের সুবিধা হইবে, এই আশায় আমি মন্টি কার্লোতে গিয়াছিলাম ; কিন্তু হিতে বিপরীত হইয়াছে !—লাভ দূরের কথা আমি যথাসর্ব্বস্ব হারিয়া আসিয়াছি। বেমাইনি জুয়া খেলায় যোগ দিয়াছিলাম, তাহার এই ফল !"

আমি বলিলাম "তুমি এখন কি করিবে মনে করিতেছ ?"

কম্‌স বলিল, "আজ রাত্রেই চাকরীতে ইস্তাফা দিব। তাহার পর পিস্তলের গুলিতে মাথার খুলি উড়াইয়া অপমানের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব।"

আমি বলিলাম, "ছিঃ, তুমি কি বলিতেছ ? পাগল হইলে না কি ?"

আমার অনেক দিন হইতেই সন্দেহ ছিল, কম্‌স মিরিয়ামের কবলে পড়িয়াছে। ডাক্তার ভন হেল্ড তাহার নিকট মাথা বিক্রয় করিয়া বৎসরাধিক পূর্ব্বে কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, এবং তাহার কি শোচনীয় ফল হইয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। আজ সাম্রাজ্য-তরণীর অন্যতম কর্ণধার, কানাডা রাজ্যের মহামন্ত্রী কম্‌সও আত্মহত্যায় উদ্যত ! মিরিয়ামের উপর আমার অত্যন্ত রাগ হইল।

আমাদের কথা শেষ না হইতেই একজন ভৃত্য একখানি টেলিগ্রাম আনিয়া কম্‌সের হস্তে প্রদান করিল। কম্‌স সেই টেলিগ্রাম খানি পাঠ করিয়া বলিল, "ইহাই আমার মৃত্যুর পরোয়না।"

আমি ঔৎসুক্য ভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরোয়ানাখানা কে পাঠাইয়াছে ?"

কম্‌স টেলিগ্রামখানি আমার হাতে দিয়া বলিল, "মিরিয়াম লিয়েমার।"

আমি টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া দেখিলাম,মিরিয়াম তাহাকে অবিলম্বে ঋণ-শোধ করিতে আদেশ করিয়াছে। বিলম্ব হইলে লাঞ্ছনার ভয়ও দেখাইয়াছে।

আমি বলিলাল, "দেখ কম্‌স, আমি তেমন ধনবান নহি, কিন্তু তুমি আমার বহুদিনের বন্ধু। যদি হাজার দুই পাউণ্ড তোমাকে সংগ্রহ করিয়া দিলে তোমার কোন উপকার হয়, তবে তাহার চেষ্টা দেখিতে পারি।"

কম্‌স হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "দু' হাজার পাউণ্ড! উহা ত সমুদ্রে শিশির বিন্দু! এ টাকায় আমার কি উপকার হইবে? আমার ঋণ কত অধিক, তাহা তুমি ধারণা করিতে পারিবে না। না, সে ঋণ শোধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এবার আমি ডুবিলাম! আত্মহত্যা ভিন্ন আমার নিষ্কৃতি নাই। বিদায় বন্ধু, হয় ত এই শেষ দেখা।" আমি সাগ্রহে বলিলাম, "শান্ত হও ভাই, ওকথা মুখেও আনিও না। এরূপ মহাপাপে কদাচ লিপ্ত হইও না।"

কিন্তু কম্‌স আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া গেল। আমি মিরিয়ামের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। অর্থদ্বারা পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কি ভীষণ অনর্থপাতই না হইতেছে!

সে দিন ক্লাবে, রেস্তরায়, মজলিসে, হাটে ঘাটে সর্ব্বত্র যুবক গর্লেষ্টনের প্রাণদণ্ডের আদেশ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। এই অমায়িক, সরলপ্রকৃতি সুরসিক, মুক্তহস্ত যুবকের সম্বন্ধে অনেকেরই উচ্চ ধারণা ছিল। তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়া অধিকাংশ লোকই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্লাবেও অনেকে বলিতে লাগিল, আত্মসমর্থনের ত্রুটিতেই বেচারা অবিচারে মারা গেল!

হত্যাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই,—সার রিচার্ড গর্লেষ্টন ইয়র্ক সায়ারের একজন মহা সম্ভ্রান্ত ব্যারণ। যে সপ্তাহে পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল সেই সপ্তাহের শেষে সার রিচার্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র রবার্ট ও অন্য কয়েকটি ভদ্রলোক তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। দুর্ঘটনার দিন অপরাহ্ণে সার রিচার্ডের সহিত রবার্টের বচসা হয়। রবার্ট তাহার পিতৃব্যের নিকট অনেকগুলি টাকা চাহিলে তিনি তাহা দিতে অসম্মত হন। এই জন্যই বচসা। সার রিচার্ড ভয় প্রদর্শন করেন, তাহাকে উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করিবেন। রবার্ট বলে, বুড়াকে এই ধৃষ্টতার প্রতিফল দিবে। তাহার পর রবার্ট পিতৃব্যের গৃহ পরিত্যাগ করে। রাত্রে আহারের সময় সে বাড়ী আসিল না, বৃদ্ধও তাহার অনুসন্ধান করিলেন না। এই বিবাদের কথা অনেকেই জানিতে পাইল।

রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় সার রিচার্ডের নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা বিলিয়ার্ড খেলা করিতেছিল; সার রিচার্ড তাঁহার পাঠ-কক্ষে বসিয়া লেখাপড়া করিতে

ছিলেন ; এমন সময় সেই কক্ষে পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। সেই শব্দ শুনিয়া ভৃত্যেরা ও অভ্যাগত ভদ্রলোকগুলি তাড়াতাড়ি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পায়, সার রিচার্ডের ললাট বন্দুকের গুলিতে বিদ্ধ ! বৃদ্ধের মৃত-দেহ মেঝেয় পড়িয়া আছে। একটি জানালা খোলা ! একজন লোক সেই জানালা দিয়া লাফাইয়া বাহিরে পড়িয়া পলায়ন করিল ; কিন্তু কেহই তাহার চেহারা দেখিতে পায় নাই। তাহার অনুসরণ করিয়াও কেহ তাহাকে ধরিতে পারিল না ; কেবল সেই অট্টালিকার বহিঃপ্রাঙ্গণে একটি গাছের তলায় একটি পিস্তল পাওয়া গেল। ভৃত্যগণ চিনিল, তাহা রবার্টের পিস্তল। পরদিন প্রভাতে রবার্টকে তাহার লণ্ডনের বাসায় গ্রেপ্তার করা হইল। রবার্ট আত্মসমর্থনের জন্য যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহার স্বপক্ষে যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছিল, জজ বা জুরীরা তাহা বিশ্বাস করিলেন না। বিচারে বেচারার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হইল, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন।

সেই রাত্রে কার্লটন হোটেলে আসামীর কৌন্সিলী মিঃ স্পিন্‌ড্রিষ্টের সহিত এই প্রসঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল ; তিনি বলিলেন, "হতভাগ্য বালক যদি বিশ্বাসযোগ্য সাফাই সাক্ষী দিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত না। তাহার বিরুদ্ধে অন্যান্য গুরুতর প্রমাণ থাকিলেও হত্যাকাণ্ডের সময় তাহাকে পাওয়া যায় নাই ; সুতরাং সে যদি সপ্রমাণ করিতে পারিত হত্যাকাণ্ডের সময় সে লণ্ডনে ছিল, তাহা হইলে অন্য সকল প্রতিকূল প্রমাণই ব্যর্থ হইত। কিন্তু এই সাফাই সাক্ষী যে-সে-লোক হইলে কোন ফল হইত না। এইরূপ সাফাই সাক্ষীর অভাবেই বেচারা অপরাধী প্রতিপন্ন হইল। যদি সে সত্যই নিরপরাধ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবেই তাহার প্রাণ গেল।"

আমি বলিলাম "এখন আর এ সকল কথা লইয়া আলোচনা করিয়া ফল কি ?"—বস্তুতঃ দেখিয়া-শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল রবার্টই হত্যাকারী, তবে অন্য কেহ এই কর্ম্মে তাহাকে উৎসাহিত দেখিয়াছিল কি না সে স্বতন্ত্র কথা।"

পরদিন সুবিখ্যাত 'পেল্‌মেল্‌ গেজেটে' নিম্নলিখিত 'প্যারা'টি পাঠ করিয়া আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম।

"গর্লেষ্টনের হত্যাকাণ্ডের বিচার শেষ হইয়াছে ; অপরাধীর অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ায় তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু গতকল্য রাত্রে মন্ত্রী সভার অন্যতম সদস্য ও কানাডা রাজ্যের সেক্রেটারী মিঃ পিটার কম্‌স হোম সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সপথ করিয়া বলিয়াছেন, হত্যা-কাণ্ডের সময় তিনি রবার্ট গর্লেষ্টনকে লণ্ডন নগরে দেখিয়াছিলেন। মিঃ পিটার কম্‌স কিছু দিনের ছুটী লইয়া বিদেশে গিয়াছিলেন ; তিনি এ সময় লণ্ডনে প্রত্যা-বর্ত্তন না করিলে রবার্ট গর্লেষ্টনের জীবন রক্ষার আশা থাকিত না। সুতরাং ইহা তাঁহার প্রতি দৈবানুগ্রহ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, মিঃ কম্‌সের ন্যায় মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চরম দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর পক্ষে যে সাফাই সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা অপরাধীর নির্দ্দোষিতার অকাট্য প্রমাণ। এই সাফাইয়ের অভাবে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইত। এইরূপ বিচার-বিভ্রাটে কত নিরপরাধ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়,কঠোর শাস্তি ভোগ করে, তাহা চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।"

আমি এই প্যারাটি পাঠ করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! পূর্ব্বরাত্রে কম্‌সের সহিত আমার যে সকল কথা হইয়াছিল তাহা মনে পড়িল। মিরিয়াম তাহাকে কি ভাবে মুঠার ভিতর পুরিয়াছে, তাহাও স্মরণ হইল। এই সাফাইয়ের সহিত মিরিয়ামের খেয়ালের কোন সম্বন্ধ নাই ত?

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে কম্‌স হঠাৎ আহার গৃহে উপস্থিত! তাহার মুখ মলিন, কিন্তু তাহার মন যেন অত্যন্ত চঞ্চল।

কম্‌স আমাকে বলিল, "ভাই নর্থ, বিশেষ প্রয়োজনে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম। কাল ক্লাবে তোমার সঙ্গে আমার যে সকল কথা হইয়াছিল তাহা তুমি ভুলিয়া যাও ; আমি তখন বোধ হয় অত্যন্ত মাতাল হইয়াছিলাম,আমি

তখন প্রকৃতিস্থ ছিলাম না। তোমার কাছে কতকগুলা প্রলাপ বকিয়াছিলাম; সে সকল কথা মন হইতে মুছিয়া ফেল।”

আমি বলিলাম, “সে আর বেশী কথা কি? আমি সে সকল কথা ভুলিয়া যাইতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি; কিন্তু আজ কাগজে এ কি দেখিতেছি?”

আমি পেল্‌মেল্‌ গেজেটখানি তাহাকে দেখিতে দিলাম।

সে প্যারাটি পাঠ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, “বেচারার প্রাণরক্ষা হইল। একজনের প্রাণরক্ষা করা কি অন্যায় কায?”

আমি বিরাগভরে বলিলাম, “না, অন্যায় কায নয়, খুব ভাল কায; কিন্তু প্রকৃত অপরাধী অন্যায় ভাবে আইনকে ফাঁকি দিয়া মুক্তিলাভ করিবে,—ইহা ত সঙ্গত নহে। ইহাতে সুবিচারের মহিমা নষ্ট হয়। যে মিথ্যা সাক্ষী দেয়—সে সকলেরই ঘৃণার পাত্র।”

কম্‌স উত্তেজিত স্বরে বলিল, “কে বলিল, আমি মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছি? এ অপবাদ অত্যন্ত গুরুতর!”

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, “তুমি ঘটনার দিন যে সময়ে রবার্ট গলে´ষ্টনকে লণ্ডনে দেখিয়াছ বলিয়া হলফ্‌ করিয়াছ, সেই দিন ঠিক সেই সময়ে তুমি আমার এখানে বসিয়াছিলে,—তাহা কি তোমার স্মরণ নাই?”

আমার কথা শুনিয়া কম্‌সের মুখ শুকাইয়া গেল; তাহার চক্ষুর জ্যোতি যেন নিবিয়া গেল। সে ভীত ভাবে আমাকে বলিল, “একথা তোমার মনে আছে? —ভাই আমাকে রক্ষা কর, একথা যেন প্রকাশ না হয়। তোমার একটি কথার উপর আমার মান সম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি সমস্তই নির্ভর করিতেছে। আমাকে ডুবাইও না, আমাকে মারিও না।”

আমি বলিলাম, “তোমার আশঙ্কার কারণ নাই; তোমার মান সম্ভ্রম খ্যাতি-প্রতিপত্তি বজায় থাক, তাহাতে আমি সুখী ভিন্ন অসুখী হইব না; আর আমি যদি সত্যই বলি—তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ, তাহা হইলেই-বা তোমার ক্ষতি কি? তুমি মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, লোকে তোমার কথা

অবিশ্বাস করিয়া আমার কথা বিশ্বাস করিবে? ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু আমি জানিতে চাই—এই ব্যাপারে মিরিয়ামের কতটুকু হাত আছে?"

কম্‌স্‌ অধীর স্বরে বলিল, "সে সকল কথা ভুলিয়া যাও। আমি মিরিয়ামের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখি নাই, তাহার নিকট আধ পেনীও ঋণী নহি। আমি মদের ঝোঁকে তোমাকে কি বলিয়াছিলাম স্মরণ নাই। যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য নহে, প্রলাপ,—অর্থহীন প্রলাপ মাত্র।"

আমি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, আবেগভরে বলিলাম, "এসকল ভণ্ডামীতে কায কি ভাই? মিথ্যার ছাই চাপা দিয়া সত্যের আগুন ঢাকিয়া রাখিয়া কি ফল? আমাদ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা নাই—তাহা তুমি জান। তুমি মিরিয়ামের ঋণ শোধ করিয়াছ উত্তম; তোমাকে আর চাকরীতে ইস্তফা দিতে হইবে না, গুলি করিয়া মাথার খুলি উড়াইবার আর আবশ্যক নাই,—ইহা সুখের বিষয়। রবার্ট গর্লেষ্টন এ যাত্রা তোমার কৃপায় বাঁচিয়া গেল, ইহাতেও অসুখী নহি। কিন্তু কম্‌স, তুমি বিবেকের কশাঘাত কি করিয়া এড়াইবে? পরমেশ্বরকে কি জবাব দিবে—তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। তোমার এই অধঃপতন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয়, মর্ম্মান্তিক কষ্টকর।"

কম্‌স আমার কথা কাণে না তুলিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, "বিদায় ভাই, তোমার ধর্ম্মের ঝুলির মুখ বাঁধিয়া তুলিয়া রাখ। কূটনীতিতে ধর্ম্মাত্মাদের কোন অধিকার নাই। সে সকল কথা ভুলিয়া যাও; তাহা প্রলাপ, বা দুঃস্বপ্ন মাত্র! বিদায়।"

হোম সেক্রেটারীর আদেশে রবার্ট গর্লেষ্টন সেইদিনই কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিল। অনেকে বলিল "পরমেশ্বর আছেন, খামকা নির্দ্দোষীর ফাঁসী হইবে?"—পরমেশ্বরের দোহাই দিয়া লোকে নরহন্তাকেও তরাইয়া থাকে!

পরদিন মহাসমারোহে মিরিয়ামের বাড়ী "এট্ হোম।"—সম্ভ্রান্ত সমাজের বাছাই-বাছাই দিক্‌পালগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিল; আমি সামান্য লোক হইলেও মিরিয়াম আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে বিস্মৃত হয় নাই। পরে বুঝিলাম ইহার নিগূঢ় কারণ আছে।

ভোজের পর নিভৃতে মিরিয়ামের সহিত আলাপ করিবার সুবিধা হইয়াছিল। মিরিয়াম হাসিয়া বলিল, "শুনিয়াছেন ত রবার্ট নিরপরাধ প্রতিপন্ন হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে। আহা, বেচারাকে বড়ই ভালবাসি; তাহার পুনর্জ্জীবন লাভ হইল। আনন্দের কথা নহে কি?"

আমি বলিলাম "খুব।"

মিরিয়াম বোধ হয় আমার উত্তরে খুসী হইল না; আমার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের আভাস ছিল। সে আবার বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনি কি পর্ব্বতের এই মূষিক-প্রসবে বিস্মিত হন নাই? এত আয়োজন, পুলিশের এত কারসাজি, কৌন্সিলিদের বক্তৃতা, জজ ও জুরীদের প্রচুর ঘর্ম্ম-নিঃসারণ—একজন লোকের একটা কথায় সমস্ত উড়িয়া গেল!—ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে?"

আমি এবারও বলিলাম, "খুব।"

তথাপি মিরিয়ামকে খুসী করিতে পারিলাম না! সে আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "এ কি রহস্য, তাহা কি আপনি বুঝিয়াছেন?"

আমি তৃতীয়বার—টানাসুরে বলিলাম, "খুব।"

মিরিয়াম অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া চক্ষুতে সুতীব্র বিদ্যুতের প্রভা বিকীর্ণ করিয়া বলিল, "আপনি কিরূপে বুঝিলেন, বলিব?" ঘটে বুদ্ধি থাকিলে দাঁত দেখিয়া গরুর বয়স বলিয়া দিতে পারা যায়! বিশেষতঃ কম্‌স আপনাকে সমস্ত কথা বলিয়াছে। আপনি তাহা প্রকাশ না করিয়া আমার ধন্যবাদ ভাজন হইতেছেন।

আমি বলিলাম, "সে খবরও আপনি রাখেন? ধন্যবাদের আবশ্যক নাই; কিন্তু আমাকে আর এ পাঁকে টানিয়া আনিবেন না। আমি এ সকল পরামর্শ-শুনিতেও চাহি না।"

মিরিয়াম বলিল, "কিন্তু আমার কৈফিয়ৎটাও আপনার শুনা উচিত।—আমি জানিতাম—ফাঁসির হুকুমের পর—কম্‌সের মুখের একটি কথা ভিন্ন রবার্ট বেচারার জীবনরক্ষার কোন আশা নাই। কিন্তু তাহাকে বাঁচাইতেই হইবে;

আইনের দন্ত চূর্ণ করিতে হইবে ; এজন্য কম্‌সকে ক্রয় করিলাম। সম্ভ্রান্ত লোক কি না, বহু অর্থে তাহাকে ক্রয় করিতে হইয়াছে। কম্‌স এখন অঋণী।"

আমি বলিলাম, "একটি নিসম্পর্কীয় যুবকের প্রাণরক্ষার জন্য এরূপ স্বার্থত্যাগ করিলেন ? ইহা বৈষয়িক লোকের মত কায নহে।"

মিরিয়াম সদম্ভে বলিল, "কিন্তু আশ্রিত-বৎসলের কায ! এই জন্যই ত ঐশ্বর্য্য। ইচ্ছা যদি অপূর্ণ থাকিল—তবে অর্থের আবশ্যক ? রবার্ট আমার নিকট বিস্তর টাকা ধারে,—ঐ ঋণ পরিশোধ করা তাহার সাধ্যাতীত ; অথচ সে একটি গুলিমাত্র খরচ করিলে পিতৃব্যের অতুল ঐশ্বর্য্য হস্তগত করিতে পারে, আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়। এ অবস্থায় সৎযুক্তি দিতে কুণ্ঠিত হইলে আমার নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশিত হইত। আমার সৎ পরামর্শে সে একটি গুলি খরচ করিল ; কিন্তু বুদ্ধির দোষে ধরা পড়িল। পিতৃব্যের যথাসর্ব্বস্বের অধিকারী হইয়াও সে ফাঁসীতে ঝুলিল আমার প্রাপ্য টাকা আদায় হয় না। এতদ্ভিন্ন ব্যারণ-পত্নী হইবার প্রলোভনও সামান্য নহে। একদিকে সার রিচার্ডের বিপুল সম্পত্তি, অন্যদিকে কম্‌সের ঋণ। একটি কথা বলিয়া কম্‌স ঋণশোধ করিল। রবার্ট বাঁচিল। মামলার সময় যদি সে আমার পরামর্শের কথা প্রকাশ করিত—তাহা হইলে সমাজে মুখ দেখাইতে আমার লজ্জা হইত। রবার্ট সে কথা মুখেও আনে নাই ; এজন্য সে আমার কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমার অসন্তোষভাজন হইলে কি শাস্তি হয়—তাহা গত বৎসর থিয়েটারের অভিনেত্রীকে দিয়া দেখিয়াছেন ; আমি যাহার প্রতি প্রসন্ন—তাহার কি উপকার করিতে পারি—তাহা দেখিলেন।"

পরদিন সংবাদপত্রে পড়িলাম, রবার্ট গলেষ্টন হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়াছে ! প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আত্মহত্যা ?—ভাবিয়া ভাবিয়া বোধ হয় বেচারার মাথা খারাপ হইয়াছিল !—অনেকেই এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গভীর গবেষণা করিতে লাগিল।

সেইরাত্রেই কম্‌স—তাহার বাড়ীতে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য আমাকে টেলিগ্রাম করিল।—আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে আমাকে

একখানি পত্র দিল।—পত্রখানিতে রবার্টের স্বাক্ষর দেখিয়া কৌতূহলভরে তাহা পাঠ করিলাম। এই পত্রে সে অপরাধ স্বীকার করিয়াছে! মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাকে মুক্তিদান করায় কম্‌সকে তীব্র তীরস্কার করিয়াছে; এবং লিখিয়াছে মিরিয়ামের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য সে আত্মহত্যা করিতেছে। যে পিশাচী পিতৃতুল্য স্নেহময়, উদারহৃদয়, বহু সৎগুণের আধার, পিতৃব্যকে হত্যা করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে পারে—তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আত্মহত্যাতেও শান্তি লাভ হয়।

আমি কম্‌সকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কি করিবে?"

কম্‌স বলিল, "কাল জানিতে পারিবে।"

পরদিন সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, কম্‌স মন্ত্রীসভার পদত্যাগ করিয়াছে! মন্ত্রীসভায় অসাধু, উৎকোচ-গ্রাহীর স্থান নাই। সুতরাং পদত্যাগ ভিন্ন তাহার উপায় নাই।—ইহা আর এক রকম আত্মহত্যা!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কয়েক সপ্তাহ পরে আমি নাইস্ নগরে বেড়াইতে যাই। তখন মার্চ্চ মাস, প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব রমণীয়। সেখানে আমি একটি বড় হোটেলে বাসা লইয়াছিলাম।—ঘটনাক্রমে মিরিয়ামও সে সময় নাইসে বেড়াইতে গিয়াছিল।—সে ভিলা ভল্‌টাতে মহাসমারোহে বাস করিতেছিল।

একদিন আমি হোটেলে বসিয়া আহারান্তে ধূমপান করিতে করিতে খবরের কাগজ দেখিতেছি, এমন সময় একটি বিরাটবপু প্রৌঢ় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। লোকটার পোষাকের কি বিশাল ঘটা! ঠিক যেন লম্বসাট-পটাবৃতম্। পায়ে পেটেণ্ট লেদারের পম্পের যেমন বাহার, হাতে জোড়া জোড়া অঙ্গুরীর সেইরকম বাহার!—গলার বোতামটায় একখান হীরা ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।—লোকটাকে কোথায় যেন দেখিয়াছি!—কোথায়, মনে করিতে পারিলাম না।

লোকটা আমার কাছে আসিয়া বলিল, "মহাশয়ের নামই কি মিঃ নর্থ?"

আমি বলিলাম, "অবশ্য।"

সে টুপি তুলিয়া বলিল, "আমি মহাশয়ের সঙ্গে একটু আলাপ করিতে আসিয়াছি, বেয়াদপি মাফ করিবেন।"

আমি বলিলাম, "আমি ত বেয়াদপির কিছু দেখিতেছি না; কিন্তু কথা এই যে, আমার স্মৃতিশক্তি একটু ক্ষীণ। অনেক বন্ধু বান্ধবকেও দীর্ঘকাল পরে দেখিলে হঠাৎ চিনিতে পারি না।"

আগন্তুক বলিল, "ওঃ—আমাকে চিনিতে পারেন নাই! কে আমাকে না চেনে? আমার নাম হ্যারিস্,—ফিল্ হ্যারিস্।"

আমি বলিলাম, "ওহো, বটে বটে! আপনি সুদী-কারবার করেন না?"

হ্যারিস্ গম্ভীর ভাবে বলিল, "হাঁ কিঞ্চিৎ সুদ লইয়া বিপন্নের বিপদ দূর করি। এমন মহৎ ব্যবসা ত আর নাই। আমরা ইচ্ছা করিলে আপনার চেয়েও কত বড় বড় লোককে মুটায় পুরিতে পারি!"

দেখিলাম লোকটা দ্বিতীয় মিরিয়াম। প্রকাশ্যে বলিলাম,"তারপর ?—কিন্তু আশা করি এই কথাটি শুনাইতেই তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করিতে আস নাই।"

হ্যারিস্ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,"কিছু মনে করিবেন না ; আজ আমার বড় মন খারাপ। সে কথা যাক্। আপনি মিসেস্ মিরিয়াম লিমেয়ারকে চেনেন ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, চিনি !—আশা করি ইহা ফৌজদারী অপরাধ নহে ?"

হ্যারিস্ টুপিটা কোলে ফেলিয়া মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "না, সে কথা বলিতেছি না ; আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। আপনি সমজদার ব্যক্তি।"

আমি বলিলাম, "কি কথা জিজ্ঞাসা করিবেন ?"

হ্যারিস্ বলিল, "মিসেস্ লিমেয়ার সুদ খায়, আমিও সুদ খাই ; পেশা দু'জনেরই এক। টাকা তাহার অনেক, আমারও অল্প নহে। তাহার সঙ্গে আমার তফাৎটা কোথায়—বলিয়া দিবেন ?"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "সে স্ত্রীলোক, সুন্দরী যুবতী ; আর তুমি আধ-বুড়ো মোটা বিট্‌কেল চেহারার পুরুষ।—তফাৎ আছে বৈ কি !"

হ্যারিস্ হাসিয়া বলিল, "হাঁ, এ তফাৎ আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু আমি আপনার নিকট একটা অনুগ্রহের প্রার্থী। আপনি যদি দয়া করিয়া তাহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দেন, তাহা হইলে আপনাকে কিছু লাভ করাইয়া দিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "তোমার কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।"

হ্যারিস্ বলিল, "আমি খুব সোজা কথা বলিয়াছি, তথাপি বুঝিতে পারিলেন না ? আমি বলিতেছিলাম মিসেস্ মিরিয়াম লিমেয়ারের সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিলে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আপনাকে হাজার পাউণ্ডের এক-খানি চেক পাঠাইয়া দিব। আপনি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই তাহা পাইতে পারেন।"

আমি বলিলাম, "তুমি ত বড় মজার লোক হে ! আমাকে ঘুষ দিয়া সেই ভদ্র

মহিলার সহিত পরিচিত হইতে চাও? মতলব কি? ও কায আমাকে দিয়া হইবে না।" আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলাম।

আমাকে উঠিতে দেখিয়া হ্যারিস্ বলিল, "আপনি কি রাগ করিলেন? রাগ করিবেন না মহাশয়, আমি কোন দোষের কথা বলি নাই। তা আপনি আমাকে সাহায্য না করেন—নাই করিলেন। আমি নিজেই তাহার সহিত পরিচিত হইব; পারি কি না আপনি দেখিতে পাইবেন।"

সেইদিন মধ্যাহ্নকালে টিফিনের সময় দেখিলাম, মিরিয়াম পর্দ্দার অন্তরাল-স্থিত আর একটি টেবিলে ভোজনে বসিয়াছে; তাহার পাশেই একটি যুবক বসিয়া আছে। এই যুবকটিকে আমি চিনিতাম, তাহার নাম গ্যান্‌ডি। সে ২৩নং বল্লমধারী সৈন্যদলে চাকরী করিত।

তাহারা আমাকে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু আমি গ্যান্‌ডিকে মিরিয়া-মের নিকট উপবিষ্ট দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম—সে মিরিয়ামের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়াছে। আমি সেখানে বসিয়াই তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলাম।

মিরিয়াম বলিল, "তুমি যেরূপে পার, আমার টাকাগুলা দাও। আমি আর তাহা ফেলিয়া রাখিতে পারিব না। তুমি অনেকদিন হইতেই ভাঁড়াইতেছ, তোমার আর কোন ওজর-আপত্তি শুনিব না।"

গ্যান্‌ডি বলিল, "আমার হাতে এখন কিছু নাই; আপনার দেনা পরিশোধ করিতে কিছু সময় লাগিবে।"

মিরিয়াম সক্রোধে বলিল, "তোমার হাতে টাকা আছে কি না তাহা আমার জানিবার আবশ্যক নাই, আমি টাকা চাই।"

গ্যান্‌ডি বলিল, "আপনি দয়া করিয়া আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করুন।"

মিরিয়াম বলিল, "এক সপ্তাহ কি? আর একদিনও অপেক্ষা করিব না। আমার টাকার বড় দরকার; কয়েক দিন খেলায় হারিয়া অত্যন্ত টানাটানিতে পড়িয়াছি। এসময় টাকা না পাইলে আমার চলিবে না।—যেরূপে পার টাকার যোগাড় কর।"

গ্যান্‌ডি বলিল, "আপনি কিছু দিন অপেক্ষা না করিলে আমি মারা যাই।"

মিরিয়াম বলিল, "তা কি করিব? তোমার জন্য আমি ত মারা যাইতে পারি না।"

গ্যান্‌ডির নিকট মিরিয়াম কত টাকা পাইবে বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু বেচারা গ্যান্‌ডির ভাবভঙ্গি দেখিয়া দুঃখ হইল।—আমি জলযোগ শেষ করিয়া উঠিলাম।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে আমি মন্টি কার্লোতে বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম, মিরিয়াম খেলার আড্ডায় বসিয়া তাস খেলিতেছে, আর ক্রমাগত হারিতেছে! অনেক লোক টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া খেলা দেখিতেছে। দর্শকগণের মধ্যে ফিল্‌ হ্যারিসকেও দেখিতে পাইলাম। তাহার পোষাকের বাহার পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক! আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গ্যান্‌ডিকে কোন দিকে দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম বৃদ্ধ আর্ল অফ্‌ ভিসয়সে মিরিয়ামের পাশে বসিয়া খেলা দেখিতেছেন; এবং মিরিয়ামের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক মুরুব্বিগিরি করিতেছেন!

আমি প্রায় আধ-ঘণ্টাকাল খেলা দেখিলাম, কিন্তু একবারও মিরিয়ামকে জিতিতে দেখিলাম না! সে প্রত্যেক বাজি হারিতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক হারিয়া সে টেবিল হইতে উঠিবার উপক্রম করিল। দেখিলাম, তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; ললাট বহিয়া ঘর্ম্মধারা ঝরিতেছে! যেন সে অত্যন্ত বিষণ্ণ, উৎকণ্ঠিত ও পরিশ্রান্ত।

মিরিয়ামকে উঠিতে দেখিয়া হ্যারিস্‌ দুই তিনজন লোককে ঠেলিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল;—তাহার দিকে চাহিয়া প্রগাঢ় সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিল, "মাদাম, আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনার খেলা দেখিতেছিলাম; আপনি হারিয়াছেন বটে, কিন্তু সেজন্য খেলার দোষ দেওয়া যায় না। আপনি চমৎকার খেলেন। বলিহারী খেলা! আপনি উঠিবেন না; আরও কিছুকাল খেলা চলুক, আপনি নিশ্চয়ই জিতিবেন। ভাগ্য ফিরিতে অধিক সময় লাগে না।"

মিরিয়াম বলিল, "না, আমি আর খেলিব না।"

হ্যারিস্ বলিল, "তবে আমার নামে বাজি রাখুন। আপনি ত খেলেন ভাল, আমারও বরাত ভাল ; নিশ্চয়ই জিৎ হইবে।"

আর্ হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "কে হে তুমি! এ-ভাবে উঁহাকে দিক্ করিতেছ? যাও—গোল করিও না।"

মিরিয়াম সকৌতুকে হ্যারিসের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার নামে বাজি ধরিব?—উত্তম, টাকা কোথায়?"

হ্যারিস্ একতাড়া নোট বাহির করিয়া বলিল, "দশহাজার ফ্রাঙ্ক আছে,—আপাততঃ ইহাই লউন! খেলা চলুক।"

মিরিয়াম হ্যারিস্‌কে ধন্যবাদ দিয়া তাহার টাকা লইয়া পুনর্ব্বার খেলা আরম্ভ করিল ; কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হইলেন না।—পনের মিনিটের মধ্যে দশহাজার ফ্রাঙ্ক প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তগত হইল।

মিরিয়াম ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিয়া বলিল, "যথেষ্ট হইয়াছে, আর নয়।"

হ্যারিস্ বলিল, "না, খেলা বন্ধ করিলে চলিবে না ; এখনও বরাৎ ফিরিতে পারে।"

মিরিয়াম বলিল, "টাকা আপনার, হারিতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে,—তাহা হইলে খেলিতে বাধা কি?"

আবার দশহাজার ফ্রাঙ্কের এক বাণ্ডিল বাহির হইল।—দশমিনিটের মধ্যে তাহাও সাবাড়!

হ্যারিস্ এবার কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিল। প্রত্যেকটির মূল্য কুড়ি ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ সাড়ে বার টাকা।—হ্যারিস্ বলিল, "এবার বাজির পরিমাণ দ্বিগুণ করুন।"

মিরিয়াম বলিল, "এ অবস্থায় তাহা সঙ্গত হইবে না, অন্ততঃ আমি এরূপ দুঃসাহসের পক্ষপাতিনী নহি।"

হ্যারিস্ অধীর ভাবে বলিল, "খেলুন, কোন চিন্তা নাই।—টাকা আমার, যায় আমার যাইবে ; আপনি বাজি ধরুন। খেলাবন্ধ করা হইবে না।"

আমি রুদ্ধনিশ্বাসে খেলা দেখিতে লাগিলাম। ভাগ্যদেবতা এবার হ্যারিসের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। এবার মিরিয়াম একবাজি জিতিল। তাহার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। তাহার পর সে প্রত্যেক বাজি জিতিতে লাগিল।—প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে মিরিয়াম হ্যারিসের টাকায় একলক্ষ আশি হাজার ফ্রাঙ্ক জিতিয়া লইল!

হ্যারিস্ মিরিয়ামের পাশে দাঁড়াইয়া স্তূপীকৃত স্বর্ণ মুদ্রা ও নোটের তাড়াগুলি দেখিতে লাগিল। তাহার চক্ষু হর্ষ-প্রদীপ্ত!

মিরিয়াম উঠিয়া বলিল, "আপনার টাকায় খেলিয়াছি, সুতরাং এ টাকাগুলি আপনিই জিতিয়াছেন।"

হ্যারিস্ বলিল, "কিন্তু আপনিই ত খেলিয়াছেন, ও টাকা প্রকৃতপক্ষে আপনার।"

মিরিয়াম বলিল, "হারিলে ত আপনারই ক্ষতি হইত,—সৌভাগ্যক্রমে যখন জিৎ হইয়াছে—তখন উহা আপনারই প্রাপ্য; আপনি টাকা তুলিয়া লউন।"

হ্যারিস্ টাকাগুলি লইয়া তোড়া পূর্ণ করিতে লাগিল। মিরিয়াম বলিল, "আপনি কে?"

হ্যারিস্ হাসিয়া বলিল, "আমার নাম গ্যান্‌ডি।—আপনি বোধ হয় আমার ছেলে চার্লিকে চেনেন?"

মিরিয়াম একবার তীব্র দৃষ্টিতে হ্যারিসের মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর কোন কথা না বলিয়া আর্লের হাত ধরিয়া বাহিরে আসিল।

হ্যারিস্ আমার পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল; আমি তাহার গতিরোধ করিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি, হ্যারিস্?"

হ্যারিস্ বলিল, "বাহিরে চলুন, সব কথা শুনিবেন।"

আমরা খেলার আড্ডা হইতে বাহিরে আসিলাম।—নির্জ্জনে আসিয়া হ্যারিস্ আমাকে বলিল, "দেখুন, আপনার সাহায্য না পাইলেও মিরিয়াম লিমেয়ারের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হইয়াছে। সে আমার নামও জানিয়া লইয়াছে। আজ যাহা ঘটিল, ইহারপর আর সে আমাকে ভুলিতে পারিবে না। আমাদের

ঘনিষ্ঠতার এই আরম্ভ মাত্র, ইহার ফল বহুদূর গড়াইবে! আমি একটা মতলব লইয়াই মন্টি কার্লোতে আসিয়াছি। মিরিয়াম লিমেয়ার খুব চতুরা স্ত্রীলোক, কিন্তু আমিও নির্ব্বোধ নহি।"

আমি বলিলাম, "হাঁ, এবার 'চতুরে চতুরে কোলাকুলি।'—কিন্তু তুমি বলিলে না তোমার নাম গ্যান্‌ডি? অথচ আমাকে বলিয়াছিলে তোমার নাম—"

হ্যারিস্ তাড়াতাড়ি বলিল, "আমার নাম হ্যারিস্। হ্যারিস্ আমার ছদ্ম-নাম।—এ নাম এখানে অন্য লোকে জানে না; এমন কি আমার ছেলেও জানে না! আপনি একথা কাহাকেও বলিবেন না।"

আমি বলিলাম, "চার্লি গ্যান্‌ডি কি তোমার পুত্র?"

হ্যারিস্ বলিল, "হাঁ মহাশয়! সেই হতভাগার জন্যই ত আমাকে এখানে আসিতে হইয়াছে। আপনি সে বেটাকে চেনেন বুঝি? ভালই হইল, তবে আমার দুঃখের কথা বলি শুনুন। সে দেনায় ডুবিয়া মরিবার উপক্রম করিয়াছে। অসম্ভব দেনা! অথচ এই দেনার এক পেণিও শোধ দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত। এরকম বদ্ ছেলে দুনিয়ায় দু'টি নাই! আমি তাহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিবার জন্য কি অল্প টাকা খরচ করিয়াছি? তাহার লেখাপড়া হইল না। অল্প বয়সে সে ইয়ার হইয়া উঠিল। কি করিব? তাহার মা নাই, আমারও ঐ সবে-ধন নীলমণি!—সে দুই হাতে টাকা উড়াইতে লাগিল। তাহার দেনা শোধ করিতে আমার বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে; কিন্তু শেষে সে ঐ রাক্ষসীটার কবলে পড়িয়াছে। মিরিয়াম তাহাকে অনেক টাকা কর্জ্জ দিয়াছে। এখন একটা উপায় না করিলেই নয়। মিরিয়াম টাকার কুমীর! কি করিয়া তাহাকে জব্দ করি—তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।—চার্লির দেনাটা শোধ করিতে হইবে, কিন্তু একথা আমি তাহাকে জানাইব না। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম—এবার দেনা করিলে আমি এক পেণিও দিব না। এ অবস্থায় তাহার দেনা শোধ করিয়াছি শুনিলে তাহার সাহস বাড়িয়া যাইবে। সে জানে আমার নিকট আর টাকা পাইবে না; এই জন্য আমাকে তাহার দেনার কথা বলিতেও সে সাহস করে নাই।—আমি কি করিয়া মিরিয়ামকে কায়দায় পাই তাহাই ভাবিতে-

ছিলাম ; কিন্তু এতদিন কোন সুযোগ পাই নাই, এইবার তাহাকে হাতে পাইয়াছি। দেখি তাহার কত বুদ্ধি! হয় তাহাকে ফেরার করিব,—না হয় আমি ফেরার হইব। সে আমার ছেলের মাথা খাইতে বসিয়াছে—তার এত দূর গোস্তাকি!"

আমি বলিলাম, "তাহার অপরাধ কি? তোমার ছেলে তাহার কাছে টাকা লইয়াছে—সে তোমার ছেলের দোষ। তুমি তাহার দেনা শোধ করিতে সম্মত আছ—এ উত্তম কথা ; কিন্তু তুমি আর কি করিবে?"

হ্যারিস্ সদম্ভে বলিল, "আর কি করিব? দেখিয়া লইবেন। আমি কেবল ছেলের দেনা শোধ করিয়াই ক্ষান্ত হইব না—উহাকে আমার নিকট দেনা করিতে বাধ্য করিব। সে আমার নিকট শতকরা পনের টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ লইবে। হাঁ, তাহাকে লইতেই হইবে। সে যেভাবে প্রতিদিন খেলায় হারিতেছে—তাহাতে তাহার হাতে শীঘ্রই থোলা পড়িবে। আমি তাহাকে চূর্ণ করিব। কত টাকা তাহার হাত হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা আমার জানিতে বাকি নাই। রবার্ট গর্লেষ্টনের নিকট তাহার আঠার হাজার পাউণ্ড পাওনা ছিল, তাহার এক পেণিও সে আদায় করিতে পারিবে না। গর্লেষ্টন মরিয়া তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে। আরও কতলোকের কাছে তাহার পাওনা আছে ; সে সকল টাকাও আদায় হইবার আশা নাই। এখানে আসিয়া এ পর্য্যন্ত সে কত টাকা খেলায় হারিয়াছে জানেন?—আট লক্ষ ফ্রাঙ্ক!—খেলায় বসিলে আর উহার জ্ঞান থাকে না। ভাঁড়ের কর্পূর উড়িতে অধিক বিলম্ব হইবে না।—আমি উহার প্রতিদ্বন্দ্বী, কিরূপে উহাকে জব্দ করি দেখিবেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, দেখিবার জন্য আমার খুব আগ্রহ হইয়াছে।"

হ্যারিস্ বলিল, "তবে কাল রাত্রে এখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাফে ডি প্যারিসে হ্যারিসের সহিত দেখা করিতে চলিলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি মিরিয়াম তাহার পাশে বসিয়া গল্প করিতেছে!—আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম।—লোকটা বাহাদুর বটে!

কিছুকাল নানারকম গল্প করিয়া মিরিয়াম উঠিল, আমাকে বলিল, "আমার সঙ্গে একটু চলুন না, কথা আছে।"—আমি মিরিয়ামের সঙ্গে তাহার বাসায় চলিলাম। তাহা দেখিয়া হ্যারিস্ বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনাদের কথা শেষ হইলে আপনি একবার এখানে আসিবেন কি? আমারও দুই-একটা কথা আছে।"

পথে চলিতে চলিতে মিরিয়াম আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ নর্থ, এই দাম্ভিক ফেরারীটাকে আপনি চেনেন না কি?"

আমি বলিলাম, "হোটেলে কাল উহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ; তাহার পর কাল খেলার সময় উহাকে দেখিয়াছিলাম, আপনি তখন উহার টাকায় খেলিতেছিলেন।"

মিরিয়াম বলিল, "উহার পরিচয় জানেন?"

আমি বলিলাম, "গ্যান্‌ডির পিতা।"

মিরিয়াম বলিল, লোকটার সঙ্গে আমার বুদ্ধির লড়াই চলিতেছে!"

আমি বলিলাম, "কে জয়ী হইবে?"

মিরিয়াম বলিল, "উহার বিশ্বাস উহারই জয় হইয়াছে; কিন্তু বর্ব্বরটা শীঘ্রই তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিবে।"

আমি বলিলাম, "কিরূপে?"

মিরিয়াম বলিল, "আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। আপনি এই পত্রখানি বুড়া গ্যান্‌ডিকে দিবেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন।"—মিরিয়াম পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিল।

আমি মিরিয়ামের নিকট বিদায় লইয়া হ্যারিসের নিকট প্রত্যাগমন করিলাম; প্রথমেই প্রশ্ন করিলাম, "কাহার জিত হইল?"

হ্যারিস্ চুরুট টানিতেছিল, মুখ হইতে চুরুট নামাইয়া বলিল, "চার্লির যত ঋণ ছিল, সমস্ত পরিশোধ করিয়াছি; তাহার উপর মিরিয়াম লিমেয়ারকে পনের হাজার পাউণ্ড ধার দিয়াছি।—সে আমার মুঠার মধ্যে আসিয়াছে! ইহাকে কি আপনি জিত বলিবেন না?"

আমি কোন উত্তর না দিয়া বলিলাম, "তোমার ছেলে কোথায়?"—মিরিয়াম

তাহাকে দিবার জন্য আমাকে যে চিঠিখানি দিয়াছিল, সেই চিঠির কথা তখন আমার মনে ছিল না।

হ্যারিস্ বলিল, "কি জানি সে কোথায়? আমি তাহার বড় সন্ধান রাখি না। সে ত আর ছেলে-মানুষটি নাই; আমি তাহার হ্যাণ্ডনোটগুলি ফেরত পাইয়াছি, ইহাই যথেষ্ট। সে মিরিয়ামের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।"

"আমি বলিলাম, "এ কথা সে জানে?"

"হ্যারিস বলিল, "না; এখনও সে ইহা জানিতে পারে নাই, তবে মিরিয়ামের কাছেই জানিতে পারিবে। যাহা হউক, আমার কায শেষ হইয়াছে; আমি আজ রাত্রেই জেনোয়ায় যাইতেছি।"

হঠাৎ বাহিরে কি একটা গোলমাল শুনিলাম, তাহার পর দেখি, কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল কাহাকে একখানি খাটিয়ায় তুলিয়া লইয়া আসিতেছে!

আমি তাহাদের দলের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে?"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "কে একজন লোক বাগানে আত্মহত্যা করিয়া পড়িয়াছিল।"

হ্যারিস্ চুরুট টানিতে টানিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আত্মহত্যা করিয়া পড়িয়াছিল! কে?"

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "একজন ইংরাজ যুবক, নাম গ্যান্‌ডি। শুনিলাম জুয়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এই যুবক আত্মহত্যা করিয়াছে। উহার পিতা না কি এখানেই থাকে।"

হ্যারিস্ চুরুট ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল, তাহার পর খাটিয়ার নিকট গিয়া মৃত পুত্রের মুখ দেখিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "মিঃ হ্যারিস্, ব্যাপার কি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। মিসেস্ লিমেয়ার তোমাকে একখানি চিঠি দিয়াছে; এতক্ষণ তোমাকে দিতে মনে ছিল না।"—পত্রখানি তাহাকে দিলাম।

হ্যারিস চক্ষু মুছিয়া পত্রখানি খুলিল, হস্তাক্ষর দেখিয়া বলিল, "এ যে আমার ছেলের লেখা!—কি লিখিয়াছে?"

পত্রখানিতে লেখা ছিল,—"তুমি যখন এ পত্র পাইবে তখন আর আমি জীবিত থাকিব না। মিরিয়াম, তোমার ঋণ পরিশোধ করা আমার সাধ্যাতীত। আমি ডুবিয়াছি, আমার উদ্ধারের উপায় নাই। আমার পিতা আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে সেজন্য অনুরোধ করিব না। এত টাকা তিনি নিশ্চয়ই দিবেন না। এ জীবনে তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলাম না; তোমার পীড়াপীড়িতে অন্য উপায় না দেখিয়া স্বহস্তে জীবন শেষ করিলাম—সি, গ্যান্‌ডি।"

হ্যারিস্ কাঁদিয়া বলিল, "উঃ কি পিশাচী! সে সকলই জানিত; এই পত্র পাইয়াও সে আমার এখানে বসিয়া বসিয়া গল্প করিয়াছে। আমি চার্লির ঋণ পরিশোধ করিলাম—অথচ সে এই দুর্ঘটনা-সম্বন্ধে একটা কথাও বলিল না! টাকাগুলি তাহাকে অনর্থক দিলাম। ছেলেও গেল—টাকাও গেল!—তাহারই জিৎ, তাহারই জিৎ; আমাকে সে পরাজিত করিয়াছে! আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।"—

আমি স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিউ ডেণ্টন আমার মামাতো ভাই, বয়সে আমার অপেক্ষা অনেক ছোট। আমি তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতাম। যুবক বড় বুদ্ধিমান; সে প্যারিসে বৃটীশ রাজদূতের অধীনে একটা বড় চাকরী করিত। সকলেরই ধারণা ছিল, কালে সে খ্যাতি লাভ করিবে। তাহার উপরওয়ালারা তাহার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন।

প্যারিসে রিজের হোটেলে একদিন আমরা উভয়ে একত্র বসিয়া আহার করিতে করিতে ডেণ্টন কথায় কথায় আমাকে বলিল, "তুমি কোন ধনাঢ্য কুসীদ-জীবীকে চেন?"

আমি তাহার এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না, বলিলাম, "চিনিব না কেন? হ্যারিস্ একজন বড় দরের কুসীদজীবী কোহেন আর একজন।— তোমার কি আবশ্যক?"

ডেণ্টন বলিল, "আবশ্যক আছে। কিন্তু তুমি যাহাদের নাম বলিলে উহারা ভয়ানক অর্থ-পিশাচ। উহাদের দ্বারা আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।"

আমি বলিলাম, "সুদখোর মাত্রেই অল্পাধিক অর্থপিশাচ। তুমি কি রকম সুদখোর চাও? শেষে টাকা ধার করিবে না কি? তুমি একা মানুষ, এত টাকা রোজগার কর, তোমাকেও টাকার জন্য হ্যাণ্ডনোট লিখিতে হইবে? কি আক্ষেপের কথা!"

ডেণ্টন বলিল, "আমি নিজের জন্য টাকা ধার করিব না; কিন্তু যদি তোমার পরিচিত কোন সম্ভ্রান্ত কুসীদজীবী থাকে, তাহার নাম বল।"

আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "মিরিয়াম লিমেয়ারও একজন বড়দরের কুসীদজীবিনী। তুমি বুঝি তাহাকে চেন না? তাহার অগণ্য টাকা, আর তাহার সুদের হারও তেমন অধিক নহে। সে অল্প সুদে অনেক বড় বড় লোককে টাকা ধার দিয়া থাকে।"

ডেণ্টন বলিল, "বিশ বাইশ হাজার পাউণ্ডের আবশ্যক হইলে সে ধার দিতে পারে ?"

আমি বলিলাম, "তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পারে।"

ডেণ্টন বলিল, "তবে তাহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দাও।"

আমি বলিলাম, "না ; তুমি তাহার কাছে টাকা ধার করিতে যাইও না। আমার পরামর্শ শোন।—আমি হঠাৎ তাহার নাম বলিয়া ফেলিয়া ভাল করি নাই।"

ডেণ্টন বলিল, "কেন ? ইহাতে ক্ষতি কি ? মিসেস্ লিমেয়ারের পরিচিত দুই চারিজন ভদ্রলোককে আমি জানি, তাহাদের মুখে ত কখন তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনি নাই !"

আমি বলিলাম, "তাহা হইতে পারে ; কিন্তু আমিও এরূপ দুই চারিজনকে জানি যাহারা উহার কবলে না পড়িলে সুখী হইতে পারিত। মিসেস্ লিমেয়ার সুন্দরী, রসিকা, নানা গুণের অধিকারিণী ; নানা কারণে আমিও তাহার পক্ষপাতী !—কিন্তু তুমি কাহার জন্য টাকা ধার করিতে চাও আগে শুনি।"

ডেণ্টন বলিল, "তাহা শুনিলে মিসেস্ লিমেয়ারের বিরুদ্ধে যাহা কিছু জান বলিবে ত ?"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয় বলিব।"

ডেণ্টন বলিল, "কথাটা খুব গোপনীয়।—তুমি বোধ হয় লেডি ডেলাবোলকে চেন ?"

আমি বলিলাম, "বার্লিনস্থ বৃটীশ রাজদূতের স্ত্রী ? তাঁহাকে বিলক্ষণ চিনি।"

ডেণ্টন বলিল, "তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব আছে। আমি নানা কারণে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার নিকট অনেকবার অনেক উপকার পাইয়াছি। সুতরাং তাঁহার কোন অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব। তাঁহার কিছু টাকা কর্জ্জ করিবার আবশ্যক ; তাঁহার নিজের জন্য নহে।—শাসন-পরিষদের একজন প্রকাণ্ড লোকের জন্যই এ টাকার প্রয়োজন। এ ঋণ শীঘ্রই পরিশোধ করা হইবে। সুদের হার লইয়াও কোন আপত্তি হইবে না।

প্রকৃতপক্ষে এরূপ মহাসম্মানিত ও মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উত্তমর্ণ হওয়া অল্প গৌরবের বিষয় নহে।”

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, “শাসন-পরিষদের এই মহাসম্ভ্রান্ত লোকটি কে?”

ডেণ্টন বলিল, “তুমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমি তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে পারিব না। অর্থাভাবে তিনি দেনা করিতেছেন—এরূপও মনে করিও না; তবে সকলের হাতে সকল সময় টাকা থাকে না, আবশ্যকানুরোধে সকলকেই কখন-না-কখন ঋণ করিতে হয়। টাকা আদায়ের জন্য কোন চিন্তার কারণ নাই।”

আমি বলিলাম,“সে কথা বুঝিলাম; কিন্তু বার্লিনের দূতপত্নী শাসন-পরিষদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জন্য টাকা কর্জ্জ করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন—ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না! সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কি আর কোন মুরুব্বি পাইলেন না?”

ডেণ্টন বলিল, “আমার নিকট এ প্রশ্নের উত্তর পাইবে না; এইমাত্র জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই ইহার কারণ আছে। লেডি ডেলাবোল কি না-বুঝিয়াই এই দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিতেছেন? তিনি জানেন—তাঁহা-দ্বারা ইহা সম্পন্ন হইলে তাঁহার প্রতিপত্তি কতদূর বর্দ্ধিত হইবে।—আমি এই কাযটি করিয়া দিতে পারিলে আমারও অনেক সুবিধা হইবে। আমি যাহাতে মিসেস্ লিমেয়ারকে লেডি ডেলাবোলের সহিত পরিচিত করিতে পারি—তুমি তাহার ব্যবস্থা কর। এ উপকার আমি জীবনে ভুলিব না।”

আমি বলিলাম, “দেখ কাযটা কিছুই কঠিন নহে; কিন্তু মিসেস্ লিমেয়ারের চরিত্র-সম্বন্ধে সকল কথা শুনিলে লেডি ডেলাবোলের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দিতে তোমার আগ্রহ হইবে কি না সন্দেহ।”—ওল্‌গা কাল্‌বাস, ডাক্তার ভন হেল্ড, মিঃ কম্‌স ও রবার্ট গর্লেষ্টনের সহিত মিরিয়ামের ব্যবহারের কথা সঙ্ক্ষেপে বলিলাম; মিরিয়ামের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের কি দুর্গতি হইয়াছে—তাহাও গোপন করিলাম না।”

সকল কথা শুনিয়া ডেণ্টন বলিল, “কি সর্ব্বনাশ!—এ যে নারী-মূর্ত্তিতে শয়তানী। কিন্তু এ কথাও বলি, এই রমণীদ্বারাই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

যে লোকের অপকার করে, সে ইচ্ছা করিলে উপকারও করিতে পারে। অদৃষ্টে যাহাই থাক, তুমি আমাকে তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দাও। আমি সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করিব।—সে এখন কোথায় আছে?"

আমি বলিলাম, "আপাততঃ প্যারিসেই আছে। এখানে সে মাদাম লা-ডচেস্ ডি গ্রাণ্ডের অতিথি।"

ডেণ্টন বলিল, "তবে ত সে খুব বড় দলেই মিশিয়া থাকে! যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে সে যখন এখানেই আছে—তখন আজ রাত্রেই আমাকে তাহার নিকট লইয়া চল।"

আমি অনিচ্ছায় তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কিন্তু বুঝিলাম, কাযটা ভাল হইতেছে না।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া ডেণ্টনকে মিরিয়ামের সহিত পরিচিত করিলাম। সেদিন মিরিয়ামের সাজসজ্জা, ও অলঙ্কারের ঘটা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। মিরিয়াম সুন্দরী, কিন্তু সেদিন মনে হইল তাহার রূপ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে!

আমি মিরিয়ামের নিকট বিদায় লইবার সময় সে হাসিয়া বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনি আমাকে খুব একটি বড় আসামী জুটাইয়া দিয়াছেন। আপনার নিকট কতদূর কৃতজ্ঞ রহিলাম—বলিতে পারি না।—আশা করি শীঘ্রই পুনর্ব্বার আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

ডেণ্টনের সহিত একত্র বাহির হইলাম; পথ দিয়া একত্র চলিলাম বটে, কিন্তু উভয়েই নির্ব্বাক।—আমার একটু রাগ হইল; আমি তাহাকে মিরিয়ামের সহিত পরিচিত করিতে আনিলাম, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইল কি না, সেকথা আমার নিকট প্রকাশ করাও সে বাহুল্য মনে করিল!

যাহাহউক, সে আমার নিকট বিদায় গ্রহণের সময় বলিল,"তোমাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। মিরিয়াম লিমেয়ার বোধ হয় সম্মত হইবে; সে কালই সকালে বার্লিনে যাইতেছে।"

আমি বলিলাম, "তুমিও যাইবে কি?"

ডেণ্টন বলিল, "না, এখানে আমার অনেক কায ; জুলাই পর্য্যন্ত আমার নড়িবার উপায় নাই। আশা করি কাল বৈকালে বাড়ী থাকিবে,—আমি দেখা করিতে যাইব।"

এক একসময় আমরা খেয়ালের ঝোঁকে হঠাৎ এক-একটা কায করিয়া বসি—যাহার বিশেষ কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।—আমারও খেয়াল হইল, সকালের ট্রেণে আমি বার্লিনে যাইব! মিরিয়াম বার্লিনে গিয়া কি করে, লেডি ডেলাবোল কাহার জন্য কি উদ্দেশ্যে কত টাকা ঋণ লইবেন,—ইত্যাদি ব্যাপার জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইল। স্বীকার করি ইহা আমার অনধিকার-চর্চ্চা ; কিন্তু আমার মত নিষ্কর্ম্মা লোক অল্পবিস্তর অনধিকার-চর্চ্চা না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। মিরিয়ামকে একটি শিকার জুটাইয়া দিয়া ভাল করিলাম কি না তাহাও জানা আবশ্যক।

বার্লিনে আমার কোন আকর্ষণ ছিল না ; সত্য বটে আমার এক বৃদ্ধা পিসি সেখানে বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহার সহিত আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না।—আমি আমার জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া পরদিন প্রভাতে বার্লিন যাত্রার উদ্দেশ্যে গারে-ডি-নর্ড ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম।

ষ্টেসনে মিরিয়ামকে দেখিতে পাইলাম ; কিন্তু আমি তাহাকে দেখা দিলাম না। আমি একখানি প্রথমশ্রেণীর টিকিট লইয়া একটি নির্জ্জন কামরায় উঠিয়া বসিলাম ; কিন্তু রেস্তরাঁ গাড়ীতে আহার করিতে গিয়া ধরা পড়িলাম, দেখি মিরিয়াম পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছে।—সে আমাকে দেখিয়া বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না।

মিরিয়াম বলিল,"আপনার সহিত ট্রেণে দেখা হইবে—ইহা আশা করি নাই ; আপনি কি কলোনের ওদিকে যাইবেন ?"

আমি বলিলাম, "আমি বার্লিনে যাইতেছি।"

মিরিয়াম আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "বড় আশ্চর্য্য ত! আমিও বার্লিনে যাইতেছি।—আপনি সেখানে কোথায় উঠিবেন ?"

"আমি বলিলাম,"ঠিক বলিতে পারি না। আমার হঠাৎ যাওয়া হইল ; পূর্ব্বে

ঠিক ছিল না। আজ সকালে আমার বন্ধু লর্ড ডেলাবোলকে টেলিগ্রাম করিয়াছি, যদি অসুবিধা না হয় তবে তাঁহার বাড়ীতেই থাকিব। আপনি নিশ্চয়ই লেডি ডেল্লাবোলকে জানেন ?”

মিরিয়াম আমার মুখের উপর পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, “নিশ্চয়ই জানি। আমি ত সেইখানেই থাকিব।”

আমি বলিলাম, “এ খুব সুখের কথা।”

মিরিয়ামের মুখ হঠাৎ যেন অন্ধকার হইয়া গেল! সে ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া আমাকে বলিল, “মিঃ নর্থ, আমি আপনার নিকট কখন কোন অনুরোধ করি নাই, আজ একটা অনুরোধ করিব।—কথাটা থাকিবে কি ?”

আমি বলিলাম, “নিশ্চয়ই থাকিবে ; আপনার কি অনুরোধ বলুন ?”

মিরিয়াম বলিল, “আপনি যে কাযে বার্লিনে যাইতেছেন, তাহা কি খুব জরুরী কায ?”

আমি বলিলাম, “অত্যন্ত জরুরী।”

মিরিয়াম কুণ্ঠিতভাবে বলিল, “আপনি একদিন বিলম্ব করিয়া বার্লিনে যাইতে পারেন না ?”

আমি বলিলাম, “তাহাতে কি আপনার কাযের কোন সুবিধা হইবে ?”

মিরিয়াম বলিল, “হাঁ, অত্যন্ত সুবিধা হইবে। আপনি শুক্রবার পর্য্যন্ত বার্লিন-যাত্রা রহিত করিলে আমি কতদূর উপকৃত হইব, বলিতে পারি না। আপনি হয় প্যারিসে ফিরিয়া যান, না-হয় কলোনেই ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। তাহার পর বার্লিনে যাইবেন ; তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।”

আমি বলিলাম, “মিসেস্ লিমেয়ার, আপনি যদি আমাকে সান্ ফ্রান্সিস্কোতে যাইতে বলিতেন—তাহা হইলেও সানন্দে সে অনুরোধ পালন করিতাম ; চব্বিশ ঘণ্টার জন্য বার্লিন-যাত্রা স্থগিত রাখা ত সামান্য কথা!”

মিরিয়াম মধুর হাসিয়া বলিল, “আমার প্রতি আপনার অসীম অনুগ্রহ।”

আমি বলিলাম, “কিন্তু এক সর্ত্তে আমি আপনার এ অনুরোধ রক্ষা করিব। আপনি কি উদ্দেশ্যে বার্লিনে যাইতেছেন তাহা আমাকে বলিতে হইবে।”

মিরিয়াম কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আপনাকে মিথ্যা কথা বলিবার আবশ্যক নাই ; আমি লেডি ডেলাবোলকে কিছু টাকা ধার দিতে বার্লিনে যাইতেছি। ইহাই আমার পেশা ; সুতরাং আশা করি কাযটা আমার পক্ষে গর্হিত নহে।"

আমি বলিলাম, "তা হইতে পারে, কিন্তু আরও কিছু উদ্দেশ্য নাই কি ?"

মিরিয়াম বলিল, "আর কি উদ্দেশ্য ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "শাসন-পরিষদের কোন প্রকাণ্ড ব্যক্তির সহিত" —এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হঠাৎ মনে হইল কথাটা বলিয়া ভাল করি নাই !

মিরিয়াম বলিল, "শাসন-পরিষদের কোন্ প্রকাণ্ড ব্যক্তির কথা কি বলিতে-ছিলেন, বলুন না, হঠাৎ থামিলেন কেন ?"

আমি বলিলাম, "না, না ! আমি একটু মজা করিতেছিলাম, ও কোন কাযের কথা নয়।"

ডেণ্টন আমাকে যে কথা গোপন রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বড় অন্যায় করিয়াছি বুঝিয়া একটু অনুতপ্ত হইলাম।

কিন্তু আমি এ ভাবে কথাটা চাপা দেওয়াতে মিরিয়াম আর পীড়াপীড়ি করিল না। আমি কলোনে নামিয়া অষ্টেণ্ডের পথে ইংলণ্ডে চলিলাম ; মিরিয়াম সেই ট্রেণে বার্লিনে চলিল।

ইহার পর আমি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় এই ব্যাপারের কথা ভুলিয়া গিয়া-ছিলাম ; প্রায় দুই সপ্তাহ পরে একদিন 'টাইমস্'এ পাঠ করিলাম, ডেণ্টন কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌লের বৃটিশ রাজদূতের প্রধান সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হইয়াছে ! ডেণ্টন তখনও বালক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এত বহুদর্শী বিজ্ঞ রাজনীতিকের দাবি লঙ্ঘন করিয়া ডেণ্টনকে এই পদ দেওয়া হইল ! ডেণ্টনের যোগ্যতায় সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তাহা অপেক্ষা যোগ্যতর লোক এই পদ পাইতে পারিত। খুব-বড় 'মুরুব্বীর জোর' না থাকিলে হঠাৎ এরূপ হয় না ; তাই ভাবিতে লাগি-লাম, কাহার সুপারিশে ডেণ্টনের এই উন্নতি ? সেইদিন 'টাইম্‌সে'ই ইহার উত্তর পাইলাম। স্থানান্তরে পাঠ করিলাম,—বার্লিনের বৃটিশ রাজদূতপত্নী লেডি ডেলা-বোল লণ্ডনে আসিয়াছেন ; তিনি এখন কিছুদিন লণ্ডনেই বাস করিবেন।

বুঝিলাম—ডেণ্টন তাহার পরিশ্রমের পুরস্কার পাইয়াছে !

কয়েক মাস পরে মিরিয়াম লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া একদিন আমাকে তাহার গৃহে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিল।

আমি তাঁহার গৃহে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমি একাই নিমন্ত্রিত হইয়াছি।—সেইদিন মিরিয়াম আমাকে কথা-প্রসঙ্গে বলিল, "আমার বার্লিনে যাওয়ার কথা আপনার স্মরণ আছে ?"

আমি বলিলাম, "খুব আছে।—আপনার অনুরোধেই ত আমি কলোন হইতে ফিরিয়াছিলাম !"

মিরিয়াম বলিল, "আমি কি উদ্দেশ্যে বার্লিনে গিয়াছিলাম, তাহা আপনি জানেন। লেডি ডেলাবোল আমার নিকট অনেক টাকা ঋণ করিয়াছেন ; কয়েক দফায় এত অধিক টাকা লইয়াছেন যে, টাকাগুলি কতকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দিয়াছি। এখন দেখিতেছি টাকাগুলি আদায় হইবার আশা বড় অল্প।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু লেডি ডেলাবোলের ত অর্থের অভাব নাই ! বিশেষতঃ তাঁহার স্বামী বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহারও টাকা কর্জ্জ করিবার আবশ্যক হইয়াছে ?"

মিরিয়াম বলিল, "আমারও সে কথা মনে হইয়াছিল। এমন কি, আমার একটু উৎকণ্ঠাও হইয়াছিল। অনেক বারই মনে হইয়াছিল—কাযটা কি ভাল হইল ? আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে শাসন-পরিষদের কোন বিখ্যাত ব্যক্তির কথা হঠাৎ বলিয়াই আপনি কথাটা চাপিয়াছিলেন ! সে কথা আমার মনে ছিল। বার্লিনে গিয়া আমি সন্ধান লইয়া জানিলাম, লেডি ডেলাবোলের টাকা কর্জ্জ লইবার আবশ্যক নাই, তাঁহাদের প্রচুর অর্থ ! যাহা হউক, আমি যথা-রীতি দলিল লইয়া তাঁহাকে টাকা দিলাম ; কিন্তু এ টাকা তিনি নিজের জন্য গ্রহণ করেন নাই। যাহার জন্যই হউক, টাকাটা আমি আর ফেলিয়া রাখিতে পারিতেছি না।"

আমি বলিলাম, "তবে কি আপনি নালিশ করিয়া এ টাকা আদায় করিবেন ?

মিরিয়াম বলিল, "নালিশ করিব কেন ? আমি জীবনে কাহারও নামে

নালিশ করি নাই! অন্য উপায়ে আদায় করিব। গত মাসেও লেডি ডেলা-বোলের নিকট তাগিদ দিয়াছি। তিনি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু আমি ত আর অপেক্ষা করিতে পারিব না।"

আমি বলিলাম "টাকাটা মারা যাইবার ভয় নাই ত?"

মিরিয়াম বলিল, "মারা যাইতে দিলে ত মারা যাইবে! আচ্ছা বলুন দেখি টাকাটা তিনি কাহার জন্য লইয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "তাহা জানি না। তবে শাসন-পরিষদের কোন কর্ণ-ধারের জন্য হইলেও আমি বিস্মিত হইব না।"

মিরিয়াম হাসিয়া বলিল,"আপনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন।"—সে আমার কানে কানে একটি নাম বলিল। শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম, বিস্ময় ত দূরের কথা!

আমি অস্ফুটস্বরে বলিলাম, "না, না, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না! ইহা যে স্বপ্নের অগোচর। বিশেষতঃ এত লোক থাকিতে লেডি ডেলাবোল তাঁহার জন্য আপনার নিকট টাকা ধার করিবেন, ইহার কারণ কি? তিনি কেন এতটা হীনতা স্বীকার করিলেন?"

মিরিয়াম বলিল, "স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটু-আধটু হীনতা স্বীকার না করে—এমন পুরুষ কি স্ত্রীলোক আপনি দেখাইতে পারেন?"

আমি বলিলাম, "এই ব্যাপারে তাঁহার কি স্বার্থসিদ্ধির আশা করা যাইতে পারে? তাঁহার কিসের অভাব? তাঁহার বিপুল অর্থ, অসীম মান-সম্ভ্রম, অক্ষুণ্ণ সামাজিক প্রতিপত্তি।—মানুষের যাহা প্রার্থনীয় থাকিতে পারে, সকলই তাঁহার আছে।—তাঁহার অভাব কি?"

মিরিয়াম হাসিয়া বলিল, "না, সকলই নাই।—একটি অভাব আছে।"

আমি বলিলাম, "কি অভাব?"

মিরিয়াম বলিল,"তিনি অনেক দিন হইতে কানাডা রাজ্যের লাটরাণী হইবার জন্য উৎসুক;—এ পর্য্যন্ত তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "ইহা আপনার অনুমান মাত্র! এই অনুমানে নির্ভর করিয়া আপনি কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না।"

মিরিয়াম বলিল,"হাঁ, সত্য ; অনুমান কিন্তু এবার আসল দেনদারকে টাকার তাগিদ দিব। আবশ্যক হইলে কথাটা প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইব। তাহার কি ফল হয় দেখিবেন ; হয় লেডি ডেলাবোল সর্ব্বস্বান্ত হইবেন, না-হয় তাঁহার দীর্ঘকালের আশা পূর্ণ হইবে। আমিও সুদসহ আসল টাকাগুলি পাইব।"

এক সপ্তাহ পরে মিরিয়ামের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইল।

লর্ড ডেলাবোলের পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তি বার্লিনের বৃটিশ-রাজদূতপদে নিযুক্ত হইলেন। লর্ড ডেলাবোল ক্যানাডা রাজ্যের বড়লাট হইলেন। লেডি ডেলাবোলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু প্রায় একমাস পরে লর্ড ডেলাবোলের আয়ার্ল্যাণ্ডের জমীদারী প্রায় পাঁচলক্ষ টাকায় বিক্রয় হইয়া গেল।

কি হইতে কি হইল ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। প্রায় একবৎসর পরে মিরিয়ামের সহিত হঠাৎ আমার সাক্ষাৎ হইল। কথায়-কথায় লর্ড ডেলাবোলের পদোন্নতির প্রসঙ্গ উঠিল। মিরিয়াম হাসিয়া বলিল, "আপনাকে বলি নাই লেডি ডেলাবোলের লাটরাণী হইবার আশা শীঘ্র পূর্ণ হইবে ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরূপে আপনার দৈববাণী সফল হইল ?"

মিরিয়াম হাসিয়া বলিল, "অতি সহজে। আমি সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, আমি তাঁহাকেই ঋণ দিয়াছি, লেডি ডেলাবোল উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি আমার ঋণ-পরিশোধে অসম্মত হইলে তাঁহার দুর্ণামের সীমা থাকিবে না !"

আমি বলিলাম, "তাহার পর কি হইল ?"

মিরিয়াম বলিল, "তিনি দেনাশোধ করিতে পারিলেন না ; লেডি ডেলাবোলকেই সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে হইল ! তাহার পরই তাঁহার লাটরাণীগিরী লাভ।—সুতরাং বলাবাহুল্য ঋণ-ভার ঘাড়ে পরিলেও তিনি ক্ষুব্ধ হন নাই। আমি আসলের উপর তিনশত পাউণ্ড সুদ পাইলাম।"

বুঝিলাম, মিরিয়াম ঋণ-রঙ্গিণীই বটে ! টাকার বলে সে সব পারে !

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ডিউক অব ভক্সমার তেইশ বৎসরের যুবক। তাহার প্রকৃতি বড় মধুর হইলেও বুদ্ধি নিতান্ত অল্প। বড়লোকের ঘরের অকালকুষ্মাণ্ড বলিলে যাহা বুঝায়, সেইরূপ। তাহার পিতা এই বংশের ষষ্ঠ ডিউক ছিলেন; সে সপ্তম ডিউক। তাহার জন্মের তিনদিন পূর্ব্বে তাহার পিতা মৃগয়া করিতে গিয়া বন্দুকের গুলিতে সাংঘাতিক আহত হইয়াছিলেন, সেইদিনই তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার মাতা স্নেহময়ী উদার-হৃদয়া রমণী হইলেও তাঁহার বুদ্ধি ও দায়িত্বজ্ঞান নিতান্ত অল্প ছিল। পিতৃহীন শিশুকে অতিরিক্ত আদর দিয়া পুত্রের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিলেন। শিশু ডিউকের নামটি শুনিলে 'বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি'র কথা মনে পড়ে!—তাহার পূর্ণ নাম, হিউ-হেড্‌লি পঞ্চফোর্ট লিঙ্গার্ড বেণফোর্টলিঙ্গার্ড! অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী পিতৃহীন নাবালকের শিক্ষার সুব্যবস্থার কোন ত্রুটি হয় নাই; ইটন বিদ্যালয়ে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়া সে অক্সফোর্ডে প্রবেশ করে। সেখানে সে যতটুকু বিদ্যাশিক্ষা করিল, তাহার দশগুণ অধিক নবাবী শিখিল; কিন্তু মিষ্ট কথায় ও মধুর ব্যবহারে সে কি ছাত্র কি শিক্ষক সকলেরই চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। সুরসিক বলিয়া শতমুখে তাহার প্রশংসা ধ্বনিত হইতে লাগিল।

হিউ-হেড্‌লি অক্সফোর্ড হইতে স্যাণ্ডহর্ষ্টের সামরিক বিদ্যালয়ে কিছুদিন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল; তাহার পর সে প্রথম 'লাইফ-গার্ড' সৈন্যদলে প্রবেশ করে। ইংলণ্ডের অনেক বড়লোকের ছেলেরই শিক্ষা-দীক্ষা এই ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু কোন কোন বিদ্যায় সে অনেককে অতিক্রম করিয়াছিল! —সে কথা পরে বলিতেছি।

হিউ-হেড্‌লি সৈন্যদলে দ্বিতীয় লেফ্‌টেনাণ্টের পদ লাভ করিবার ছয়মাস পরে তাহার স্নেহময়ী জননীর মৃত্যু হইল। মাতার মৃত্যুর পর দেড়বৎসরের মধ্যে

সে নানাপ্রকার খেয়ালে পাঁচলক্ষ পাউণ্ড নষ্ট করিল! তখন সে বুঝিল এ ভাবে অর্থের অপব্যয় করিলে শীঘ্রই তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। ঋণ-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য তাহাকে পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকাংশ বিক্রয় করিতে হইল।—দুইবৎসর পূর্ব্বে যাহার ভূসম্পত্তির আয় ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারী-গণের আয়ের শীর্ষস্থানীয় ছিল, অল্পদিনে তাহার আর্থিক অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল! তখন তাহার চৈতন্যসঞ্চার হইল; সে সঙ্কল্প করিল, ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া কোন উপনিবেশে গমনপূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনে মনঃসংযোগ করিবে। —তদনুসারে সে অষ্টেণ্ড নগরে যাত্রা করিল, এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিল।

তখন জুলাই মাসের প্রারম্ভ কাল। এই সময় আমি কার্য্যানুরোধে একদিন অষ্টেণ্ডে গমন করিয়াছিলাম। ডোভার হইতে আমি 'মেরী-হেন্‌রিয়েটি' জাহাজে সমুদ্র পার হই; যুবক ডিউক হিউ-হেড্‌লি সেই জাহাজে ছিল। তাহার সহিত পূর্ব্ব হইতেই আমার পরিচয় ছিল; কিন্তু অনেক দিন তাহাকে দেখি নাই; দীর্ঘকাল পরে তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।—দেহ জরাজীর্ণ। যেন কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিয়াছে!

আমাকে দেখিয়া সে চিনিতে পারিল; আমার বয়স তাহার বয়স অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ অধিক হইলেও সে যেন আমার সমবয়স্ক 'ইয়ার'; এই ভাবে বলিল, "কি হে বুড়া! কোথায় চলিয়াছ? আছ কেমন?"

আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া বলিলাম, "ভালই আছি। একখানি কেতাবের খোঁজে অষ্টেণ্ডে যাইতেছি।"

ডিউক সবিস্ময়ে বলিল, "একখান কেতাবের সন্ধানে দেশান্তর-যাত্রা? তুমি ক্ষেপিয়াছ না কি?"

আমি বলিলাম, "আগে আমার মত তোমার বয়স হউক, তখন যদি কোন ভাল কাযের উপর তোমার ঝোঁক পড়ে—তাহা হইলে তুমিও আমার মত ক্ষেপিবে।—সে কথা যাক্, তোমাকে এত কাহিল দেখিতেছি কেন?"

ডিউক বলিল, "হাঁ, খুব অসুখে ভুগিলাম।—এদিকে বিষয়-সম্পত্তিও যায়

যায় হইয়াছে ! প্রায় দেউলিয়া হইয়াছি ; কাজেই দেশের বাহিরে গিয়া যদি কিছু উপার্জ্জন করিতে পারি এই মতলবে দেশান্তরে যাত্রা করিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "বল কি ? এই অল্পদিনেই তোমার বিপুল সম্পত্তির অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে ? কি আশ্চর্য্য !"

ডিউক বলিল, "আশ্চর্য্য আর কি ? বুদ্ধির দোষে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি।"

তাহার পর সে বোতলখানেক স্যাম্পেন উদরস্থ করিয়া, কিরূপে তাহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইল, তাহাই বলিতে লাগিল।

তাহার সকল কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "তোমার বয়স কম, পরিশ্রম করিলে আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে।"

ডিউক বলিল, "আমি পরিশ্রম করিব ! পরিশ্রম করা ত কুলি-মজুরের কায। লর্ডের ঘরের ছেলের কি পরিশ্রম বরদাস্ত হয় ?"

আমি বলিলাম, "পরিশ্রম করা মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য, তা সে লর্ডই হউক আর কুলিই হউক। উহাতে অপমান নাই। তুমি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবে ? সেখানে অর্থোপার্জ্জনের নানা উপায় হইতে পারে।—আর বিনাশ্রমে যদি ধনবান হইতে চাও ত আমেরিকায় যাও। তুমি ডিউক, অনেক মার্কিণ ধনকুবের তোমার হাতে কন্যা সম্প্রদানের জন্য ব্যাকুল হইবে, সেই সঙ্গে লাখ-লাখ টাকা যৌতুকও মিলিবে। ইংলণ্ডের অবিবাহিত লর্ডদের বড়লোক হইবার এ একটা চমৎকার ফন্দী ! কোন মার্কিণ ধনকুবেরের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা কর।"

ডিউক বলিল, "আমি বিবাহ করিব—মার্কিণ-কুবেরনন্দিনী ?—ও কথা আর মুখে আনিও না ; উহা আমার পক্ষে অসম্ভব !"

আমি বলিলাম, "কেন ? দেশে কোন যুবতীকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছ না কি ?—না, বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছ ? ব্যাপার কি ?"

ডিউক আমার কথাটা চাপা দিয়া বলিল, "তুমি অষ্টেণ্ডে যাইতেছ ? আমিও সেখানে কিছুদিন থাকিব। তুমি কয়েক দিন আমার সঙ্গে থাকিলে মন্দ হয় না।—বিদেশে একা পড়িয়া-থাকা বড় কষ্টকর।"

আমি বলিলাম, "তাহাতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমাকে কেতাবখানির সন্ধানে অনেক ঘুরিতে হইবে ; তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করিবার অবসর পাইব না।—তবে আগামী সপ্তাহে ফিরিবার পূর্ব্বে দিন-দুই তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি। তুমি কোথায় বাসা লইবে ?"

ডিউক বলিল, "কন্টিনেণ্টাল হোটেলে।"

আমি বলিলাম, "উত্তম ; আগামী মঙ্গলবার তোমার সঙ্গে দেখা করিব।"

জাহাজ হইতে নামিয়া দুজনে ট্রেণের দিকে যাইতেছি, হঠাৎ কে আমার পিঠে হাত দিল ! ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মিরিয়াম লিমেয়ার !

সে আমাকে বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনি অষ্টেণ্ডে যাইতেছেন ; ব্যাপার কি ?"

আমি বলিলাম, "খেয়াল !—আপনি কোথা হইতে ?"

মিরিয়াম বলিল, "আমি কয়েকদিন পূর্ব্বে অষ্টেণ্ডেই আসিয়াছিলাম। কার্য্যানুরোধে সেখানে আরও কিছুদিন থাকিতে হইবে ; কিন্তু একা সময় কাটাইতে পারিতেছি না। আপনি সঙ্গে থাকিলে দিনগুলি বেশ আমোদে কাটে।"

আমি আমার সহযাত্রী ডিউক ভক্সমারের প্রতি অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিলাম, "আমার এই বন্ধুটিকে আপনার সঙ্গী করিয়া দিতে পারি—আপনি বেশ আমোদে থাকিবেন।"

মিরিয়াম ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "উঁহার সঙ্গে ত আমার পরিচয় নাই। —উনি কে ?"

আমি ডিউকের সহিত মিরিয়ামের পরিচয় করিয়া দিয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলাম।—ডিউক আমাকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি ফিরিয়া আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে ভুলিও না।"—ছোকরা ভারি জ্যাঠা !

আমি বলিলাম, "না, ভুলিব না।"—তরলমতি ডিউককে মিরিয়ামের হস্তে সমর্পণ করিয়া ভাল করিলাম কি না তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

কয়েকদিন পরে আমি অষ্টেণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া মিরিয়ামের সহিত এক-

বার সাক্ষাৎ করিবার জন্য উৎসুক হইলাম। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইল না। সে মোহিনী মূর্ত্তিতে সহাস্যে আমার অভ্যর্থনা করিল; তাহার সঙ্গেই ডিউক ভক্সমারকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, তাহার সেই বিষণ্ণ ভাব আর নাই। তাহাকে অত্যন্ত প্রফুল্ল ও সজীব বোধ হইল। আর যেন তাহার অর্থাভাব নাই; কারণ সে আমাকে ও মিরিয়ামকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিল, এবং শীঘ্রই আমাদিগকে নর্‌ফোকে লইয়া গিয়া শিকারে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার পর জাহাজ ভাড়া করিয়া বন্ধু-বান্ধবসহ জলবিহারে যাত্রা করিবে—ইত্যাদি যে সকল ব্যয়সাধ্য আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিতে চাহিল, তাহা শুনিয়া মনে হইল সে জুয়ায় বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ লাভ করিয়াছে!

আমি মনের ভাব গোপন না করিয়া তাহাকে বলিলাম, "ইতিমধ্যেই কিছু উপার্জ্জন করিয়াছ বোধ হইতেছে!"

ডিউক বলিল, "না, এক সেন্টিমও উপার্জ্জন করি নাই। খেলায় আমি কোন-দিনও জিতিতে পারিলাম না!"

আমি বলিলাম, "তবে এ সকল আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিতেছ কোন্ সাহসে?"

ডিউক বলিল, "অন্য উপায়ে কিছু সংগ্রহ করিয়াছি।"

মিরিয়াম পূর্ব্বেই আমাদের নিকট হইতে উঠিয়া গিয়াছিল; এই জন্য আমি নির্ভয়ে বলিলাম, "মিরিয়ামের কাছে বুঝি টাকা ধার লইয়াছ?—সাবধান! সাধ করিয়া আগুনে ঝাঁপ দিও না। সম্পত্তি যেটুকু আছে—তাহাও যাইবে।"

ডিউক রাগ করিয়া বলিল, "তোমার হিতোপদেশের জন্য ধন্যবাদ; কিন্তু আমার ছাগল আমি ল্যাজের দিকে কাটিব।"

বুঝিলাম বর্ব্বরকে সৎপরামর্শ দেওয়া অনর্থক।

পরদিন প্রত্যূষে মিরিয়ামের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি—সে চিঠি-পত্র লিখিতেছে। আমাকে দেখিয়া সে কলম ফেলিয়া উঠিয়া সাদরে আমার অভ্যর্থনা করিল, বলিল, "আপনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে; একটু গল্প-গুজব করা যাউক।—আঃ, সময় আর কাটে না!"

আমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম,"সে কি ! এমন সুরসিক বচনবাগীশকে আপনার সঙ্গী করিয়া দিয়াছি, তথাপি সময় কাটিতেছে না ?"

মিরিয়াম অবজ্ঞা ভরে বলিল, "কাহার কথা বলিতেছেন, ভক্সমার ?—সে ত একটা বাঁদর। প্রথম শ্রেণীর আহাম্মুখ।"

আমি বলিলাম, "তাহার কথার ভাবে বোধ হইল, আপনি তাহার অর্থকষ্ট দূর করিয়াছেন।"

মিরিয়াম বলিল, "আপনি আমাকে আর একটি মনের মত আসামী জুটাইয়া দিয়াছেন। জানি না কিরূপে আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব ! আপনি আমার অত্যন্ত উপকার করিয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "ভক্সমারকে বোধ হয় শীঘ্রই দেউলিয়া হইতে হইবে। তাহাকে টাকা কর্জ্জ দিয়াছেন ; টাকাগুলা আদায় করিবেন কিরূপে ?"

মিরিয়াম বলিল, "পুনঃ-প্রাপ্তির আশায় তাহাকে ঋণ দিই নাই ; জানি সে টাকা আদায় হইবে না।—তাহাকে টাকা দেওয়ার অন্য কারণ আছে।"

আমি বলিলাম, "কারণটা কি—শুনিতে পাই না ?"

মিরিয়াম বলিল, "সে আপনাকে কোন কথা বলে নাই ?"

আমি বলিলাম, "না ; সে কিছুই বলে নাই।"

মিরিয়াম বলিল, "আমি যে তাহাকে বিবাহ করিব !"

আমি স্তম্ভিত হইলাম ; মিনিট-দুই আমার মুখে কথা সরিল না ! মিরিয়াম কি পরিহাস করিতেছে ? আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম ; পরিহাসের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। অত্যন্ত বিচলিত স্বরে বলিলাম, "আপনি এ কি বলিতেছেন ? এই অন্তঃসারশূন্য অপদার্থ নিরেট আহাম্মুখকে আপনি বিবাহ করিবেন ! এ কি বিশ্বাসযোগ্য কথা ?"

মিরিয়াম হাসিয়া বলিল, "আমি কি তাহাকে বিবাহ করিতেছি ?—আমি বিবাহ করিতেছি তাহার খেতাবকে। ইহাও আমার ব্যবসায়ের অঙ্গ ! ডচেজ্ অফ্ ভক্সমার—এই সম্মানিত খেতাব উপেক্ষার বিষয় নহে। হাঁ, আমি ডচেজ্ হইব। অনেকদিন হইতেই আভিজাত্যের প্রতি আমার লোভ আছে ; আপনি

কি তাহা জানেন না? রবার্ট গর্লেষ্টন আত্মহত্যা করিয়া আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়াছিল। এবার এই বাঁদরটা আমার মনস্কাম পূর্ণ না করিয়া মরিতে পাইবে না।"

আমি হতবুদ্ধি হইয়া বলিলাম, "খেতাবেরই যদি আপনার লোভ থাকে—তবে মানুষের মত মানুষকে ত অনায়াসে আপনি বিবাহ করিতে পারিতেন। আমি দশ বার জন লর্ডকে জানি—যাহারা আপনাকে বিবাহ করিবার জন্য লালায়িত। আপনার সম্মতি পাইলে তাহাদের যে-কেহ আপনার পায়ের ধূলা চাটিতে প্রস্তুত!"

মিরিয়াম বলিল, "কিন্তু আমি তাহাদের কাহাকেও বিবাহ করিতে লালায়িত নহি। ভক্সমারের মত একটা অপদার্থ, নিরেট, কাণ্ডজ্ঞানহীন ডিউককে বিবাহ করাই আমার ইচ্ছা। সে আমার সম্পূর্ণ বশে থাকিবে। তাহার টাকা নাই, তাহার খেয়ালতৃপ্তি করিতে যত টাকা লাগে, আমি দিব। কিন্তু আমার উপর তাহার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না, আমার যেরূপ ইচ্ছা সেই ভাবে চলিব। তাহার শরীরে যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। বিবাহের পর সে-যে অধিক দিন বাঁচিবে, সে আশঙ্কা নাই। সে মরিলে আমি নিষ্কণ্টক হইয়া ডচেজ্ অব ভক্সমার খেতাবে সমাজের নেতৃত্ব করিব। কি সর্ত্তে তাহাকে বিবাহ করিব—তাহা তাহাকে খুলিয়া বলিয়াছি। তাহার কোন আপত্তি নাই, তাহার টাকা পাইলেই হইল। আগামী সপ্তাহে গোপনে লণ্ডনে আমাদের বিবাহ হইবে। কথাটা এখন আপনি প্রকাশ করিবেন না। আপনাকে আমাদের বিবাহে উপস্থিত থাকিতে হইবে। আপনিই কন্যাকর্ত্তা হইবেন।"

আমি নিস্তব্ধ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। জীবনে অনেক স্ত্রীলোক দেখিয়াছি—কিন্তু এরূপ রাক্ষসী, পিশাচী আর কখন দেখি নাই! আমার বড় ঘৃণা হইল, কিন্তু তথাপি তাহার সংস্রব ত্যাগ করিতে পারিলাম না; সে যেন কি সম্মোহন শক্তিতে আমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল! তাহার প্রভাব অতিক্রম করি—আমার এরূপ শক্তি ছিল না। ডিউক ভক্সমার একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিল, সে বিবাহ করিতে পারিবে না।—তখনই আমার সন্দেহ হইয়াছিল, সে কাহাকেও ভালবাসে!—আমার এ অনুমান সত্য

হইলে—তাহার মত নরাধমও পৃথিবীতে বিরল। অর্থ-লোভে সে অনায়াসে তাহার প্রণয়িণীর হৃদয় পদাঘাতে চূর্ণ করিবে ?

সেইদিন আমি ডিউকের সহিত একত্র আহার করিতেছিলাম ; মিরিয়াম রাজা লিওপোল্ডের সহিত ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল। আমাদের আহার প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় ডিউকের নামে একখানি টেলিগ্রাম আসিল। সে টেলিগ্রামখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, হঠাৎ তাহার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল ! ব্যাপার কি ? এ কাহার টেলিগ্রাম ?—অতঃপর সে টেলিগ্রামখানি টেবিলের উপর রাখিয়া মদ্যপানে মনঃসংযোগ করিল ; যেন পানানন্দে বিহ্বল হইয়া কোন উৎকট অশান্তি বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতেছে !

আমি টেলিগ্রামখানিতে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা পাঠ করিলাম তাহা এই :—"রাজী হইলাম। কাল রাত্রি সাড়ে এগারটায় ভেরির হোটেলে আমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করিবে।—লিলি।"

পরদিন আমি ও ডিউক ভক্সমার একত্র ইংলণ্ডে যাত্রা করিলাম। পর সপ্তাহে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। সেণ্ট জেম্‌সের গির্জ্জায় রেজিষ্ট্রারের আফিসে বিবাহের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমি বিবাহে উপস্থিত থাকিব—অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। মিরিয়াম আরও দুইদিন অষ্টেণ্ডে থাকিবে বলিল।

চেয়ারিংক্রশ ষ্টেসনে নামিয়া ডিউকের নিকট বিদায় লইব, এমন সময় একটি যুবতী আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। যুবতীর চক্ষু নীল, চুল কটা ; পরিচ্ছদের ঘটা অত্যন্ত অধিক ! তাহাকে দেখিয়া ডিউক যেন কিছু বিব্রত হইয়া উঠিল ; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল, "কি লিলি ! তুমি এখানে ? এখানে তোমাকে কে আসিতে বলিল ?"

লিলি কে ? মনে পড়িল ডিউকের নিকট যে টেলিগ্রাম আসিয়াছিল তাহাতে লিলির নাম ছিল। লিলি কি ডিউক ভক্সমারের প্রণয়িনী ? এই লিলিই তাহাকে রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় ভেরির হোটেলে তাহার সহিত দেখা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল ?—আমি রাত্রে থিয়েটার দেখিয়া

ঘুরিতে ঘুরিতে ভেরির হোটেলে উপস্থিত হইলাম। আমার কৌতূহল অসংবরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

সেখানে গিয়া দেখিলাম লিলি নির্জ্জনে ডিউকের সঙ্গে কি তর্ক-বিতর্ক করিতেছে। লিলির চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। আমি অদূরবর্ত্তী টেবিলে বসিয়াছিলাম। তাহারা আমাকে দেখিতে পায় নাই। পাঁচ মিনিট পরে লিলি চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া গেল। ডিউক ভক্সমার বোধ হয় তাহাকে তাহার আশা ত্যাগ করিতে বলিল।—কি নিষ্ঠুর! রমণীর হৃদয় লইয়া খেলা? কিন্তু ইহাও আমার অনুমানমাত্র; লিলির কোন পরিচয় জানিতে পারিলাম না।

যথাসময়ে রেজিষ্ট্রারের 'স্পেসাল লাইসেন্স'-বলে ডিউক অফ ভক্সমারের সহিত মিরিয়াম লিমেয়ারের পরিণয়-বন্ধন যথাবিধি সুসম্পন্ন হইল। আমি এ বিবাহের সাক্ষী হইলাম; দ্বিতীয় সাক্ষীর নাম মিসেস্ ফ্রাঙ্কস্। বিবাহান্তে নব-দম্পতিসহ আমরা কার্লটন হোটেলে যাত্রা করিলাম। সেখানে রীতিমত খানার আয়োজন হইল।

আমরা কয়েকজন আহারে বসিলাম। আহার করিতে করিতে ডিউক ভক্সমার হঠাৎ কাশিতে আরম্ভ করিল; সে কাশী আর থামে না। দম বন্ধ হইবার উপক্রম! প্রথমে মনে হইল তাহার গলায় মাছের কাঁটা ফুটিয়াছে। ব্যাপার কি বুঝিলাম না। কাশিতে কাশিতে শেষে তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল; তাহার পরই মূর্চ্ছা!

তৎক্ষণাৎ তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, একটি রক্তস্থালী ছিঁড়িয়া গিয়াছে! কিছুতেই কিছু হইল না;—সেই রাত্রেই লর্ড ভক্সমার প্রাণত্যাগ করিল।

আমি তাহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম; মিরিয়াম আমাকে বলিল, "আমি জানিতাম ডিউক দীর্ঘকাল বাঁচিবে না; কিন্তু এত শীঘ্র মারা যাইবে ইহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, ভাগ্যে বিবাহের পূর্ব্বে এ কাণ্ড হয় নাই!—আমি এখন ডচেজ্ অফ ভক্সমার!"

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। মিরিয়ামের কথা শুনিয়া

আমি অবাক হইয়া বসিয়া রহিলাম। সে মানবী না রাক্ষসী? তাহার শোক-দুঃখ ত নাই-ই, একটু চক্ষুলজ্জাও নাই! সে এই সাংঘাতিক বিপদে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ নানাস্থানে প্রেরণ করিতে লাগিল। সেই দিন সায়ংকালে সান্ধ্য দৈনিকসমূহে ডিউকের সহিত তাহার বিবাহের সংবাদ এবং ডিউকের মৃত্যু-সংবাদ একত্র প্রকাশিত হইল!

আমি মিরিয়ামের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়াছি, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, একটি যুবতী তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। সে দেখা না করিয়া যাইবে না।

মিরিয়াম বলিল, "আমি এখন কোনও অপরিচিত লোকের সহিত দেখা করিতে পারিব না। কে সে স্ত্রীলোক? তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছ?"

ভৃত্য বলিল, "সে বলিয়াছে—তাহার নাম ডচেজ্ অব ভক্সমার!"

মিরিয়াম সবিস্ময়ে বলিল, "ডচেজ্ অফ ভক্সমার! আমিই ত ডচেজ্। স্ত্রীলোকটা কি পাগল?"

ভৃত্য বলিল, "তা বলিতে পারি না; কিন্তু তাহাকে অনেকদিন এখানে ডিউকের সহিত একত্র ভোজন করিতে দেখিয়াছি।"

ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মিরিয়াম বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর কি ভাবিয়া ভৃত্যকে বলিল, "তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দাও।"—আমাকে বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনি একটু অপেক্ষা করুন; এ কি রহস্য কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিনিটখানেক পরে একটি যুবতী ব্যাকুলভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিলাম—সে সেই লিলি! পূর্ব্বে তাহারই সহিত ডিউককে আলাপ করিতে দেখিয়াছি।

লিলি উত্তেজিত স্বরে বলিল, "হিউ কোথায়? আমি এ কি দুঃসংবাদ শুনিতেছি? না, না, ইহা সত্য নহে; নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হয় নাই। শুনিয়াছি আজই সে বিবাহ করিয়াছে। তুমি কে? সে কি তোমাকেই বিবাহ করিয়াছে?"

মিরিয়াম নীরস স্বরে বলিল, "তুমি কে? তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এ পাগলামী করিবার স্থান নহে।"

লিলি বলিল, "আমি? আমি পাগল নহি; আমি ডিউকের বিবাহিতা পত্নী—ডচেজ্ অফ্ ভক্সমার।"

মিরিয়াম উভয় চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "তুমি তাহার বিবাহিতা পত্নী? —কে তোমার কথা বিশ্বাস করিবে?"

লিলি বলিল, "আমার কথা বিশ্বাস করিবে না তাহা জানি; জানি বলিয়াই আমাদের বিবাহের দলিল লইয়া আসিয়াছি। দুইমাস পূর্ব্বে রীতিমত রেজেষ্টারী করিয়া আমাদের বিবাহ হইয়াছিল; আমি আমাদের বিবাহের কথা গোপন রাখিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। কারণ—"

লিলির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিরিয়াম তাহার হাত হইতে বিবাহের দলিলখানি ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইল, এবং তাহা শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ! ইহা কি সত্য?"

লিলি উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলিল, "ও কি করিলে? আমার দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিলে!—কিন্তু দলিল নষ্ট করিলেই কি আমাদের বিবাহ অসিদ্ধ হইবে? রেজিষ্ট্রারের নিকট যে বিবাহের প্রমাণ আছে। আমি লিলি ভ্যালেন্সি—গেইটি থিয়েটারের অভিনেত্রী। ডিউক আমাকে বিবাহ করিলেও তিনি তোমাকে বিবাহ করিবেন—এ কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। তাঁহার টাকার দরকার; তোমাকে বিবাহ করিলে তুমি তাঁহাকে অনেক টাকা দিবে বলিয়াছিলে, তাই টাকার লোভে তিনি তোমাকে বিবাহ করিয়াছেন।"

আমি বলিলাম, "তুমি বাছা, বুঝিয়া কথা বল। তুমি তোমার স্বামীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার এই বে-আইনি কার্য্যে সম্মতি দান করিয়াছিলে? স্বামী অপেক্ষা টাকাই তোমার কাছে বড় হইল?"

লিলি বলিল, "না, টাকার চেয়ে স্বামীই বড়। আমি তাঁহার অর্থকষ্ট দূর করিবার জন্য এই বে-আইনী কার্য্যে সম্মতি দান করিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে ভালবাসি, তাই তাঁহার সুখের জন্য ইহাতে আপত্তি করি নাই। তিনি আরও

বলিয়াছিলেন—এ বিবাহ বিবাহই নয়, আইনানুসারে এ বিবাহ অসিদ্ধ। এ বিবাহে আমাদের বিবাহ অসিদ্ধ হইবে না; সুতরাং আমার আপত্তির কারণ ছিল না। আমি ত এই স্ত্রীলোকটার মত টাকা দিয়া তাঁহাকে ভুলাই নাই, আমি তাঁহাকে ভালবাসিতাম বলিয়াই বিবাহ করিয়াছিলাম। আমি থিয়েটারে অভিনেত্রী বটে, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটার মত দুশ্চরিত্রা নহি।"

মিরিয়ম গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কি, তোর এতদূর স্পর্দ্ধা! আমার অপমান করতে সাহস করিস?—আমি দুশ্চরিত্রা?"

লিলি বলিল, "তবে কি তুমি সতী? তোমার আর একটা স্বামী জীবিত আছে—তা তিনি জানিতেন, আমিও জানি।—আমি এ কথা সপ্রমাণ করিতেও—"

লিলির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে মিরিয়াম হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল!

এ সকল কি কাণ্ড কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি স্তম্ভিত ভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার মনে হইল, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন পরে—একদিন সন্ধ্যা ছয়টার সময় আমার ঘরে বসিয়া ধুমপান করিতেছি, এবং সন্ধ্যার পর থিয়েটারেই যাই, কি ক্লাবেই যাই তাহা স্থির করিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি; এমন সময় আমার ভৃত্য এক-খানি কার্ড আনিয়া আমার হাতে দিল, বলিল, "একটি ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার কি জরুরী কায আছে।"

কার্ডে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, আগন্তুকের নাম "মিঃ জন ফেট।"

লোকটির সহিত পরিচয় থাকা দূরের কথা—তাহার নামও পূর্ব্বে শুনিয়াছি কি না স্মরণ হইল না।—সে কি উদ্দেশ্যে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে—জানিবার জন্য কৌতূহল হইল। ভৃত্যকে বলিলাম, "ভদ্রলোকটিকে লইয়া আয়।"

মিনিটখানেক পরে একটি সুবেশধারী খর্ব্বকায় প্রৌঢ় ইংরাজ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।—ভৃত্য দ্বার ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

আগন্তুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার কক্ষের চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "মহাশয়ের নামই বোধ হয় মিঃ নর্থ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমার নিকট আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে? —বসুন।"

ফেট বলিল, "হাঁ, একটু কাযেই আসিয়াছি; আপনার কয়েক মিনিট সময় নষ্ট করিব। আপনি কিছু মনে করিবেন না—কিন্তু—"

ফেট কথা শেষ না করিয়াই চেয়ার হইতে উঠিল, এবং লঘু পদবিক্ষেপে রুদ্ধ দ্বারের নিকটে গিয়া মুহূর্ত্তে দ্বার খুলিয়া ফেলিল! দেখিলাম, আমার ভৃত্য দ্বারের নিকট হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দূরে পলায়ন করিল। বুঝিলাম, সে রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমাদের কথা শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল! ভৃত্যের এই ব্যবহারের

কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম ; আমার একটু রাগও হইল।

ফেট পূর্ব্বের ন্যায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমার কাছে আসিয়া বলিল, "আমাদের কথাবার্ত্তা কেহ লুকাইয়া শুনিয়া লয়, ইহা আমি আদৌ পছন্দ করি না। আপনিও বোধ হয় তাহা ভাল মনে করেন না। আমার সন্দেহ হওয়াতেই এরূপ করিলাম।"—"সে পকেট হইতে চুরুট বাহির করিয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল।

আমি বলিলাম, "আপনি কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন বলুন। এখনই আমাকে বাহিরে যাইতে হইবে।"

ফেট বলিল, "আমি আপনার অধিক সময় নষ্ট করিব না। আমি আপনাকে আমার নাম বলিয়াছি। কিন্তু নাম মানুষের পরিচয় নহে ; আমার পরিচয় জানিবার জন্য আপনার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। আমি জন ফেট ডিটেক্‌টিভ। আমি আপনার নিকট দুই একটি কথা জানিতে আসিয়াছি।—মিসেস্ মিরিয়াম লিমেয়ার নাম্নী একটি যুবতীর সহিত আপনার পরিচয় আছে ?"

আমি বলিলাম, "মিসেস্ লিমেয়ার ? তাঁহার সম্বন্ধে আপনি কি জানিতে চাহেন ?"

ফেট বলিল, "তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা জানিতে চাই।—এই যুবতীর সহিত মৃত ডিউক ভক্সমারের বিবাহ হইয়াছিল, তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। সেসম্বন্ধে আপনি যাহা কিছু জানেন দয়া করিয়া বলিবেন ?"

আমি বলিলাম, "আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পূর্ব্বে আমি জানিতে চাই, আপনি কি উদ্দেশ্যে এ সকল কথা জানিতে আসিয়াছেন।"

ফেট অসঙ্কোচে বলিল, "এই রহস্যময়ী নারীর অনুষ্ঠিত বহু অপরাধের সন্ধান পাইয়াছি ; তাহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, এবং সেই উদ্দেশ্যেই আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

আমি বিরক্তি ভরে বলিলাম, "কে আপনার উপর এই সকল প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিয়াছে ?"

ফেট বলিল, "সে ভার কেহই দেয় নাই। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই

সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছি ; কারণ একটি ভদ্র লোক আমাকে জানাইয়াছেন —এই যুবতী তাঁহার পুত্রের প্রাণসংহার করিয়াছে !"

আমি বলিলাম, "মিসেস্ লিমেয়ারের সহিত আমার বন্ধুত্ব আছে ; সুতরাং তিনি যাহাতে বিপন্ন হইতে পারেন—এরূপ কোন বিষয়ে আপনি আমার নিকট সাহায্য পাইবেন এরূপ আশা করিবেন না।"

ফেট বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক ; বর্ত্তমান শতাব্দীর একটা প্রকাণ্ড অপরাধীকে আপনার বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছেন না ! আপনি রাজ-বিধানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।"

আমি অসহিষ্ণুভাবে চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলাম, "আইনের মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী অপরাধীকে দণ্ডিত করিবার জন্য গোয়ান্দাকে সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্যের অঙ্গ নহে ; উহাতে আমার অভিরুচিও নাই। আমার অনেক কায আছে, এখন বাহিরে যাইব। নমস্কার।"

আমি তাহাকে বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেও অশিষ্ট লোকটা উঠিল না, স্থির ভাবে বসিয়া চুরট টানিতে লাগিল। তাহার পর একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনি যদি মনে করিয়া থাকেন—আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলেই মিরিয়াম লিমেয়ার আইনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তাহা হইলে আপনার এই ভুল ধারণা ত্যাগ করুন। তাহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার বলেই তাহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা অতি সহজ। সে বড় চতুরা, বড় সতর্ক ; কিন্তু সামান্য একটি অসতর্কতাতেই তাহার সকল কৌশল ব্যর্থ হইয়াছে !"

আমি কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করিলাম,"কিরূপ অসতর্কতা ?"

ফেট বলিল, "আপনি আমার সাধু সঙ্কল্পসিদ্ধির সহায়তা করিলে সে কথা আপনাকে বলিতে পারি। যদি তাহা না করেন—তবে সে কথা কেন বলিব ? আপনি স্বীকার করিয়াছেন—এই ভীষণ-প্রকৃতি, সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা ধ্বংসকারিণী রমণী আপনার বন্ধু। আপনি তাহার গৃহে আহার করেন, তাহাকে সঙ্গে লইয়া অপেরা দেখিতে যান, তাহার সঙ্গে দেশভ্রমণ করেন। আপনাদের ঘনি-

ষ্টতার কথা আমার অজ্ঞাত নহে। আমি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই না ; এজন্য আমার অতি অল্পই ভ্রম প্রমাদ ঘটে। গত কয়েক মাস হইতে এই রমণীর গতি বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি। সমাজের হিতার্থে সমাজ-দেহ হইতে এই দুষ্ট ব্রণটি অপসারিত করিবার জন্য আমি বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আমার বিশ্বাস ইহাতে আমি কৃতকার্য্য হইব। আপনার সাহায্য না পাই, ক্ষতি নাই।"

লোকটার বাচালতায় আমার রাগ হইল, আমি বলিলাম, "আমার সাহায্য না পাইলেও যদি চলে, তবে আমার কাছে কিজন্য বিদ্যা জাহির করিতে আসিয়াছ ? পুলিশের নফরের মত আমি বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতক নহি, একথা তোমার বিশ্বাস করা উচিত ছিল। মিসেস্ লিমেয়ারের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ পাইয়া থাক, তাঁহাকে বিপন্ন করিবার জন্য ফাঁদ প্রস্তুত কর—কিন্তু দম্‌বাজী করিও না। এই রমণীর অপরাধ থাক না থাক, আমি তাঁহার শুভানুধ্যায়ী। ইচ্ছা হয় স্থানান্তরে গিয়া তোমার জালের সূতা সংগ্রহ কর, আমার কাছে তাহা পাইবে না। তাঁহার সম্বন্ধে আমি কি কতটুকু জানি তাহা তোমাকে বলিব না।"

ফেট আমার কক্ষের চতুর্দ্দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তা না বলুন ক্ষতি নাই ; আমি যে প্রয়োজনীয় সংবাদটুকু সংগ্রহের জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম, তাহা আপনার অজ্ঞাতসারেই সংগ্রহ করিয়াছি।"

ইহাও কি তাহার একটা চা'ল মাত্র ? আমি বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলাম, "আমার অজ্ঞাতসারে তুমি কি সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছ শুনিতে পাই কি ?"

ফেট বলিল, "তাহা শুনিবার জন্য আগ্রহ থাকিলে আপনি কাল সকালে একবার মার্লবরো ষ্ট্রীটের পুলিশকোর্টে যাইবেন।—সেখানে আপনি আমার দেখা না পাইলেও আপনার বন্ধু মিসেস্ লিমেয়ারকে আসামীর কাট্‌রায় দেখিতে পাইবেন। আপনার নিকট যেটুকু উপকার পাইলাম, সেজন্য আমার ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু আপনার নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে আপনাকে একটা কথা বলিতে চাই। আপনার চাকরটাকে বলিবেন—আপনার সঙ্গে

যখন কোন ভদ্রলোক গোপনে আলাপ করিবে, সেসময় যেন দরজার ফাঁকে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া না থাকে। নমস্কার!"

লোকটা প্রস্থান করিলে আমি ভাবিতে লাগিলাম, পুলিশ সত্যই কি মিরিয়ামকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে লইয়া যাইবে! তাহার অপরাধ কি? যদি তাহাকে গ্রেপ্তার করাই স্থির হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই গোয়েন্দাটা কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল? আমিই বা তাহাকে এরূপ কি সংবাদ দিতে পারিতাম যাহা তাহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল হইত?

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি বাতায়নের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম, ফেট একখানি গাড়ীতে উঠিয়া পূর্ব্বদিকে গাড়ী হাঁকাইল। সেই সময় আমার ভৃত্য মস্ আমার কক্ষে প্রবেশ করিল। আমি তাহাকে আমার দরজায় দাঁড়াইয়া গাঁটা-দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

সে আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল, "মিসেস্ লিমেয়ার আসিয়াছেন।"

আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "কোথায় তিনি?"

মস্ বলিল, "আমার কুটুরীতে।—ঐ লোকটা আসিবার পর-মুহূর্ত্তেই তিনি এখানে আসিয়া—"

তাহার কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই আমি মসের কুঠুরীর দিকে চলিলাম। সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম মিরিয়াম কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার অঙ্গে ভ্রমণোপযোগী পরিচ্ছদ, মুখমণ্ডল স্থূল অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত!

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "এ কি ব্যাপার মিসেস্ লিমেয়ার?"

মিরিয়াম বলিল, "আস্তে।—লোকটা আছে না গিয়াছে?"

আমি বলিলাম, "কে, ফেট? সে চলিয়া গিয়াছে।—কিন্তু এ কি রহস্য?"

মিরিয়াম বলিল, "আমি এখানে তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম। সে শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসিবে। আপনার ঘরে চলুন, সব কথা বলিব।"

আমি মিরিয়ামকে সঙ্গে লইয়া আমার উপবেশন-কক্ষে চলিলাম; ভৃত্যকে বলিলাম, "কেহ আসিলে বলিস্ আমি বাড়ী নাই। কেহ আসিয়া যেন ঘরে যাইতে না পারে।"

মিরিয়াম আমার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বৈদ্যুতিক দীপ নির্ব্বাপিত করিল। তাহার পর ফেট যে চেয়ারে বসিয়াছিল, সেই চেয়ারখানিতে বসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,"মিঃ নর্থ, আমি বড়ই বিপন্ন! এমন কি,আমি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। আপনার নিকট সাহায্য লাভের আশায় আসিয়াছি।—সর্ব্বাগ্রে বলুন, সে কি আপনার নিকট হইতে কোনও কথা বাহির করিয়া লইতে পারিয়াছে?"

আমি বলিলাম, "না, একটি কথাও তাহাকে বলি নাই।"

মিরিয়াম বলিল, "সে এখানে আমার খোঁজে আসিয়াছিল; কিন্তু আমি তাহাকে ফাঁকি দিয়াছি। সে আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ানা পাইয়াছে। এক বৎসর হইতে সে আমাকে জালে জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়াছি। আপনি আমার বন্ধু, এ বিপদে আপনার সাহায্য চাই; আমার বিশ্বাস, আপনি আমাকে নিরাশ করিবেন না। আজ রাত্রেই আমাকে যে উপায়ে হউক দেশান্তরে পলায়ন করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "কোন্ অপরাধে পুলিশ আপনাকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে?"

মিরিয়াম বলিল, "এখন সে সকল কথার আলোচনার আবশ্যক নাই। আমি বরাবর আইন বাঁচাইয়াই চলিয়াছি; কিন্তু হঠাৎ একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলাম! সেই ভুলের জন্যই উহারা আমাকে কায়দায় পাইয়াছে। ফেট আমার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তাহার মতলব আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম; তাহার চক্ষুতে ধূলা দিবার জন্য আমি আমার দাসীকে বলিয়াছিলাম—আমি আপনার বাড়ী যাইতেছি। দাসীর কাছে এই সংবাদ পাইয়াই ফেট্ আমার সন্ধানে এখানে আসিয়াছিল; আমি আপনার বাড়ীর অদূরে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম। সে এখানে আসিলে আমি তাহার অনুসরণ করিলাম এবং আপনার ভৃত্যকে সকল কথা বলিয়া তাহার ঘরে আশ্রয় লইলাম। কথা কহিবার নলের সাহায্যে আপনাদের কথাবার্ত্তা স্পষ্ট শুনিতে

পাইব কি না সন্দেহে আপনার চাকরকে গাঁটা দিতে বলিলাম। ফেট এখানে আমার সন্ধান না পাইয়া পুনর্ব্বার আমার বাড়ীতে গিয়াছে। সে বড় ধূর্ত্ত, আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে; এই জন্য আমি দেশ-ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। এ বিষয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন?"

আমি বলিলাম, "কিরূপ সাহায্য?"

মিরিয়াম বলিল, "আজ রাত্রেই আমি ইংলণ্ড ত্যাগ করিব বটে, কিন্তু পুলিশ প্রত্যেক ট্রেণে ও ষ্টীমারে আমার খোঁজ করিবে। এ অবস্থায় প্রকাশ্যভাবে গমন করিলে আমাকে ধরা পড়িতেই হইবে; কিন্তু আপনি আমাকে সাহায্য করিলে আমি নির্ব্বিঘ্নে সাগর পার হইতে পারিব।—একবার সাগর পার হইতে পারিলে আর আমাকে ধরে কে? তবে বিদেশে আমি দীর্ঘকাল থাকিব না, শীঘ্রই এদেশে প্রত্যাগমন করিব।"

আমি বলিলাম, "আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি, তাহাই আগে জানিতে চাই। লিলি ভেলেন্সি কি আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিয়াছে?"

মিরিয়াম বলিল, "সে সকল কথা এখন না শুনিলেই ভাল হয়। আমি ফরাসী দেশে পদার্পণ করিয়াই আপনাকে সকল কথা বলিব।—কিন্তু হল্যাণ্ড বা অষ্টেণ্ডের পথে আমার যাওয়া হইবে না। আপনি শীঘ্র পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া আমার সঙ্গে চলুন। ফেট মিনিটপনের-মধ্যেই এখানে ফিরিয়া আসিবে।—আপনি একটা পিস্তল সঙ্গে লইবেন।"

আমি তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না; তাহার ইচ্ছার প্রতিকূলে কায করি—এ শক্তিও যেন আমার ছিল না, সে যেন আমাকে সম্মোহিত করিয়া তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী করিল!—আমি কয়েক মিনিট-মধ্যেই ভ্রমণোপযোগী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া লইলাম; একটি পিস্তল লইতেও ভুলিলাম না।

মিরিয়াম বলিল, "আমি আপনার চাকরকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া বলিয়াছি, কেহ আপনার সন্ধানে আসিলে সে বলিবে—আপনি বাহিরে গিয়াছেন, অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিবেন। আমার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না—এই ভাব

দেখাইবে। আপনি কোন জিনিসপত্র সঙ্গে লইবেন না। খালি-হাতে যাইতে হইবে। গাড়ীও লইবেন না ; আপনার গতিবিধির প্রতি পুলিশের লক্ষ্য আছে, সুতরাং তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে হইবে। আমি এখান হইতে একাকী বাহির হইয়া 'বসে' উঠিব,পিকাডিলি সার্কাস পর্য্যন্ত গিয়া সেই গাড়ী ছাড়িয়া অন্য গাড়ীতে ওয়াটারলু পর্য্যন্ত যাইব। আপনি সোজা ওয়াটারলুতে গিয়া বাসিং-ষ্টোকের টিকিট লইবেন, ও ৮টা ৫ মিনিটের ট্রেণে চাপিবেন। আমাকেও সেই গাড়ীতে দেখিতে পাইবেন—কিন্তু অন্য লোকের সাক্ষাতে আমার সঙ্গে কথা কহিবেন না।—পুলিশ এই পথে আমার অনুসন্ধান করিবে না। বাসিংষ্টোকের পথে পলাইতেছি, এ সম্ভাবনা তাহাদের কল্পনাতেও স্থান পাইবে না।"

আমি বলিলাম, "বাসিংষ্টোকের পথে আপনার কিরূপ সুবিধা হইবে ?"

মিরিয়াম বলিল, "রাত্রি দ্বিপ্রহরে সাউদাম্‌টন হইতে হাব্‌রির জাহাজ ছাড়িবে। ঐ জাহাজ ধরিবার জন্য রাত্রি ৯—৪০ মিনিটে ওয়াটারলু ষ্টেশন হইতে ট্রেণ ছাড়া হইবে। সুতরাং ৮-৫ মিনিটে যে 'লোকাল'-ট্রেণ ছাড়িবে তাহার উপর পুলিশের নজর না থাকিবারই সম্ভাবনা। আমি কুক কোম্পানীর মারফৎ দুইখানি টিকিট সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছি, মিঃ টমাস্ ও মিসেস্ টমাসের নামে টিকিট লওয়া হইবে ; উহা সাউদাম্‌টন ও হাব্‌রির পথে প্যারিসে যাইবার টিকিট।—টিকিট দুইখানি সাউদাম্‌টনে পাওয়া যাইবে।"

আমি বলিলাম, "আমরা পুলিশের অলক্ষ্যে কিরূপে জাহাজে উঠিব ?"

মিরিয়াম বলিল, "তাহাই সমস্যার কথা বটে ! কিন্তু আমরা সে অসুবিধা দূর করিতে পারিব। আমি সাউদাম্‌টনে মিঃ টমাসের নামে কিছু লগেজ্ পূর্ব্বেই পাঠাইয়াছি। আমরা সেখানে পৌঁছিয়া তাহা ছাড় করিয়া প্যারিসে পাঠাইব। বাসিংষ্টোকে আমাদের ট্রেণ হইতে নামিবার আবশ্যক হইবে না ; কারণ ঐ ষ্টেশন হইতে সাউদাম্‌টন ষ্টেশন পর্য্যন্ত দু'খানি টিকিট ক্রয় করা হইয়াছে। সাউদাম্-টনে পৌঁছিয়া সেই টিকিট দেওয়া যাইবে। আমরা রাত্রি ১০টা ৩৭ মিনিটে সাউদাম্‌টনে পৌঁছিব। জাহাজ ধরিবার জন্য যে ট্রেণ ওয়াটারলু ষ্টেশন ছাড়িবে, পুলিশ সেই ট্রেণে আমার অনুসন্ধান করিবে। রাত্রি বারটার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সেই

ট্রেণ ডকে পৌঁছিবে ; তখন সেখানে আর একবার আমার অনুসন্ধান হইবে। কিন্তু তাহার অনেক পূর্ব্বেই আমরা জাহাজে উঠিয়া পড়িব।—আর বিলম্ব করা হইবে না, ৮—৫ মিনিটের ট্রেণখানা ধরাই চাই।”

দশমিনিট পরে আমি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আমার ক্লাবে চলিলাম। সেই সময় একটা লোককে আমার বাড়ীর কিছু দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে প্রথমে ক্লাবে যাওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিলাম।—ক্লাবে উপস্থিত হইয়া এক গ্ল্যাস সোডা-মিশ্রিত ব্র্যাণ্ডি পান করিলাম ; তাহার পর ক্লাবের বাহিরে আসিয়া দেখি পূর্ব্বোক্ত গাড়ীর কোচ্‌ম্যান গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছে ! সে আমাকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সন্দেহপ্রযুক্ত তাহার গাড়ীতে না উঠিয়া অন্য গাড়ী ভাড়া করিলাম ; কোচ্‌ম্যানকে ওয়াটারলু ষ্টেশনে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমার সন্দেহ হইল কেহ আমার অনুসরণ করিতেছে ; গাড়ীর পশ্চাতের জানালার খড়খড়ি তুলিয়া দেখি সত্যই একখানি গাড়ী আমার অনুসরণ করিতেছে !—আমি যে গাড়ীতে ক্লাবে আসিয়াছিলাম, এ সেই গাড়ী !—কিন্তু সে গাড়ীতে কোন আরোহী ছিল না ; তবে কোচ্‌ম্যানটাকে দেখিয়া মনে হইল, তাহাকে ফেটের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তথাপি সতর্কতা অবলম্বন কর্ত্তব্য বুঝিয়া আমি আমার কোচ্‌ম্যানকে বলিলাম, “তোমাকে মনের ভুলে ওয়াটারলু ষ্টেশনে যাইতে বলিয়াছিলাম, আমাকে চেয়ারিংক্রশে যাইতে হইবে।”

সবিস্ময়ে দেখিলাম, যে গাড়ীখানি আমার অনুসরণ করিতেছিল, পেল্‌মেলের কাছে একজন লোক সেই গাড়ীতে উঠিল ! গাড়ীখানি কিন্তু আমার অনুসরণে বিরত হইল না।

চেয়ারিংক্রশ ষ্টেশনে নামিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে প্রবেশ করিতেই দেখি পূর্ব্বোক্ত কোচ্‌ম্যান ষ্টেশনের ফটকের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। আমি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া জনতার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং ষ্টেশনের অন্য এক ফটক দিয়া ভিলিয়ার্স ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলাম। তাহার পর হঙ্গারফোর্ডের সাঁকো পদব্রজে পার হইয়া যখন ওয়াটারলু ষ্টেশনে পদার্পণ করিলাম তখন আটটা বাজিয়া দুই

মিনিট হইয়াছে! ট্রেণ ছাড়িবার আর তিন মিনিট মাত্র বিলম্ব ছিল; আমি তাড়াতাড়ি বাসিংষ্টোকের একখানি প্রথম শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট ক্রয় করিয়া প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে প্রবেশ করিলাম; কয়েকখানি গাড়ী অতিক্রম করিয়া একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় মিরিয়ামকে দেখিতে পাইলাম।—সেখানি ধূমপানের কামরা!

সেই কামরায় অন্য কোনও আরোহী ছিল না; আমি আশ্বস্ত হৃদয়ে সেই কামরায় উঠিয়া বসিলাম।

মিরিয়ামের মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনে আবৃত। সে এঞ্জিনের দিকে মুখ ফিরাইয়া এককোণে বসিয়া ছিল। আমি তাহাকে দেখিয়াও দেখিলাম না; সে-ও যেন আমাকে চিনিতে পারে নাই, এই ভাবে বসিয়া রহিল।

গার্ড 'হুইশ্‌ল' দিয়া ও নিশান ঘুরাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।—ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় একজন রেল-কর্ম্মচারী তাড়াতাড়ি আমাদের কামরার দ্বার খুলিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "শীঘ্র আসুন, এই গাড়ীতেই উঠিয়া পড়ুন।—মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইলেই আপনি ট্রেণ 'মিস্' করিতেন।"

একজন আরোহী ব্যগ্রভাবে আমাদের কামরায় প্রবেশ করিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম! আগন্তুক আমার পূর্ব্বপরিচিত ডিটেক্‌টিভ—জন ফেট!—হায়, হায়, এত গাড়ী থাকিতে এ গাড়ীতে কেন উঠিয়াছিলাম?

ফেট একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অবগুণ্ঠনবতী মিরিয়ামের মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর আমাকে অভিবাদন করিয়া একপাশে বসিয়া পড়িল।

ফেট বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনার সঙ্গে পুনর্ব্বার এত শীঘ্র দেখা হইবে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর! দৈবক্রমেই দেখাটা হইল, কি বলেন?—আপনি কতদূর যাইবেন?"

আমি বক্রদৃষ্টিতে একবার মিরিয়ামের মুখের দিকে চাহিলাল, দেখিলাম, ফেটের আকস্মিক আবির্ভাবে সে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে কি একখানি মাসিকপত্র দেখিতেছে! আমরা এত চেষ্টা করিয়াও ফেটের

দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিলাম না ? লোকটা ভয়ঙ্কর ধূর্ত্ত ! মিরিয়ামের সমস্ত কৌশল সে বিফল করিয়াছে। এখন উপায় ?

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া ফেট বলিল, "আপনাকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখিতেছি কেন ? খবর সব ভাল ত ? কতদূর যাইবেন ?"

আমি বলিলাম, "আমি বাসিংষ্টোন্ পর্য্যন্ত যাইব।"—আমি একটি চুরুট বাহির করিয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলাম।

ফেট বলিল, "আপনার সহিত সাক্ষাতের সময় আমার ব্যবহারে আপনি কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন। আপনি তখন বাহিরে যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিলেন ; তাই সময়াভাবে আপনাকে সকল কথা বলিবার সুযোগ পাই নাই।—এখন বলি শুনুন।—আমি মিসেস্ লিমেয়ারের সন্ধানে তাহার বাড়ী গিয়াছিলাম ; তাহার চাকর বলিল—সে আপনার বাড়ী গিয়াছে।—আমি তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম সে তাহার মনিবের আদেশেই আমাকে একথা বলিল। তাহার আদেশ ভিন্ন সে কখনই আমাকে একথা বলিত না। আমি বুঝিলাম, সে আপনার বাড়ী যায় নাই, তথাপি কথাটা কতদূর সত্য তাহা পরীক্ষার জন্য আপনার বাড়ী চলিলাম। আপনার বাড়ীর অদূরে একখানি গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল ; আমি গাড়ীর ভিতর একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে দেখিয়া বুঝিলাম—সেই মিসেস্ লিমেয়ার। সে পথিমধ্যে গাড়ী দাঁড় করাইয়া কাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল ? বুঝিলাম আমিই তাহার লক্ষ্য। আমি আপনার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইবামাত্র—সেই গাড়ী আমার গাড়ীর অনুসরণ করিল। আমার অনুমান সত্য মনে করিয়া বড়ই আমোদ বোধ করিলাম।"

আমি বলিলাম, "সত্যই যদি আপনি এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি সেই সময়েই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলেন না কেন ?"

ফেট বলিল, "তখনও গ্রেপ্তার করিবার ঠিক সময় হয় নাই বলিয়া আমি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। ফাঁদ যথেষ্ট দৃঢ় কি না তাহা পরীক্ষার পূর্ব্বে শিকারকে ফাঁদে ফেলিলে অনেক সময় ঠকিতে হয়। ফাঁদের কম-মজবুদ অংশগুলি আমি তখন মেরামত করিতেছিলাম ! আপনি ইচ্ছা করিলে

এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে পারিতেন। আপনার চাকরের কথা শুনিয়াই আমি বুঝিয়াছিলাম—সে সময় মিরিয়াম আপনার বাড়ীতেই ছিল।"

আমি বলিলাম, "বটে! কিরূপে আপনি তাহা বুঝিয়াছিলেন?"

ফেট হাসিয়া বলিল, "পূর্ব্বে না বুঝিলেও আপনার এই প্রশ্ন শুনিয়াই বুঝিলাম—সে তখন আপনার বাড়ীতেই লুকাইয়া ছিল।"

ফেটের কথা শুনিয়া আমি কিঞ্চিৎ অপদস্থ হইয়া অদূরবর্ত্তিনী মিরিয়ামের মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম সে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া যেন কতই মনোযোগ সহকারে 'কুইন' নামক মাসিকপত্রিকা পাঠ করিতেছে! গোয়েন্দা তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে, ট্রেণ থামিলেই ওয়ারেণ্ট দেখাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে; তথাপি কোন চিন্তা নাই, সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার নিঃশঙ্কচিত্ত! ইহা আমার বড়ই বিস্ময়জনক মনে হইল।

ফেট বলিতে লাগিল, "যাহাই হউক, আমি আপনার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ উঠিয়া গিয়া—আপনার ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিলাম দেখিয়া আপনি বিস্মিত হইয়াছিলেন; কিন্তু দরজার সম্মুখে আপনার ভৃত্যকে দেখিয়া আমিও অল্প বিস্মিত হই নাই; কারণ আমার ধারণা ছিল—সেখানে মিরিয়াম লিমেয়ারকেই দেখিতে পাইব। কিন্তু আপনার ঘরের কথা কহিবার নলের দিকে চাহিয়াই আমার সন্দেহ দূর হইয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম সেই নলের অন্য প্রান্ত কেহ কানে লাগাইয়া বসিয়া আছে; কারণ আমি উহার অন্য মুড়ার 'হুইল' খুলিবার শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিলাম;—আপনার চাকর উহা খুলে নাই তাহাও বুঝিয়াছিলাম। তাহার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই সে আমাকে হঠাৎ দরজা খুলিতে দেখিয়া পলাইয়াছিল যে! তাহার পর আমি প্রস্থান করিলে আপনি যে গাড়ীতে ক্লাবে গিয়াছিলেন, সেই গাড়ীর কোচ্‌ম্যান আমারই হাতের লোক।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "তাহার পর?"

ফেট বলিল, "আপনি ক্লাব হইতে বাহির হইয়া তাহার গাড়ীতে উঠিলেন না। আমি বুঝিয়াছিলাম মিরিয়াম লিমেয়ার আজ রাত্রেই সমুদ্র পার হইয়া দেশান্তরে পলায়ন করিবে। আপনি যখন পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া বাড়ীর

বাহিরে আসিলেন, তখন আমি অদূরে লুকাইয়া ছিলাম ;—আপনার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম, আপনি মিরিয়ামের সঙ্গে যাইবার অভিপ্রায়েই বাহির হইয়াছেন। যাহা হউক, আমার অনুচর—সেই কোচ্‌ম্যানটার উপর আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার ভার দিয়া আমি মিরিয়ামের অনুসরণ করিলাম। সে একখানি ওন্‌নিবসের ছাদে বসিয়া চলিল ; আমি সেই গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম ! শিকার গাড়ীর ছাদে—শিকারী গাড়ীর ভিতর।—অবস্থাটা কৌতুকজনক নহে কি ?"

আমি অসহিষ্ণু ভাবে মিরিয়ামের মুখের দিকে চাহিলাম,—কিন্তু কোন ভাবান্তর বুঝিতে পারিলাম না। সে অচঞ্চল ভাবে আমাদের সকল কথা শুনিতেছে, যেন কিছুই হয় নাই—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছ, ইহা দেখিয়া আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ফেট বলিতে লাগিল, "মিরিয়াম পিকাডেলি সার্কাসের কাছে ওম্‌নিবস্ হইতে ফস্ করিয়া নামিয়া পড়িল, তাহা দেখিয়া আমিও কয়েক হাত দূরে গিয়া নামিলাম। নামিবার সময় ওম্‌নিবসের টিকিটবিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম—যে স্ত্রীলোকটি মিনিটখানেক পূর্ব্বে নামিয়া গিয়াছে—সে ওয়াটারলু ষ্টেশনের টিকিট কিনিয়াছিল। তাহার ওয়াটারলু ষ্টেশনে যাইবার উদ্দেশ্য বুঝিলাম ; কিন্তু সাউদাম্‌টন হইতে যে জাহাজ ছাড়িবে,তাহা ধরিবার জন্য এত সকালে যাইবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। অনেক চিন্তার পর সিদ্ধান্ত করিলাম—সে ৮—৫ মিনিটের 'লোকাল' ধরিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।"

এই কথা বলিয়াই ফেট মিরিয়ামের অবগুণ্ঠনাবৃত মুখের দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া একটু হাসিল। মিরিয়াম সে হাসি লক্ষ্য করিল না।

ফেট বলিতে লাগিল, "কিন্তু আমার সিদ্ধান্তে ভুল হইয়াছে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মিরিয়াম আর একখানি ওম্‌নিবসে প্রবেশ করিল। সেই বস্‌খানি বেকারষ্ট্রীট হইতে ওয়াটারলু ষ্টেসন পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। আমি তৎক্ষণাৎ সেই ওম্‌নিবসের ছাদে উঠিয়া বসিলাম। মিরিয়াম লিমেয়ার চেয়ারিক্রশে আসিয়া সেই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল, এবং অদূরে একখানি ঘোড়ার গাড়ী

দেখিয়া তাহাতে উঠিয়াই কোচ্‌ম্যানকে বলিল, 'ওয়াটারলু মেল লাইনে' চল।—আমি তখন নামিয়া তাহার দুইহাত দূরেই দাঁড়াইয়াছিলাম ; তাই কথাটা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। আমি নিকটে আর কোন গাড়ী না দেখিয়া বড় ধাঁধায় পড়িলাম। উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি পদব্রজে চলিতে লাগিলাম ; ভাবিলাম, ট্রেণ ছাড়িবার এখনও বিলম্ব আছে, ষ্টেশনে গিয়াও আসামীকে ধরিতে পারিব। সেই সময় চলিতে চলিতে আপনাকে গাড়ীর মধ্যে দেখিতে পাইলাম ; কিন্তু সে অন্য গাড়ী, আমার অনুচর খালি গাড়ী লইয়া আপনার অনুসরণ করিতেছিল। আমি তাহাকে থামাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। শেষে দেখিলাম, আপনি গাড়ী হইতে নামিয়া চেয়ারিংক্রশ ষ্টেশনে প্রবেশ করিলেন। ওয়াটারলু ষ্টেশনে না গিয়া আপনি চেয়ারিংক্রশে কি জন্য আসিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আপনি যে গাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন, তাহার কোচ্‌ম্যানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, আপনি প্রথমে ওয়াটারলু ষ্টেশনে যাইবার আদেশ করিয়া শেষে তাহাকে চেয়ারিংক্রশে আসিতে বলিয়াছেন! এই ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট। আপনি যখন বাসিংষ্টোকের টিকিট ক্রয় করেন,—তখন আমি আপনার দুই হাত দূরে দাঁড়াইয়াছিলাম ; লোকের ভীড়ে আপনি আমাকে দেখিতে পান নাই। আপনি টিকিট লইয়া এই কামরায় প্রবেশ করিবার অল্পক্ষণ পরেই আমি চলন্ত ট্রেণে উঠিয়া এই কামরায় প্রবেশ করিলাম। এখন আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন—আর আমাকে প্রতারিত করিবার কোন উপায় নাই ; হাঁ, আপনি বুঝিয়াছেন, আপনার সঙ্গিণী ঐ মাদামটিও তাহা বুঝিয়াছেন। আপনি সম্মুখের ষ্টেশনে নামিয়া লণ্ডনে প্রত্যাগমন করুন।—উনি আমার সঙ্গে থানায় যাইবেন।"

এই কথা বলিয়াই ফেট উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মিরিয়ামের সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া বলিল, "মাদাম বোধ হয় আমার সকল কথাই শুনিয়াছেন ; এখন পাঠ বন্ধ করিয়া আমার সঙ্গে নামিয়া চলুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

আমি তৎক্ষণাৎ এক লম্ফে উভয়ের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলাম ; দেখিলাম মিরিয়ামও দাঁড়াইয়াছে। ট্রেণ তখন ষ্টেশনের খুব নিকটে আসিয়াছিল, ট্রেণের

গতি হ্রাস হইয়াছিল। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম! এই ধূর্ত্ত ডিটেক্‌টিভের কবল হইতে আর বুঝি মিরিয়ামকে রক্ষা করিতে পারি না; কিন্তু তাহাকে তখন পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখিলাম না।

আমাকে সক্রোধে দাঁড়াইতে দেখিয়া, পাছে আমি তাহার কার্য্যে বাধা দিই ভাবিয়া ফেট বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনি সরিয়া যান। এই যুবতীকে আমি হাতে পাইয়াছি, আর ছাড়িব না; উহাকে আপনি রক্ষা করিতে পারিবেন না। আমার কাছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে, তাহারই বলে আমি উহাকে গ্রেপ্তার করিব।"

আমি হতাশ ভাবে গাড়ীর দরজার দিকে চাহিলাম; হঠাৎ অপরিচিত কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, "মহাশয়, আপনাদের মতলব কি? কাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এই লোকটা ব্যস্ত হইয়াছে।"—আমি তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখি—রমণী মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিয়া এই প্রশ্ন করিতেছে।—কি আশ্চর্য্য! এ রমণী ত মিরিয়াম লিমেষ্টার নহে!

আমি স্তম্ভিত ভাবে সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম, আমার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। মিরিয়ামকে যে বেশে আমার গৃহত্যাগ করিতে দেখিয়াছিলাম—এই যুবতী ত সেই পরিচ্ছদেই সজ্জিতা! তাহার দেহের উচ্চতা, গঠন সমস্তই মিরিয়ামের অনুরূপ, তথাপি সে মিরিয়াম নহে। মিরিয়াম কি ইন্দ্রজাল প্রভাবে চেহারা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়াছে? এ কি রহস্য, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু আমার বিস্ময় যতই অধিক হউক, ফেটের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইল।—সে সেই অপরিচিতা যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া হতভম্ব ভাবে বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। সে বিস্ময়ে মুখ-ব্যাদান করিয়া এরূপ হতাশ ভাবে সেই যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল যে, আমার মনে হইল বেচারার এখনই মূর্চ্ছা হইবে। সেই কামরায় হঠাৎ বজ্রপাত হইলেও সে ততদূর ভীত ও স্তম্ভিত হইত না।

রমণী তাহার বিহ্বলতা লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার অভিপ্রায়

কি ? আপনি কি উদ্দেশ্যে আমার অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছেন ?—আমি এই মুহূর্ত্তে শিকল টানিয়া ট্রেণ থামাইব। এই লোকটা পাগল না কি ?”—আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “আপনি ত ভদ্রলোক, এই পাগ্‌লাটা একটি নিরাশ্রয়া নারীকে ট্রেণের মধ্যে বে-ইজ্জত করিতে উদ্যত হইয়াছে ; আপনি আমাকে রক্ষা করিবেন না ? আমি উহাকে পুলিশে দিব।—আপনি আমার অপমানের সাক্ষী।”

আমি অস্ফুটস্বরে বলিলাম, “আমরা ওয়ারিং ষ্টেশনের নিকটে আসিয়াছি ; আপনার কোন ভয় নাই।”

যুবতী পুনর্ব্বার উত্তেজিত স্বরে বলিল, “চলুন সেইখানেই নামিব ; এই বদ্‌-মাসটাকে আমি জেলে না দিয়া ছাড়িব না। উহার দুর্ব্ব্যবহার আপনি সকলই দেখিয়াছেন। আদালতে আপনি সত্য কথা বলিবেন। আপনি না থাকিলে এই হতভাগা আমাকে নিশ্চয়ই বে-ইজ্জত করিত।”

এতক্ষণ পরে ফেটের মুখে কথা ফুটিল ; সে আড়ষ্ট ভাবে বলিল, “মাদাম, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি ভ্রমক্রমে আপনার প্রতি অশিষ্টাচরণ করিয়াছি। আমি একজন ডিটেক্‌টিভ। আপনাকে অন্য লোক ভাবিয়া গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম।”

রমণী গর্জ্জন করিয়া বলিল, “তোমার কপালে দু’টো চোখ নাই ? ভদ্র-লোকের মেয়েকে পথে ঘাটে অপমান ! গোয়েন্দা হইয়াছ ত রাজা হইয়াছ আর কি ? অপমান করিয়া এখন ক্ষমা প্রার্থনা ! আবার বলেন, উনি ডিটেক্‌টিভ ! ডিটেক্‌টিভের আক্কেল না কি এই রকম হয় ?”

ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। ফেট লগুড়াহত কুকুরের মত লেজ গুটাইয়া পলায়নের চেষ্টায় উঠিল ; অস্ফুটস্বরে আমাকে বলিল, “মিঃ নর্থ, আমরা দু’জনেই বোকা বনিয়া গিয়াছি ! কি আর বলিব ? আচ্ছা মেয়েমানুষ বটে ! জীবনে কখন এমন জব্দ হই নাই। আপনি এখানে নামিবেন কি ?”

আমি বলিলাম, “আপনি বাহ্যজ্ঞানরহিত না হইলে আপনার স্মরণ থাকিত, আমি বাসিংষ্টোকে যাইবার জন্য টিকিট লইয়াছি।—আপনি ভবিষ্যতে সতর্ক

হইয়া গোয়েন্দাগিরি করিবেন ; আজ যে শিক্ষা পাইলেন তাহা যেন স্মরণ থাকে।—নমস্কার।”

ফেট নামিয়া গেল। দেখিলাম সে কিছু দূরে গিয়া একজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে হাতমুখ নাড়িয়া কি বলিতেছে, আর সেই লোকটি মুখ টিপিয়া হাসিতেছে! সে বোধ হয় ফেটকেই সাহায্য করিতে ষ্টেশনে আসিয়াছিল।

ট্রেণ আবার চলিতে আরম্ভ করিল। তখন আমি সেই রমণীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে তাহার কাগজপত্রগুলি গুছাইতেছে! আমাদের কামরায় অন্য আরোহী নাই দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম, “এ কি ব্যাপার আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!—তুমি কে, মিসেস্ লিমেয়ারই বা কোথায়?”

রমণী বলিল, “আপনি আমাকে চেনেন না ; আমি মিসেস্ লিমেয়ারের পরিচারিকা মেরি।”

আমি কৌতূহলভরে বলিলাম, “ব্যাপার কি খুলিয়া বল।”

মেরি বলিল, “আপনাকে কোন কথা বলিবার হুকুম নাই।”

আমি বলিলাম, “সে সকল কথা না বল, কোথায় যাইতেছ বল।”—মেরি বলিল, “সাউদাম্‌টনে যাইতেছি, হাব্‌রির জাহাজ ধরিব।—আমি এখন আমার পোষাক বদল করিব। আমার উপর এইরূপ হুকুম আছে।”

মেরি তাহার লম্বা অলষ্টার ও অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া একটা কালো সার্জ্জের পোষাক পরিল।

আমি বলিলাম, “ও পোষাক ছাড়িলে কেন?”

মেরি বলিল, “তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন। আমার মনিব অন্য কামরায় আছেন।”

আমি বলিলাম, “এই ট্রেণেই?”

মেরি বলিল, “হাঁ মহাশয়।”

আমি বলিলাম, “ছদ্মবেশে আছেন কি?”

মেরি বলিল, “পরে জানিতে পারিবেন।”

আমি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও মেরির নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিতে

পারিলাম না। যথাসময়ে ট্রেণখানি বাসিংষ্টোক ষ্টেশনে আসিয়া থামিলে মেরি তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে মাথা বাহির করিয়া কি দেখিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে মিরিয়াম কাফিরঙ্গের অবগুণ্ঠনে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিল, এবং মেরির পাশে বসিয়া উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে ঘন-ঘন দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিল। আমি নির্ব্বাক!

কয়েক মিনিট পরে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। মিরিয়ামের বুকের উপর হইতে যেন পাষাণ-ভার নামিয়া গেল! ট্রেণ ষ্টেশন অতিক্রম করিলে মিরিয়াম মেরির পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ ও অবগুণ্ঠন ধারণ করিয়া নিজের পরিচ্ছদ মেরিকে পরাইয়া দিল এবং তাহার মুখে বাদামী রঙ্গের অবগুণ্ঠন আঁটিয়া দিল।

আমি হতাশভাবে মিরিয়ামকে বলিলাম, "সকল ব্যাপার ইন্দ্রজালের মত অদ্ভুত মনে হইতেছে!"

মিরিয়াম আমার কথা শুনিয়া কৌতুকময়ী সরলা বালিকার মত খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।—তাহার হাসি আর থামে না!

হাসি বন্ধ করিয়া মিরিয়াম বলিল, "আপনাদের এই কামরায় বোধ হয় খুব মজা হইয়া গিয়াছে। ডিটেক্‌টিভটা আচ্ছা জব্দ হইয়াছে! আমার কাছে গিয়াছিল চালাকী করিতে; জানে না আমি উহাকে এক হাটে কিনিয়া অন্য হাটে বেচিতে পারি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তাহা ত স্বচক্ষে দেখিলাম; কিন্তু এ সকল কাণ্ড কি করিয়া হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

মিরিয়াম বলিল, "আমার মতলবটা পূর্ব্বে আপনার নিকট প্রকাশ করি নাই, ইহাতে আপনি দুঃখিত হইবেন না। আমার সঙ্কল্প আপনার নিকট প্রকাশ করি নাই, এজন্য আপনি মনে করিবেন না—আপনার উপর আমার বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস সম্পূর্ণই আছে, কিন্তু এ কথা পূর্ব্বে আপনাকে বলিলে এত সহজে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিতাম না; হয় ত আমাকে ধরা পড়িতে হইত। আপনার অদূরে আমিই বসিয়াছিলাম, আপনার এইরূপ ধারণা থাকায়, ফেটের চক্ষুতে ধূলি দেওয়া সহজ হইয়াছে। যদি আপনি বুঝিতেন—ও মেরি বা অন্য কেহ, আমি নহি;

তাহা হইলে আপনার ভাবভঙ্গি দেখিয়া ফেট আমার চালাকী ধরিয়া ফেলিত। আপনিও প্রতারিত হইয়াছেন—এ কথা সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।"

আমি বলিলাম, "আমরা দু'জনেই মেরিকে দেখিয়া মনে করিয়া আসিয়াছি আপনি!"

মিরিয়াম বলিল, "এখনও আমরা নিরাপদ নহি। স্মরণ রাখিবেন মেরি, এখন মিসেস্ টমাস, আর আপনি মিঃ টমাস্।—আমি পরিচারিকা। টিকিট তিনখানি আমার কাছে আছে; এগুলি আপনিই রাখুন। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা সাউদাম্‌টনে পৌছিব। আপনি লগেজগুলি খালাস করিবার ব্যবস্থা করিবেন। মেরি ও আমি সোজা জাহাজে গিয়া উঠিব।"

আমি উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলাম, "আবার কোন ফ্যাসাদে পড়িবেন না কি?"

মিরিয়াম বলিল, "হয় ত একটু গোলমাল হইবে; কিন্তু বিশেষ আশঙ্কার কারণ নাই। ফেট বুঝিয়াছে সে ভুল করিয়া অন্য স্ত্রীলোকের অনুসরণ করিয়াছিল। আর সে আমাকে চিনিতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আপনি কি কৌশলে ফেটকে ফাঁকি দিয়াছেন তাহা খুলিয়া বলুন; শুনিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে।"

মিরিয়াম হাসিয়া বলিল, "প্রথম হইতেই আমি তাহার চক্ষুতে ধূলা দিয়া আসিতেছি! আমি ভাবিয়া সে মেরির অনুসরণ করুক—ইহারই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। আমার উপদেশে মেরি আমার পোষাকে সাজিয়াছিল। মেরি বুদ্ধিমতী, সুতরাং সে আমার উপদেশে চলিতে পারিবে বুঝিয়া, আমি তাহাকে আমার পোষাকে সাজাইয়া গাড়ীতে বসাইয়া রাখিয়া আপনার বাড়ী গিয়াছিলাম। মেরি আপনার বাড়ীর কিছু দূরে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া ছিল। তাহার পর আমি আপনার বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। আমার উপদেশে মেরি গাড়ীখানা একটু দূরে—একটা বাড়ীর আড়ালে দাঁড় করাইয়াছিল। আমি সেই গাড়ীতে উঠিতেই মেরি গাড়ী হইতে নামিয়া চলিতে লাগিল; কিছু দূরে গিয়া সে একখানি ওম্‌নিবসে উঠিল, ফেটও সেই বসের ভিতর

প্রবেশ করিল। মনে মহাস্ফূর্ত্তি!—তাহার পর সে মুহূর্ত্তের জন্যও মেরির অনুসরণে বিরত হয় নাই।

আমি বলিলাম, "আপনি গাড়ীতে উঠিয়া কি করিলেন?"

মিরিয়াম বলিল, "আমি?—ফেট মেরির অনুসরণ করিল দেখিয়া আমি সেই গাড়ীতে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী আসিলাম, এবং পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া ওয়াটারলু ষ্টেশনে আসিলাম। দেখিলাম, আপনি তাড়াতাড়ি মেরির কামরায় উঠিয়া বসিলেন। আমিও আর একটি কামরায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ট্রেণ ছাড়িলে ফেট তাড়াতাড়ি আপনার কামরায় উঠিল,—গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া তাহাও দেখিতে পাইলাম।—এত সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইবে তাহা ভাবি নাই। সত্যই, পুরুষগুলা কি বোকা!—অবশ্য আপনি বাদ।"

কথা কহিতে কহিতে আমরা সাউদাম্‌টন ষ্টেশনে আসিয়া পড়িলাম। পথে আর কোন বিপদ ঘটিল না; যথাসময়ে হাব্‌রির পথে আমরা নির্ব্বিঘ্নে প্যারিসে উপস্থিত হইলাম।

মিরিয়ামের নিকট বিদায় লইবার সময় সে আমাকে তাহার সাহায্যের জন্য প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল, এবং বলিল, "আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিব না। আপাততঃ একবার স্পেনে যাইব; মাদ্রিদের প্রদর্শনীতে আমাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। আমি জুন মাসে আপনার সহিত দেখা করিব। ততদিন এ সকল গোলমাল থামিয়া যাইবে।—যাহাতে আর কোন উচ্চবাচ্য না হয় আমিই তাহার ব্যবস্থা করিব।"

মনে মনে বলিলাম, "অসম্ভব কি? তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মিরিয়াম জানিত তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে; ধরা পড়ি-পড়িবার ভয়েই সে ইংলণ্ড হইতে পলায়ন করিল, কিন্তু কোন্ সাহসে সে শীঘ্রই লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিতে চাহিল, তাহার অপরাধ সম্বন্ধে আর কোন উচ্চ বাচ্য না হয় তাহারও ব্যবস্থা করিবে বলিল,—তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেকথা জিজ্ঞাসা করিলেও হয় ত কোন উত্তর পাইতাম না।

তাহার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তাহাও জানিতে পারি নাই; তবে অভিযোগ যে গুরুতর, তাহা বুঝিয়াছিলাম। ডিউক অফ ভক্সমারকে বিবাহ করা প্রকৃতই তাহার পক্ষে বে-আইনি কার্য্য হইয়াছিল কি না ইহা অনুমান করা কঠিন। সত্যই কি সে পূর্ব্ব স্বামী-বর্ত্তমানে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল?

আমি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া কয়েক মাস পর্য্যন্ত তাহার কোনও সংবাদ পাই নাই। ফৌজদারী তদন্তবিভাগও যে তাহার কোন সন্ধান পাইয়াছিল, এরূপ বোধ হয় নাই। কিন্তু জন ফেট এই কয়মাস আমার গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিল; আমি অনেক সময়েই বুঝিতে পারিতাম—কেহ-না-কেহ আমার পশ্চাতে ঘুরিতেছে! আমার অধিকাংশ চিঠিপত্রই খুলিয়া পড়িয়া আবার আঁটিয়া বিলি করা হইত—তাহাও বুঝিতে পারিতাম। অষ্টপ্রহর পশ্চাতে গোয়েন্দা লাগিয়া থাকিলে জীবন দুঃসহ হইয়া উঠে; আমারও সেই অবস্থা হইল।—অথচ আমার অপরাধ কি তাহা বুঝিতে পারিতাম না।

এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া আমি কিছু দিনের জন্য দেশান্তরে গমনের সঙ্কল্প করিলাম। আমার মামাতো ভাই ডেণ্টন তখন কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে বৃটীশ রাজ-দূতের অফিসে কার্য্য করিত; মনে করিলাম—কিছুদিন তাহার কাছে গিয়াই বাস করিব। প্রথমে ডোভারে যাইব, তারপর সেখান হইতে অষ্টেণ্ড-কন্‌ষ্টাণ্টি-নোপলস্ এক্‌সপ্রেস্ ট্রেণে চাপিয়া গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিব।

যে রাত্রে আমার যাত্রা করা স্থির ছিল, সেইদিন হঠাৎ মিরিয়াম লিমেয়ারের একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানির উপর ইটালী দেশের টিকিট ছিল; কিন্তু কোন্ নগর হইতে চিঠিখানি আসিয়াছিল, ডাকের মোহর দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম না। পত্রখানি পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম—পথিমধ্যে কেহ তাহা খুলিয়া দেখে নাই।

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলাম; পত্রে রোম নগরের কোন বিখ্যাত হোটেলের ঠিকানা ছিল। এই পত্র যেদিন আমার হস্তগত হইল, তাহাতে তাহার তিনদিন পূর্ব্বের তারিখ ছিল।

—পত্রখানি এইরূপ :—

"প্রিয় মিঃ নর্থ, আপনি এখন লণ্ডনে আছেন অবগত হইয়া আমি আপনার লণ্ডনের ঠিকানাতেই এই পত্র লিখিতেছি; আপনি আমাকে পূর্ব্বে আশা দিয়াছিলেন, যদি কখনও আপনার দ্বারা আমার কোন উপকার হয়, তাহা করিতে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না। ইতিপূর্ব্বে আপনি আমার যে উপকার করিয়াছিলেন, তাহা জীবনে বিস্মৃত হইব না। আজ পুনর্ব্বার আপনার অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়াছি। আমার এই পত্র পাইয়াই আপনি দয়া করিয়া রোম নগরে যাত্রা করিবেন। আপনি এই হোটেলে আসিয়া কণ্টেসা গর্ডানেলির খোঁজ করিবেন। রোম নগরে আগমন করা আপনার পক্ষে নিশ্চয়ই কঠিন নহে; এবং আপনি এখানে আসিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না—এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

আমি কি জন্য আপনাকে এই অনুরোধ করিলাম—তাহা লিখিবার সুবিধা নাই; আপনার সহিত দেখা হইলে সে সকল কথা বলিব। এখানে আসিয়া আমি কোনরূপ বিপন্ন হই নাই। আপনি যদি পত্র পাঠ এখানে আসিতে না পারেন—তাহা হইলে আপনার সুযোগমত আসিলেও চলিতে পারে! তবে যতশীঘ্র পারেন—আসিবার চেষ্টা করিলে সুখী হইব।—আপনার একান্ত বিশ্বস্তা মিরিয়াম লিমেয়ার।"

পত্রখানি দুইবার পাঠ করিলাম; কিন্তু ব্যাপার কি—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মিরিয়ামের মত বুদ্ধিমতী রমণী কি এরূপ পত্র লিখিতে পারে? সে কি

জানে না—এ পত্র পুলিশের হাতে পড়িতে পারিত, এবং পুলিশ তাহার বর্ত্তমান ঠিকানা জানিয়া লইয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিত ?—এই জন্যই সন্দেহ হইল, ইহা জাল পত্র! সম্ভবতঃ জন ফেট মিরিয়ামের নাম দিয়া এই পত্র লিখিয়াছে ; আমি যে মিরিয়ামের অপরাধের সাহায্যকারী, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু পত্রখানি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহা জাল বলিয়া বিশ্বাস হইল না। আমি সেই রাত্রে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে যাত্রা না করিয়া রোম নগরেই যাত্রা করিলাম। স্থির করিলাম, যদি এ পত্র মিরিয়ামের না হয়,যদি রোমে গিয়া তাহার সন্ধান না পাই,তাহা হইলে রোম হইতে নেপল্‌স্ নগরে গিয়া জাহাজে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে যাত্রা করিব। সুতরাং অষ্টেণ্ডের পথে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে না গিয়া ক্যালে ও প্যারিস হইয়া রোম নগরে যাত্রা করিলাম, এবং একদিন প্রভাতে রোমে পদার্পণ করিলাম।

রোমের রেল-ষ্টেশন হইতে আমি নির্দ্দিষ্ট হোটেলে উপস্থিত হইয়া কণ্টেসা গর্ডানেলিকে আমার কার্ড পাঠাইলাম।—পাঁচ মিনিট পরে মিরিয়ামের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল।

প্রথম সম্ভাষণের পর মিরিয়াম বলিল, "মিঃ নর্থ, আমার এই নির্ব্বাসিত জীবন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে ; আমাকে শীঘ্রই ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু আমাদের বন্ধু জন ফেট এখন পর্য্যন্ত আমাদের গতিবিধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছে। ভবিষ্যতে সে কি আপনাকে বিপন্ন করিতে পারিবে না ?"

মিরিয়াম বলিল, "তাহার সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিবার জন্যই আমি আপনার সাহায্য চাহিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "সে কি আপনার বর্ত্তমান ঠিকানা জানে ?"

মিরিয়াম বলিল, "তাহা সে জানিত না বটে, কিন্তু আপনি আমার সহিত দেখা করিতে রোমে আসিয়াছেন তাহা সে জানে। আমিই তাহাকে সে কথা বলিয়াছি।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "আপনি তাহাকে বলিয়াছেন? কেন বলিলেন? কিরূপেই বা তাহার দেখা পাইলেন?"

মিরিয়াম বলিল, "সে আপনার অনুসরণে রোমে আসিয়াছে; এখানেই তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি স্বেচ্ছায় তাহার সহিত দেখা না করিলে তাহার সাধ্যও হইত না যে সে আমাকে খুঁজিয়া বাহির করে। ফেট বেনামী চিঠি পাইয়া জানিতে পারিয়াছিল আপনি আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন।"

আমি বলিলাম, "আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কি তাহার হাতে ধরা দিতে চান?"

মিরিয়াম বলিল, "না, নিশ্চয়ই নহে। আমিই আপনার সাহায্যে তাহাকে ধরিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "সকল কথা খুলিয়া বলুন।"

মিরিয়াম বলিল, "ফেট এখানে আসিয়াছে, তাহাকে ধরিতে হইবে; এ বিষয়ে আপনার সাহায্য চাই। আমি সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি—আপনাকে কোন অসুবিধায় পড়িতে হইবে না। আমি যে ফন্দী করিয়াছি তাহা বেশ কৌশলপূর্ণ। সে সঙ্কল্প করিয়াছে যে রূপেই হউক আমাকে সে আসামীর কাট্‌রায় তুলিবে; কিন্তু আমি তাহার এই সঙ্কল্প ব্যর্থ করিব—আমি তাহাকে আমার পথ হইতে সরাইব।"

মিরিয়ামের কথা শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সে কি তাহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে? কি ভয়ানক!—এই দুষ্কর্ম্মে সে আমার সহায়তা চাহে?'

মিরিয়াম আমার মুখ দেখিয়াই বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল; তাই তাড়াতাড়ি বলিল, "আপনি মনে করিবেন না—আমি তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছি। অন্য উপায়ে তাহাকে আমার পথ হইতে সরাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি, ইহাতে সে ভবিষ্যতে আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রতিনিবৃত্ত হইবে।"

আমি বলিলাম, "কিরূপে ?"

মিরিয়াম বলিল, "টাকা দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিব।"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "আপনার সে চেষ্টা সফল হইবে না। তাহার মত লোককে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিতে পারা যায় না।"

মিরিয়াম বলিল, "আমি কি না বুঝিয়াই কথাটা বলিয়াছি ? জানিয়া রাখুন ইহা অসম্ভব নহে। সে আমাকে আসামীর কাট্‌রায় তুলিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন জানেন ? আমার বিরুদ্ধে যে কোন মারাত্মক অভিযোগ আছে, এবং তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য সে আমাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে—এরূপ মনে করিবেন না। সে আমাকে আদালতে হাজির করিয়া এমন-সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করিবে, যাহাতে আমার চরিত্রে কলঙ্কারোপিত হইতে পারে—আমার মান-সম্ভ্রম নষ্ট হইতে পারে। সে আমার মহাশত্রু। দুই তিন মাস পূর্ব্বে সে আমার বিরুদ্ধে দুইজনের সাহায্য লাভ করিয়াছিল। তাহাদের দুইজনেরই মুখবন্ধ করিয়াছি ! তাহাদের একজন—মিঃ ফিল্ হ্যারিস্; তাহার পুত্র চার্লি আমার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহা আপনি জানেন।"

আমি বলিলাম, "হঁা, তাহা জানি।"

মিরিয়াম বলিল, "ফিল্ হ্যারিস্ মৃত পুত্রের স্মৃতি অপেক্ষা টাকাকেই অধিক মূল্যবান মনে করে ! অল্পদিন পূর্ব্বে তাহার আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়াছিল যে, দেউলিয়া হওয়া ভিন্ন তাহার উপায়ান্তর ছিল না। সেই সময় আমি তাহার ঋণ পরিশোধ করায় সে আমার গোলাম হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আপনি বল্লেন কি ? তাহার যে ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না !"

মিরিয়াম বলিল, "সে কথা সত্য ; কিন্তু তাহার সেই অতুল ঐশ্বর্য্য আর নাই। সে ক্রমাগত ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু সে সমস্তই আমার টাকা।"

আমি বলিলাম, "সে আপনার টাকা কর্জ্জ লইয়াছে—তাহা জানিত ?"

মিরিয়াম বলিল, "না, জানিত না। আমার এজেণ্টদের নিকট হইতে

সে আমারই টাকা কর্জ্জ লইত। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে কয়েকখানি হ্যাণ্ড-নোটের টাকা অঙ্গীকারানুযায়ী পরিশোধ করিতে না পারায় সে বড় বিপন্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় আমি একদিন প্যারিসে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে তাহার হ্যাণ্ডনোটগুলি ফিরাইয়া দিবার লোভ দেখাই, এবং তাহার অর্থকষ্ট দূর করিবার জন্য আরও কিছু টাকা দিতে চাই—এই সর্ত্তে যে, সে আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছে তাহা উঠাইয়া লইবে ; এবং পুলিশকে জানাইবে আমার বিরুদ্ধে তাহার মামলা চালাইবার ইচ্ছা নাই।—সে উপায়ান্তর না দেখিয়া আমার প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছে, এবং তদনুরূপ কাযও করিয়াছে। কিন্তু লোকটা এতই অপদার্থ যে, শেষে আমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতেও লজ্জা বোধ করে নাই !"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "হঁা, সে আপনার স্বামী হইবার উপযুক্ত পাত্রই বটে !—কিন্তু আর একজন কে ?"

মিরিয়াম বলিল, "গেয়টি থিয়েটারের সেই অভিনেত্রী—ডিউক অফ ভক্সমার যাহাকে বিবাহ করিয়াছিল—তাহার কথা বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে।"

আমি বলিলাম, "হা, স্মরণ আছে।"

মিরিয়াম বলিল, "গত সপ্তাহে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

আমি কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না ; মিরিয়াম কি তাহার মৃত্যুর জন্য দায়ী ?—কিন্তু এ কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না ; কেবল বলিলাম, "আমি ত কোন কাগজে এ সংবাদ পাঠ করি নাই ! ডচেজ্ অফ ভক্সমারের মৃত্যুসংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে না—ইহা সম্ভব নহে, বিশেষতঃ যদি তাহার অপমৃত্যু হইয়া থাকে।"

মিরিয়াম বলিল, "সে আত্মহত্যা করিয়াছিল ; সংবাদপত্রে এ সংবাদ প্রকাশ করিতে দেওয়া হয় নাই।—সে সকল কথা পরে শুনিবেন।"

আমি কৌতূহলভরে বলিলাম, "আপনি এ সকল কথা জানেন কি ?"

মিরিয়াম বলিল, "জানি ; সে বড় কৌতুকের কথা ! সেসকল কথা পরে শুনিবেন, এখন অন্য কথা শুনুন। ডচেজ্ অফ ভক্সমারের মৃত্যুর পর আমাদের

বন্ধু ফেট অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবে, ইহাই মনে হইয়াছিল ; কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে সে তাহা করে নাই। সে আমাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে আমাকে এতই বিরক্ত করিতেছিল যে, আমি জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিলাম! সে আমাকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই ; কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই। আমার বিশ্বাস—তাহাকে ফিলি হ্যারিসের বা ডচেজ্ অফ ভক্সমারের অবস্থায় ফেলিতে না পারিলে আমার নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। এইজন্যই তাহার বিরুদ্ধে একটা ফন্দী আঁটিয়াছি ; কি করিব শুনুন। আমি নগরের বাহিরে ভিলা ডোরিয়া নামক একটি বাগানবাড়ী ভাড়া লইয়াছি। উহা রাজপথ হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। আমি সেই বাড়ীতে ফেটের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়াছি। ফেট আপনার অনুসরণে এই হোটেল পর্য্যন্ত আসিয়াছে। আপনি জানালা দিয়া পথের দিকে চাহিলেই দেখিতে পাইবেন—সে ইংরাজ পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে পায়চারি করিতেছে।"

আমি পর্দ্দার ফাঁক দিয়া পথের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সত্যই একটা লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; আমি তাহাকে দেখিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, "কি আশ্চর্য্য! আমি যে ঐ লোকটাকে ট্রেণে আসিতে দেখিয়াছি!—ঐ কি গোয়েন্দা ফেট ?"

মিরিয়াম বলিল, "সে আমারই কৌশলে আপনার অনুসরণে রোম-পর্য্যন্ত আসিয়াছে! যদি তাহাকে ভিলা ডোরিয়ায় ভুলাইয়া লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি।"

মিরিয়ামের এই অসাধু প্রস্তাবে সম্মত হইতে আমার আপত্তি ছিল ; কাযটা নিশ্চয়ই ভদ্রোচিত নহে।—কিন্তু আমাকে প্রতিবাদ করিবার অবসর না দিয়াই মিরিয়াম তাড়াতাড়ি বলিল, "আপনাকে অধিক কিছুই করিতে হইবে না ; ঐ হতভাগা নিজের বুদ্ধির দোষেই ফাঁদে পড়িবে। আপনি শুধু বাহিরে গিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া সেই বাগানবাড়ীতে যাইবেন। ফেট আপনার অনুসরণ করিবে, এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া আমার সহিত দেখা করিতে চাহিবে ; কিন্তু এজন্য আপনাকে একটু কৌশল অবলম্বন করিতে

হইবে। আপনি সেখানে পৌঁছিয়াই গাড়ী বিদায় করিয়া দিবেন, এবং সিগ্‌নোরা স্মিথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিবেন। সেখানে আমি এই নামেই পরিচিতা; কিন্তু এই হোটেলে আমার নাম কণ্টেসা গর্ডানেলি! আপনি সেখানে গিয়া ভৃত্যকে আপনার নামের কার্ডখানি দিলেই আপনাকে গৃহমধ্যে লইয়া যাওয়া হইবে। ফেটও পরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে—কিন্তু একটি ভিন্ন কক্ষে।"

আমার কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার পর আপনি কি করিবেন?"

মিরিয়াম বলিল, "আপনি সেখানে যাত্রা করিবার পরই আমি একটি গুপ্ত-পথে সেই বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হইব। তাহার পর যাহা ঘটে, দেখিতেই পাইবেন।—আপনি অবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হইয়া সিগ্‌নোরা স্মিথের সহিত সাক্ষাৎ করুন।"

আমি সেই উদ্যান-ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ পরিব্রাজক একখানি শকটে আমার অনুসরণ করিতেছে! যদি সে সত্যই জন ফেট হয়, তাহা হইলে তাহার ছদ্মবেশ যে নিখুঁত হইয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।—তাহাকে চিনিবার উপায় ছিল না।

নগর-তোরণের একমাইল দূরে ভিলা ডোরিয়া অবস্থিত। আমরা সেই বাগানবাড়ীর দেউড়ীর ভিতর দিয়া প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। বৃটীশ পরিব্রাজক কিছুদূরে গাড়ী হইতে নামিয়া কি একখানি পুস্তক দেখিতে লাগিল।

আমি দ্বার-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিবামাত্র একটি ভৃত্য আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সিগ্‌নোরা স্মিথ বাড়ী আছেন কি?"

কথাটা আমি ইটালীয় ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—কিন্তু চাকরটা ইংরাজী ভাষায় বলিল, "হাঁ, আছেন।—আপনি ভিতরে আসুন।"

আমি একটি বৃহৎ হলঘরে তাহার অনুসরণ করিলে সে বলিল, "কর্ত্রীর কাছে আপনার কি নাম বলিব?"—আমি আমার নাম বলিলাম।

অল্পক্ষণ পরে সে আমাকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলের একটি প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল ; তাহার পর বলিল, "আপনি এইখানে বসুন ; সিগ্‌নোরা শীঘ্রই আপনার সহিত দেখা করিতে আসিবেন।"

আমি সেই কক্ষ হইতেই দেখিতে পাইলাম—ইংরাজ পরিব্রাজক মহাশয় অট্টালিকার প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া হা করিয়া ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া আছেন ; যেন তিনি কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব সামগ্রী আবিষ্কার করিয়াছেন !

আমি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম ; ইতিমধ্যে কখন যে মিরিয়াম নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা আমি লক্ষ্য করি নাই। তাহার সাড়া পাইবামাত্র আমি ফিরিয়া চাহিয়া বলিলাম, "এত শীঘ্র আপনি কিরূপে আসিলেন ?"

মিরিয়াম বলিল, "আমার মোটরে চড়িয়া একটি গুপ্তপথে আসিয়াছি। আপনি সুকৌশলে আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিয়াছেন, এজন্য আপনাকে শত ধন্যবাদ। হতভাগা গোয়েন্দাটা টোপ গিলিয়াছে, এখন দেখুন তাহার কি দুর্দ্দশা করি।"

আমি বলিলাম, "আমার কায শেষ হইয়াছে ত ?"

মিরিয়াম বলিল, "প্রায় বটে ; আপনার সঙ্গে পিস্তল আছে ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "অপরিচিত স্থানে কি হাতিয়ার ছাড়িয়া আসিতে আছে ?"

মিরিয়াম বলিল, "টোটা ভরা আছে ত ?"

আমি বলিলাম, "তা আছে, কিন্তু এখানে আমি তাহা ব্যবহার করিব না। ইটালীতে বিনা-পাশে বন্দুক লইয়া ভ্রমণ করা আইনবিরুদ্ধ কার্য্য ; তাহা ব্যবহার করিলেই ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে।"

মিরিয়াম বলিল, "না, আপনাকে তাহা ব্যবহার করিতে হইবে না ; তবে যদি হঠাৎ আমি বিপন্ন হই, তাহা হইলে আপনার সাহায্য পাইব না কি ?"

আমি বলিলাম, "তা নিশ্চয়ই পাইবেন ; কিন্তু আমি অকারণে কাহারও সহিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিব না।"

মিরিয়াম বলিল, "আপনাকে কি করিতে হইবে শুনুন ; আপনি ঐ পর্দ্দার আড়ালে চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিবেন। আমি সাহায্য-প্রার্থনা না করিলে আপনার স্থান-পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইবে না।"

আমি বলিলাম, "দেখুন, আমি এই প্রকার লুকোচুরির পক্ষপাতী নহি। তবে কোন রকম অবৈধ কায না করিয়া যতটুকু করা যাইতে পারে আপনার জন্য তাহা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি ; কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য এখনও বুঝিতে পারিলাম না !"

মিরিয়াম বলিল, "শীঘ্রই তাহা বুঝিতে পারিবেন।"

এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত ভৃত্য একখানি কার্ড আনিয়া মিরিয়ামের হস্তে প্রদান করিল ; সে বলিল, "একজন ইংরাজ ভদ্রলোক এই বাড়ীটা দেখিতে আসিয়াছেন ; তিনি এই বাড়ীর সিঁড়ি ও ঘর-দ্বারগুলির সাজসজ্জা দেখিতে চান।"

মিরিয়াম কার্ডখানির উপর চক্ষু বুলাইয়া বলিল, "সার ডেভিড্ ম্যাকেঞ্জি ব্রাউন্ !—আচ্ছা, ভদ্রলোকটিকে লইয়া এস।"

ভৃত্য প্রস্থান করিলে মিরিয়াম আমাকে বলিল, "আপনি পর্দ্দার আড়ালে গিয়া বসুন, আর বিলম্ব করিবেন না।"

আমি অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া পর্দ্দার অন্তরালে গিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলাম, এবং পর্দ্দার ছিদ্র দিয়া—অতঃপর কি ঘটে তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণ পরে আগন্তুক ভৃত্যের সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল ; তাহার সঙ্গে 'ফটো' তুলিবার সরঞ্জাম দেখিতে পাইলাম।

আগন্তুককে দেখিয়া মিরিয়াম মৃদু হাসিয়া বলিল, "কেমন আছেন মিঃ ফেট ? আপনার সঙ্গে পূনর্ব্বার সাক্ষাৎ হওয়ায় ভারি খুসী হইয়াছি।"—হঠাৎ কে এক-জন সেই মুহূর্ত্তে বাহিরের দিক হইতে সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিল !

আগন্তুক অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "ফেট ! ফেট কে ? আপনি ভুল করিয়া আমাকে অন্যলোক মনে করিয়াছেন ! আমার নাম ব্রাউন। আপনি কি আমার নামের কার্ড পান নাই ? আমি এদেশ দেখিতে

আসিয়াছি। এই বাড়ীটি রোমের একটি অতি প্রসিদ্ধ বাড়ী, আমি ইহার ফটো সংগ্রহের উদ্দেশ্যে—"

লোকটার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিরিয়াম একলম্ফে তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার লম্বা দাড়ী সবলে চাপিয়া ধরিল, বলিল, "আপনার ছদ্মবেশ নিখুঁত হইয়াছে ; কিন্তু আমার কাছে এ চালাকী খাটিবে না !"—সঙ্গে সঙ্গে দাড়ীতে প্রচণ্ড এক টান্ !

আগন্তুক দুইহাতে দাড়ী ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল, "ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও ! তুমি কি আমার দাড়ী উপ্‌ড়াইয়া ফেলিবে ?—মরিলাম যে ! ছাড়, ছাড়। তুমি কি স্ত্রীলোক ? এমন ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষ জীবনে দেখি নাই। এ কি রকম ভদ্রতা ? আমার দাড়ী ছাড়।"

প্রবল আকর্ষণেও দাড়ী উপ্‌ড়াইল না দেখিয়া মিরিয়ামের ভয় হইল, এ ত পরচুলার দাড়ী নহে ! এ কৃত্রিম দাড়ী আকর্ষণ সহ্য করিতে পারিত না।—তবে কি লোকটা ছদ্মবেশী ফেট নহে ? ভয়ে মিরিয়ামের মুখ শুকাইল ; সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "মহাশয় আমি ভুল করিয়াছি ; আমার বেয়াদপি মার্জ্জনা করুন।"

আগন্তুক কোন কথা না বলিয়া সেই কক্ষ হইতে পলায়ন করিবার জন্য দ্বার-সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল,বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ ! সে হতাশ ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল ; তাহার চক্ষুতে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট। আমি ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশ ! ফেট ভাবিয়া মিরিয়াম কাহাকে এ ভাবে অবমানিত করিল ? না জানি কি অনর্থ ঘটিবে !—আমি অত্যন্ত উৎষ্ঠিত হইলাম।

আগন্তুক আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "এটা পাগলা-গারদ না কি ? না, ডাকাতের আড্ডা ? আমার গাঁট-কাটিবার মতলব ? এ রকম জঘন্য সহর ত দুনিয়ায় আর কোথাও দেখি নাই। উঃ, দাড়ীগুলা গিয়াছিল আর কি ! ওরে দুর্ব্বৃত্তা, দুঃশীলা রমণী ! বল্ তুই কে ? এই পৈশাচিক অত্যাচার আমি কখন সহ্য করিব না। এরূপ অশিষ্টাচরণের কারণ কি ? তোর নাম কি ?—তুই কি ক্ষেপিয়াছিস্, না মাতাল হইয়াছিস্ ? মাতাল মদের নেশায় আগন্তুক ভদ্র সন্তানকে দংশন করিতে পারে, কিন্তু তাহার দাড়ী ছেঁড়ে না।"

অন্য কোন রমণী এরূপ সাংঘাতিক ভ্রম করিলে, অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে গোয়েন্দা মনে করিয়া তাঁহার দাড়ী ছিঁড়িতে উদ্যত হইলে, এবং পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলে কি করিত বলিতে পারি না; কিন্তু মিরিয়াম ভয়ঙ্কর সপ্রতিভ স্ত্রীলোক! সে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছে এইরূপ ভঙ্গি করিয়া বিনয় প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল, "সার ডেভিড ব্রাউন, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ক্ষিপ্ত হই নাই, তবে কিছু দিন হইতে ফেট নামক একটি ভদ্র সন্তান আমাকে ক্ষেপাইবার যোগাড় করিয়া তুলিয়াছে বটে! আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনিই সেই ভদ্রলোক।—আমার ধারণা হইয়াছিল সে ঝুটা দাড়ী মুখে আঁটিয়া—ভৌল বদ্‌লাইয়া আমার ঘরে—"

আগন্তুক বলিল, "সিঁদ কাটিতে আসিয়াছে? না, আর ওসকল কথায় কায নাই। আমি ছেঁদো কথায় ভুলিবার পাত্র নহি। তুমি চমৎকার অতিথি-সৎকার করিয়াছ! বহু পুণ্যফলে দাড়ীগুলি রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু গরমে দম্ আট্‌কাইবার উপক্রম! দরজা খুলিয়া দিতে বল, খোলা হাওয়ায় দু'মিনিট হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচি। আমার আর এই বিখ্যাত বাড়ীর সাজ-সজ্জা দেখিবার বা 'ফটো' লইবার আবশ্যক নাই।—চাকরকে ডাক আমাকে বাহিরে লইয়া চলুক।"

এই কথা বলিয়াই সার ডেভিড সম্মুখের দরজা বন্ধ দেখিয়া পশ্চাতের দ্বার দিয়া বাহির হইবার আশায়—আমি যেখানে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম,সেই পর্দ্দা ঠেলিয়া তাড়াতাড়ি আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল! সে দেখিল, তাহার সম্মুখে পিস্তলধারী একটা প্রকাণ্ড জোয়ান দণ্ডায়মান!

আমাকে দেখিয়াই সে দুই পা পিছাইয়া গেল, এবং সভয়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ কে? তুমি কে হে মশায়? আমাকে গুলি করিয়া মারিবার মতলবে পিস্তল লইয়া লুকাইয়া দাঁড়াইয়া আছ? এ নিশ্চয় ডাকাতের আড্ডা! স্ত্রীলোক ও পুরুষ একযোগে এখানে ডাকাতি করে। আমি বিদেশী ভদ্রলোক, এই বাড়ীটার সুখ্যাতি শুনিয়া ইহা দেখিতে আসিয়াছি,এই অপরাধে আমার দাড়ী ছেঁড়া, আমাকে গুলি করিবার চেষ্টা? কি কাপুরুষ! কুক্ষণে আমি ইটালী-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম!"

আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "মহাশয়, আমার সকল কথা শুনিলে—"

সার ডেভিড বলিল, "দেখিলে আর কে শুনিতে চায়? যাহা দেখিয়াছি তাহাই যথেষ্ট,আর শুনিবার আবশ্যক নাই।—শীঘ্র আমাকে দরজা খুলিয়া দাও। এ নিশ্চয়ই মগের মুল্লুক নয়, এখানে আইন আদালত আছে। তোমাদের দু'-জনকে কি শাস্তি দিই—তা শীঘ্রই জানিতে পারিবে।"

আমি বড় বিপদে পড়িলাম; মিরিয়াম যে ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিলে এই বুঝায়,—'তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে!' সুতরাং সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় আমি সার ডেভিডকে আমার নামের কার্ড দেখাইয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম—ভ্রমক্রমেই তাঁহাকে এ ভাবে বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছে। তিনি আমাদের অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। তাঁহার ক্ষতিপূরণের জন্য তিনি যে দাবী করিবেন, তাহাই আমরা পূর্ণ করিব। শেষে মিরিয়ামেরও পরিচয় দিয়া জানাইলাম, তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত রমণী স্বেচ্ছায় তাঁহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিবেন, ইহা বিশ্বাস না করিলেই ভাল হয়।

সার ডেভিড আমার কথা কানে তুলিল না। চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমাদের দুটোকেই আমি পুলিশে দিব। এখানকার বৃটীশ রাজদূতের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে; আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব—ইংরাজ পরিব্রাজক এ রাজ্যে উৎপীড়িত বা হৃতসর্ব্বস্ব হইলে তাহার কি প্রতিকারের কোনও ব্যবস্থা নাই?"

মিরিয়াম আমার কানে কানে বলিল, "মিঃ নর্থ, যেরূপে হউক উহাকে ঠাণ্ডা করুন। লোকটা যদি আমাদের বিরুদ্ধে সত্যই অভিযোগ করে, তাহা হইলে আমাদের বিপদের সীমা থাকিবে না, চূড়ান্ত লাঞ্ছনা হইবে। ও যাহা চায়, তাহাই কবুল করুন।"

আমি বলিলাম, "সার ডেভিড, আপনাকে লাঞ্ছিত করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। ইহার প্রমাণ, আপনি যাহা বলিবেন, আপনার ক্ষোভ দূর করিবার জন্য আমরা তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

সার ডেভিড বলিল, "তবে আমার সঙ্গে বৃটীশ রাজদূতের কুঠীতে চল।—গাড়ী প্রস্তুত।"

মিরিয়াম বলিল, "আমরা আপনার সঙ্গে যাইতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি; কিন্তু আপনি সেখানে গিয়া আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিবেন না।"

সার ডেভিড বলিল, "আচ্ছা তাহাই হইবে, চল।"

ঘরের বাহিরে আসিয়া সার ডেভিড যেন কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "তুমি যেসকল কথা বলিলে, আমি তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলাম। এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া আমি আর বাড়াবাড়ি করিতে চাহি না। মিসেস্ লিমেয়ার যে রোমে লুকাইয়া আছে, ইহা জানিবার জন্যই আমার এখানে শুভাগমন; তাহা জানিতে পারিয়াছি। আমি কণ্টেসা গর্ডানেলি ও সিগ্‌নেরো স্মিথ উভয়কেই অভিন্ন মুর্ত্তিতে দেখিয়া সকল কষ্ট সফল মনে করিতেছি।"

এবার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক! সে স্বর আমাদের উভয়েরই পরিচিত। মিরিয়াম বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সার ডেভিডের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। —আমি স্তম্ভিত, যেন বজ্রাহত!

মিরিয়াম অস্ফুট স্বরে বলিল, "জন ফেট?"

জাল সার ডেভিড বলিল, "হাঁ, আমি জন ফেট। এক দাড়ীতেই ছদ্মবেশ সামাল দিয়াছি; কিন্তু দাড়ী সকল সময় টানিলেই খসে না। দাড়ী খসাইয়া যে ছদ্মবেশ ধরিতে পারা যায়, সে ছদ্মবেশ এ যুগে অচল। মিঃ নর্থ, আপনি কেমন আছেন?"

আমি নিরুত্তর। মিরিয়াম বলিল, "যাহা জানিতে আসিয়াছিলে, তাহা জানিতে পারিয়াছ; এখন কি করিবে?"

ফেট বলিল, "আমি আজ ঋণ পরিশোধ করিলাম। একদিন আমাকে বড় বোকা বনাইয়াছিলে, আজ তাহার শোধ! আমি এখন তোমার সমকক্ষ বলিয়া গৌরব করিতে পারি। আর তোমাদের বিরক্ত করিব না। তুমি নির্ভয়ে লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়া নূতন নূতন রঙ্গ করিতে পার।"

মিরিয়াম বলিল, "তোমার কাছে ওয়ারেণ্ট আছে, আমাকে গ্রেপ্তার করিবে না ?"

ফেট বলিল, "না, আমার কাছে ওয়ারেণ্ট নাই, মাসখানেক পূর্ব্বে সে ফ্যাসাদ মিটিয়া গিয়াছে। পুলিশ আর সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিবেন না। তুমি নির্ভয়ে দেশে যাইতে পার।"

মিরিয়াম বলিল, তবে এত কষ্ট করিয়া এখানে আসিলে কেন ?"

ফেট বলিল, "তুমি আমার চোখে ধূলা দিয়া পলাইয়া আসিয়াছিলে; সেই জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—তোমাকে দেখাইব আমিও তোমার চোখে ধূলা দিতে পারি। চাতুর্য্যে আমি তোমার অপেক্ষা হীন নহি। আমি সখের গোয়েন্দা, তোমাকে আমার ক্ষমতা দেখাইবার জন্য টাকা খরচ করিয়া এতদূর করিলাম। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ আর এ মামালা চালাইবে না। কারণ মামলার কেহ ফরিয়াদী নাই। আমি এখন চলিলাম। তোমরা ইংলণ্ডে যাইলে কোনও বিপদে পড়িবে না—আমার এ কথায় বিশ্বাস করিতে পার।"

ফেট প্রস্থান করিলে মিরিয়াম আমার সহিত আর অধিক কথা কহিল না; তাহাকে কিছু অন্যমনস্ক দেখিলাম।

সেই রাত্রেই আমি লণ্ডনে যাত্রা করিলাম। দুই দিন পরে মিরিয়ামকে টেলিগ্রাম করিলাম, ফেটের কথা সত্য, ইংলণ্ডে সে নিরাপদ।

এক সপ্তাহ পরে লণ্ডনে পার্কলেনের বাড়ীতে মিরিয়ামের সঙ্গে বসিয়া ভোজন করিলাম!

নবম পরিচ্ছেদ

মিরিয়াম কুসীদজীবিনী হইয়াও ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত-সমাজে কিরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, পাঠকগণ তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন ; কিন্তু তাহার জীবনের একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা এত দিনেও পূর্ণ হইল না ! তাহার বহুদিনের বাসনা, সে কোন লর্ডের ঘরণী হইয়া জীবন সফল করে। এজন্য সে চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করে নাই, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের তিনজন লর্ডকে সে একে একে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। সর্ব্ব প্রথমে সে লর্ড ডেভিলফোর্ডকে একুশ হাজার পাউণ্ড কর্জ্জ দিয়া তাহাকে এই অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ করে যে, সে তিন দিনের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে মিরিয়ামকে বিবাহ করিবে। কিন্তু ওল্‌গা কাল্‌বাসের ষড়যন্ত্রে মিরিয়ামের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ওল্‌গা ডেভিলফোর্ডের প্রণয়িনী মেরি ডেনিষ্টোন্‌কে অর্থ-সাহায্য না করিলে লর্ড ডেভিলফোর্ডের ঋণ পরিশোধ হইত না ; অগত্যা সে মিরিয়ামকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইত। মিরিয়াম লেডি ডেভিলফোর্ড হইতে না পারিয়া ওল্‌গার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়াছিল। কিন্তু পরমেশ্বরের অনুগ্রহে ও সুচিকিৎসাগুণে ওগ্‌লার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল, সে তাহার লুপ্তপ্রায় কণ্ঠস্বর পুনঃ-প্রাপ্ত হইয়াছিল।

তাহার পর আর্লঅফ ডিসোনির প্রতি মিরিয়ামের অনুরাগ লক্ষিত হইল। এই আর্লটি সপ্ততিপর বৃদ্ধ। তিনি চিরকুমার ছিলেন, এবং কখন বিবাহ করিবেন না—এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহ না করিলেও, দুশ্চরিত্র ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ; তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ বিপুল অর্থের অপব্যয় করিলেও তাঁহার সম্পত্তি নষ্ট হয় নাই। মিরিয়াম তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল ; তাঁহার উপর তাহার অসীম প্রভাব দেখিয়া সকলেরই ধারণা হইয়াছিল

বৃদ্ধ আর্ল মিরিয়ামকে বিবাহ করিয়া তাঁহার বিপুল সম্পত্তি ও'গৌরবান্বিত উপাধির উত্তরাধিকারিণী করিয়া যাইবেন। কিন্তু মিরিয়ামের আশা পূর্ণ হইল না, আর্ল ভিসোলি বার্দ্ধক্যে মন্টি কার্লোতে হৃদরোগে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

অতঃপর মিরিয়াম ডিউক অব ভক্সমারকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিল; কিন্তু ডিউক পূর্ব্বেই গোপনে লিলি নাম্নী অভিনেত্রীকে বিবাহ করায় তাহার বিবাহ অবৈধ প্রতিপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং ডিউককে বিবাহ করিয়াও তাহার ডচেজ্ হইবার আশা পূর্ণ হইল না!

তিনবার ব্যর্থমনোরথ হইয়াও মিরিয়ামের উৎসাহ হ্রাস হইল না। সে প্রবল অধ্যবসায়-সহকারে সঙ্কল্পপথে অগ্রসর হইল, এবং অবশেষে লর্ড ডর্কিংকে তাহার রূপরজ্জুতে বন্দী করিল! লর্ড ডর্কিংকে তাহার পক্ষপাতী দেখিয়া নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল।

আর্ল অফ্ ডর্কিং অতি বিখ্যাত ব্যক্তি; তিনি বৃটীশ সাম্রাজ্য-তরণীর অন্যতম কর্ণধার ছিলেন, এবং পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, সমাজেও তাঁহার অসীম প্রতিপত্তি ছিল। মন্ত্রী সমাজের সদস্যগণের মধ্যে তাঁহার বয়স সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বলিয়া তাঁহার সহযোগীগণ তাঁহাকে 'শিশু সচিব' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় অল্প বয়সে এপর্য্যন্ত আর কেহ বৃটীশ মন্ত্রীসভায় সদশ্য পদ লাভ করিতে পারেন নাই।

আর্ল অফ ডর্কিং বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি পুত্রকন্যাও ছিল; কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেখিলে তাঁহার প্রায় সমবয়স্ক মনে হইত। তাঁহার ন্যায় স্থির-যৌবন ব্যক্তি সর্ব্বদা দেখা যায় না। তাঁহার রাজনীতি-জ্ঞানের প্রতি সকলেরই যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল; এমন কি, অনেকেই মনে করিত, ভবিষ্যতে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তাঁহার দলের লোক তাঁহাকে সর্ব্বাগুণান্বিত ও রাজনীতিবিশারদ মনে করিত; কিন্তু বিপক্ষ দলের লোকেরা তাঁহাকে কুটপন্থী, কুচক্রী, কপট প্রভৃতি অভিধা-প্রদানে কুণ্ঠিত হইত না। ব্যায়ামে, শিল্পে, সাহিত্যে এবং বিজ্ঞান-দর্শনে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

আমি অনেক মজলিসে আর্ল অফ ডর্কিংকে মিরিয়ামের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে মিশিতে দেখিয়াছি। সকলেই বলিত এই ঘনিষ্টতা পরিণয়-বন্ধনেরই সূচনা। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি সপ্রেম ব্যবহারের কথা লইয়া সমাজে কাণাঘুসা চলিত। সুতরাং যে দিন সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম পররাষ্ট্র সচিবের সহিত মাদাম লিমেয়ারের বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়াছে, সে দিন এ সংবাদে আমি কিছু মাত্র বিস্মিত হইলাম না। কেহ কেহ বলিল, লর্ড ডর্কিং মিরিয়ামের নিকট অনেক টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন, তাহা পরিশোধ করিতে না পারায় তাহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ; কিন্তু একথা বিশ্বাস হইল না। লর্ড ডর্কিং অগাধ সম্পত্তির অধিকারী মিরিয়ামের নিকট তাঁহার টাকা ধার করিবার কোন কারণ ছিল না।

এই সময় মিরিয়ামের সহিত প্রায়ই আমার দেখা-সাক্ষাৎ হইত না। অবশেষে ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন মণ্টি কার্লোতে হঠাৎ তাহার সহিত দেখা হইল। নির্জ্জনে আমার সাক্ষাৎ পাইয়া মিরিয়াম বলিল, "মিঃ নর্থ, অনেক দিন পরে আপনার সহিত দেখা হইল ; আপনাকে অনেক কথা বলিবার আছে। আমি বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছি। কেহ কেহ আমাকে ভয় দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছে ; আমার মনে বিন্দু মাত্র শান্তি নাই।"

আমি বলিলাম, "কি আশ্চর্য্য ! ভয় দেখাইয়া আপনার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা ! এ কি ছেলের হাতের মোয়া ?"

মিরিয়াম বলিল, "সকল কথা শুনিলেই আপনি আমার বিপদ বুঝিতে পারিবেন। আপনি বোধ হয় শুনিয়াছেন ডর্কিংএর সহিত আমার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গিয়াছে। এজন্য অনেকেই আমার কলঙ্ক প্রচারের চেষ্টা করিতেছে। আমি ডর্কিংএর পত্নী হইবার যোগ্য নহি, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কেহ কেহ আমার বিরুদ্ধে এরূপ অনেক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে—যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে ডর্কিং আমাকে বিবাহ করিতে সাহস করিবে না।"

আমি বলিলাম, "বলেন কি ? কে আপনাকে এ ভাবে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে ?"

মিরিয়াম বলিল, "একজন আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন করিয়াছে। আমি ইচ্ছা করিলে তাহার মুখ বন্ধ করিতে পারি ; কিন্তু কাউণ্টেস্ অফ ডর্কিং ও ভাবি প্রধান মন্ত্রীর পত্নীর পক্ষে উৎকোচ দিয়া কাহারও মুখ বন্ধ করা অতি লজ্জাজনক বলিয়া আমি তাহাতে ক্ষান্ত আছি ; বিশেষতঃ সে আমার বিরুদ্ধে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাও জানিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম, "আমার কৌতূহল হয় ত আপনি অমার্জ্জনীয় মনে করিবেন ; কিন্তু কাহার এত সাহস, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

মিরিয়াম বলিল, "গেয়টি থিয়েটারের সেই অভিনেত্রীটার কথা মনে আছে কি ? যে গোপনে ভক্সমারকে বিবাহ করিয়া ডচেজ্ হইয়াছিল ?—সে ছুঁড়ি মরিয়াছে ; তাহার ডিউক-পত্নী হইবার সাধ মিটিয়াছে। কিন্তু তাহার একটা ভগিনী আছে, সে-ই ভারি গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে !"

আমি বলিলাম, "কিরূপ গোলমাল ?"

মিরিয়াম বলিল, "যে দিন ভক্সমার হঠাৎ মারা যায়, সেই দিন তাহার গুপ্ত বিবাহের স্ত্রী—সেই অভিনেত্রীটা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া কি বলিয়া ছিল আপনার স্মরণ আছে ?"

বেশ স্মরণ ছিল, কিন্তু কথাটা স্বীকার করিলাম না।

মিরিয়াম বলিল, "সে বলিয়াছিল, আমার পূর্ব্বস্বামী বর্ত্তমান থাকিতে ডিউককে আমার বিবাহ করিবার অধিকার নাই। আমার এক স্বামী বর্ত্তমান আছে তাহা আপনি তাহার মুখে শুনিয়াছিলেন ; কথাটা কি বিশ্বাস করিয়াছিলেন ?"

আমি বলিলাম, "না, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই ; কথাটা উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়াই মনে হইয়াছিল।"

মিরিয়াম বলিল, "না, উন্মত্তের প্রলাপ নহে,—সত্য কথা ! আপনাকে আমার হিতৈষী বন্ধু মনে করি, আপনাকে বলিতে বাধা নাই। আমি আর

একটা বিবাহ করিয়াছিলাম। সেই অভিনেত্রীটা এ কথা জানিত, সে মৃত্যুর পূর্ব্বে এই গুপ্ত কথা তাহার ভগিনীকে বলিয়া যায়।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "আপনার আর এক স্বামী ছিল! বোধ হয় লোকটা বাঁচিয়া নাই?"

মিরিয়াম বলিল, "সে মরিলে ত ল্যাঠা চুকিত; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হতভাগা মরে নাই, এখনও বাঁচিয়া আছে।"

আমি বলিলাম, "সে কি! সে জীবিত থাকিতে আপনি কোন্ সাহসে লর্ড ডর্কিংকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন?"

মিরিয়াম বলিল, "হাঁ, ডর্কিংকে বিবাহ করাই স্থির।"

আমি বলিলাম, "তবে বুঝি আপনি আইন অনুসারে সেই স্বামীকে তালাক দিয়াছেন।"

মিরিয়াম বলিল, "না; তালাক দিতে পারিলে কি আর আমার বিপদের আশঙ্কা থাকিত?"

আমি বলিলাম, "সে কোথায় থাকে?"

মিরিয়াম বলিল, "এখন সে মন্টি কার্লোতেই আছে। আপনি তাহাকে চেনেন না; সে কোন ভদ্রলোকের সহিত পরিচিত হইবারও যোগ্য নহে।"

আমি বলিলাম, "সে-ও কি আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে?"

মিরিয়াম বলিল, "ডচেজের ভগিনী তাহাকে এজন্য উৎসাহিত করিতেছে। তাহারা টাকা চায়; আমাকে ভয় দেখাইতেছে—টাকা না পাইলে কথাটা প্রকাশ করিয়া দিবে। কিন্তু আমি তাহাদিগকে আর এক পেনিও দিব না, দেখি তাহাদেরই দৌড় কতদূর!"

আমি বলিলাম, "কিন্তু যদি তাহারা কথাটা প্রকাশ করে—তাহা হইলে আপনি বড় বিপদে পড়িবেন। লর্ড ডর্কিংকে বিবাহের আশা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার উপর—"

মিরিয়াম বলিল, "সে সকলই আমি জানি; সেই জন্যই এই সঙ্কটে আপনার

নিকট সদুপদেশ চাহিতেছি। এরূপ সঙ্কটে আমাকে আর কখনও পড়িতে হয় নাই। এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের একটিমাত্র উপায় আছে।"

আমি বলিলাম, "কি উপায় ?"

মিরিয়াম বলিল, "আমার পূর্ব্ব-স্বামীর মৃত্যু।—আমি বহুদিন হইতে তাহার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি ; কিন্তু হতভাগাটার মৃত্যু নাই। তাহার পরমায়ু শেষ হইতেছে না।"

আমি বলিলাম, "লোকটা কে ?"

মিরিয়াম বলিল, "খেলার আড্ডায় তাহাঁকে দেখাইয়া দিব। সে ভয়ানক জুয়াড়ী, কিন্তু ক্রমাগতই হারে ; কখন তাহাকে জিতিতে দেখিলাম না !"

আমি বলিলাম, "খুব বড়লোক বুঝি ?"

মিরিয়াম বলিল, "তাহার এক কাণা-কড়িরও সম্বল নাই। আমার টাকায় বাবুগিরি, এমন কি, জুয়ার খরচ পর্য্যন্ত চলে। গত পাঁচ বৎসরে তাহার জন্য আমার বিশ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে !—সে মাতাল, দুশ্চরিত্র, অসভ্য ; তাহার বয়স এখন একষট্টি বৎসর ; ভয়ঙ্কর নিরেট গণ্ডমূর্খ।"

আমি বলিলাম, "এত যাহার গুণ, তাহাকে আপনি স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়াছিলেন ? আশ্চর্য্য বটে !"

মিরিয়াম বলিল, "পনের ষোল বৎসর পূর্ব্বে সে এরকম অপদার্থ ছিল না। খুব ভাল অভিনেতা ছিল।"

আমি বলিলাম, "পনের বৎসর পূর্ব্বে !—তবে কি লিমেয়ারের সহিত আপনার বিবাহের পূর্ব্বে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ?"

মিরিয়াম বলিল, "হাঁ, তাহার তিন বৎসর পূর্ব্বে।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে লিমেয়ার আপনার বৈধ স্বামী ছিলেন না ?"

মিরিয়াম বলিল, "কিন্তু তাহার সম্পত্তি ত আমি পাইয়াছি। সে বৈধ স্বামী হোক-না-হোক—তাহাতে ক্ষতি কি ? আপনি আমার উপর রাগ করিবেন না, নীতিজ্ঞান কোন দিনই আমার টন্‌টনে ছিল না। আমার প্রথম স্বামীকে বিবাহ করিবার সময় আমার উচ্চাভিলাষ ছিল—আমি রঙ্গালয়ে

যোগদান করিয়া খ্যাতিলাভ করিব। আমার প্রথম স্বামী এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করায় তাহাকে বিবাহ করি। কিন্তু লোকটা ভয়ঙ্কর মাতাল; অতিরিক্ত মদ্যপানে তাহার উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়—সে দীর্ঘকাল একটা পাগলা-গারদে আবদ্ধ থাকে। সেই সুযোগে আমি নিরুদ্দেশ হই, এবং গোপনে লিমেয়ারকে বিবাহ করি। পরে আমার পূর্ব্ব-স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অর্থ দ্বারা তাহাকে বশীভূত করি। আমি তাহার সকল অভাব মোচন করায় সে আমার অত্যন্ত অনুগত হইয়া ছিল। আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম না, সে-ও আমার কোন সংবাদ লইত না; দরকার মত টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিত। আমি প্রতি বৎসর আশা করিতাম—সে মরিবে, আমি নিষ্কণ্টক হইব; কিন্তু আজও হতভাগাটা মরিল না! এত লোক মরে—তাহার মৃত্যু নাই? সে না মরিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু হঠাৎ সেই ছুঁড়িটা তাহার কাণে কুমন্ত্রণা দিয়া আমাকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি ইচ্ছা করিলে তাহাকে তালাক দিতে পারিতাম, কিন্তু আদালতে তালাক-নামার প্রার্থনা করিলেই তাহার সহিত বিবাহের তারিখ বলিতে হইবে; তাহা হইলেই লিমেয়ারের সহিত আমার বিবাহ অসিদ্ধ প্রতিপন্ন হইবে। লিমেয়ারের সম্পত্তিতে আমার কোন অধিকার থাকিবে না। কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ উঠিয়া পড়িবে।"

আমি বলিলাম, "এখন আপনি কি করিবেন?—আমি আপনার অবস্থায় পড়িলে ডর্কিংকে সকল কথা বলিতাম।"

মিরিয়াম বলিল, "কি কথাই বলিলেন! এ সকল কথা শুনিলে কি ডর্কিং আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইত?"

আমি বলিলাম, "এখন সম্মত না হউন, আপনার স্বামীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিতেন।—তিনি আপনাকে বড়ই ভালবাসেন।"

মিরিয়াম হাসিয়া বলিল, "তাহা হইলে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। সেই হতভাগাটা ডর্কিংএর মৃত্যুর পর কতকাল

বাঁচিবে কে বলিবে ? আপনি এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় স্থির করিতে পারেন ?”

আমি বলিলাম, “অন্য উপায় ?—তবে কি আপনি কোন একটা উপায় স্থির করিয়াছেন ?”

মিরিয়াম বলিল, “হা, করিয়াছি বৈ কি ! যদি আমার স্বামী লেবুসেরের স্বাভাবিক মৃত্যু না হয়—তাহা হইলে তাহার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ব্যবস্থা করিতে হইবে।”

আমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম।—কি পিশাচী !

মিরিয়াম আমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল,“চলুন, আমার স্বামীকে দেখাইয়া আনি। মসিয়ে সিজার লেবুসেরকে দেখিবার জন্য নিশ্চয়ই আপনার আগ্রহ হইয়াছে।—এই হতভাগা দাবী করিয়াছে কাল সকালেই তাহাকে একলক্ষ ফ্রাঙ্ক দিতে হইবে ; আর তাহার দূতী সেই ছুঁড়িটাও কালই আর একলক্ষ ফ্রাঙ্ক চাহে ! কিন্তু তাহাদের এক কাণাকড়িও দিব না।”

আমি পুনর্ব্বার আড্ডায় গিয়া মিরিয়ামের স্বামী লেবুসেরকে দেখিলাম। সে অখণ্ড মনোযোগ-সহকারে তাস খেলিতেছিল, অন্য দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। তাহাকে দেখিয়াই আমার অশ্রদ্ধা হইল। এই বানরের গলায় মুক্তার মালা !

মিরিয়াম আমাকে বলিল, “আমি যে উপায়ের কথা বলিলাম—সে সম্বন্ধে আপনার মত কি ?”

আমি বলিলাম, “ও কথা আর বলিবেন না।—ইহা মানুষের কায নহে ; বিশেষতঃ আপনার আর এক শত্রু—সেই স্ত্রীলোকটা জীবিত আছে ; তাহাকে আপনি ফাঁকি দিতে পারিবেন না।”

মিরিয়াম বলিল, “লেবুসেরের মৃত্যু হইলে—তাহার আর কি জোর থাটিবে ? যে খুঁটার বলে সে লড়িত, সেই খুঁটাই যে উপ্‌ড়াইয়া ফেলিব।”

আমি বলিলাম, “সে আপনাকে স্বামী-হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করিতে পারে। —আপনি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন।”

মিরিয়াম বলিল, "আপনি আর নীতি-উপদেশ দিবেন না ; আপনার অসহ্য হয়, আপনি তফাতে থাকিবেন।—কাল সংবাদপত্রে কাহারও মৃত্যুসম্বন্ধে বড় কৌতূহলজনক সংবাদ পাঠ করিবেন।"

মিরিয়াম আমাকে আর কথা কহিবার অবকাশ না দিয়া হঠাৎ অন্য দিকে প্রস্থান করিল।—আমি ভাবিলাম যদি আমি লেবুসেরকে সতর্ক না করি—তাহা হইলে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত ; নরহত্যার পাতক আমাকেও স্পর্শ করিবে! সকল কথা শুনিয়া আমি কি করিয়া তাহার প্রাণরক্ষায় উদাসীন থাকিব ?

আমি মিরিয়ামের গুপ্ত সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিলে সে নিশ্চয়ই আমার প্রতি বিরক্ত হইবে, আমাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিবে ?—তা করুক ; এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দোষাবহ নহে। আমি তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব না, স্পষ্টভাষায় তাহাকে আমার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়া তাহার পতি-হত্যায় বাধা দান করিব।

এইরূপ মনস্থ করিয়া আমি মিরিয়ামের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু সেই জুয়ার আড্ডার কোন অংশেই তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। দারুণ উৎকণ্ঠায় আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রত্যেক কক্ষ অনুসন্ধানের পর প্রশস্ত হল-ঘর দিয়া বাহিরে আসিতেছি, হঠাৎ দেখি মিরিয়াম তাহার পূর্ব্ব-স্বামী সিজার লেবুসেরের বাহু অবলম্বন করিয়া জুয়ার আড্ডা হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিরিয়ামের সহিত আমার দৃষ্টি বিনিময় মাত্র সে যেন কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইল ; মুহূর্ত্তে তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ আত্ম-সংবরণ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল। আমি সে হাসির অর্থ বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। চক্ষুর নিমেষে তাহারা উভয়ে সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া রাজপথে অগ্রসর হইল ; আমি দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিলাম, কিন্তু মিরিয়াম আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

দশম পরিচ্ছেদ

মিরিয়াম লিমেয়ার বিদেশে গিয়া সাধারণতঃ হোটেলেই বাসা লইত; স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করিত না। কিন্তু এবার দেখিলাম সে অন্যান্য বারের মত হোটেল ডি প্যারিসে বাসা না লইয়া লে-মলিনস্ নামক পল্লীতে একটি ক্ষুদ্র লাল বাড়ী ভাড়া লইয়াছে! এই অট্টালিকার নাম 'ভিলা ইলাইসি।' আমার মনে হইল কাউণ্ট অফ ডর্কিংএর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব স্থির হওয়ায় সে মন্টি কার্লোতে আসিয়া সাধারণ রমণীর ন্যায় হোটেলে বাস করা অসঙ্গত ও পদ-মর্য্যাদার অযোগ্য মনে করিয়াই এই বাড়ী ভাড়া লইয়াছে।

আমার বিশ্বাস ছিল, মিরিরাম সিজার লেবুসেয়ারকে সঙ্গে লইয়া ভিলা ইলাইসিতে যাইবে; কিন্তু তাহাদের অনুসরণ করিয়া দেখিলাম তাহারা ধীরে ধীরে অন্য দিকে চলিল। তাহারা গল্প করিতে করিতে চলিতেছিল; আমি দুই একবার মিরিয়ামের হাস্য ধ্বনি শুনিতে পাইলাম! কিন্তু কি এত হাসির কথা হইতেছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না, তাহার স্বামীকে সতর্ক করিবারও সময় পাইলাম না।

আমি কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি,এমন সময় হঠাৎ পশ্চাতে কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম; তাহার পরই পরিচিতকণ্ঠে কে বলিল, "আরে, নর্থ যে! তুমি আছ কেমন? এত তাড়াতাড়ি কোথায় চলিয়াছ। আমি তোমাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছি, তুমি এত অন্যমনস্ক রহিয়াছ কেন? কোথায় পা ফেলিতেছ তাহা ঠিক নাই; মাতাল হইয়াছ না কি! না কাহারও প্রেমে পড়িয়াছ?"

আমি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "কে সেনাপতি যে! আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি কোথাও লড়াই করিতেছ। হঠাৎ তোমাকে এখানে দেখিবার আশা করি নাই।"—আমি আগন্তুকের কর-মর্দ্দন করিলাম।

আগন্তুক আমার বহুদিনের বন্ধু, তাঁহার নাম সার উইলিয়াম পাউলি। তিনি বৃটীশ নৌ-বহরের একজন সেনাপতি।

সার উইলিয়াম বলিলেন, "আমি কয়েক দিনের ছুটী লইয়া আসিয়াছি, কালই এখাঁনে আসিয়া পৌছিয়াছি। তুমি এখানে আছ কোথায়? তোমাকে এত চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন বল ত।"

আমি বলিলাম, "ভাই, তোমার সঙ্গে এখন আমার গল্প করিবার সময় হইবে না; আমি রিভারায় আছি, সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে। সুবিধামত একবার যাইও। আমি এখন ভারি ব্যস্ত; আমি চলিলাম—তুমি কিছু মনে করিও না।"

আমি সার উইলিয়ামকে আর কথা বলিবার অবসর না দিয়া দ্রুতপদে আমার গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইলাম; কিন্তু মিরিয়াম ততক্ষণ অদৃশ্য হইয়াছিল। আমি নানা স্থানে তাঁহার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু আমার চেষ্টা বিফল হইল। সার উইলিয়ামের উপর আমার অত্যন্ত রাগ হইল; তিনি হঠাৎ আসিয়া আমার সঙ্গে গল্প আরম্ভ না করিলে মিরিয়াম আমার চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিতে পারিত না।

এইরূপে বিফল মনোরথ হওয়ায় অগত্যা আমাকে বাসায় ফিরিতে হইল। আমি মিরিয়ামের স্বামীহত্যায় বাধাদানের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই; কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে? একবার মনে হইল, পুলিশে সংবাদ দিয়া আসি। কিন্তু তাহাতে কেলেঙ্কারীর সীমা থাকিবে না। বিশেষতঃ, পুলিশই যে এই হত্যাকাণ্ডে বাধা দিতে পারিবে—তাহাও ত বোধ হয় না। আমি আমার হোটেলে প্রত্যাগমন করিয়া ভোজনের জন্য পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে বসিলাম।

সেই রাত্রে বন্দরে 'ব্লু ডেসি' নামক জাহাজের উপর আমার ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছি এমন সময় চারিজন কুলির মাথায় একখানি গোলাকার টেবিল দেখিতে পাইলাম। এরূপ প্রকাণ্ড টেবিল আমি আর কখনও দেখি নাই! অথবা জীবনে একখানি মাত্র দেখিয়াছি—তাহা উইন্‌চেষ্টার দুর্গে সংরক্ষিত রাজা আর্থারের সুবিখ্যাত টেবিল। আমি কুলির

মাথায় যে টেবিলখানি দেখিলাম তাহার ব্যাস এগার কি বার ফিটের ন্যূন নহে! টেবিলের উপরিভাগ গাঢ় সবুজ বর্ণের বস্ত্র মণ্ডিত। টেবিলখানি দেখিয়াই আমার ধারণা হইল, ইহা কোন খেলার আড্ডায় লইয়া যাওয়া হইতেছে!

আমি কৌতূহল ভরে কুলিদের সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ টেবিল-খানা কি কাজে লাগিবে বলিতে পার বাপু!"

লোকটা নাথা নাড়িয়া বলিল, "কি জানি মশায়, এই বেঢপ টেবিল কি কাজে লাগিবে! মাদামের ফরমাস্ মত এই টেবিল প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি না কি কি এক নূতন খেলা বাহির করিয়াছেন, এই টেবিলে সেই খেলা দেখান হইবে। টাকা রাখিবার বুঝি যায়গা হইতেছে না?"

আমি বলিলাম, "এই টেবিলখানা কোন্ মাদামের?"

সর্দ্দার বলিল, "মাদাম লিমেয়ার, যিনি ইলাইসি ভিলা ভাড়া লইয়াছেন।"

এই প্রকাণ্ড টেবিলটা মিরিয়ামের বাসায় যাইবে? কি উদ্দেশ্যে এই টেবিল প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মনে করিলাম, বোধ হয় তাহার বাসাতেই খেলার আড্ডা বসিবে।

আমি আহারের সময় বন্ধুগণের সহিত তেমন প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে পারিলাম না। আমাকে চিন্তাকুল দেখিয়া কেহ বিদ্রূপ করিল, কেহ উদ্বিগ্ন হইল; কেহ কেহ আমার দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি কাহারও কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আহারান্তে হোটেলে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় ডেণ্টন আমার সঙ্গে যাইবার জন্য উঠিল। তাহারও সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল। সে আমাকে অসুস্থ মনে করিয়া আমাকে হোটেলে রাখিয়া আসিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিল।

আমি বলিলাম, "আমার অসুখ হয় নাই, আমি হাঁটিয়া যাইতে পারিব।"

ডেণ্টন বলিল, "আমিও তোমার সঙ্গে হাঁটিয়া যাইব। আমি তোমাকে একাকী যাইতে দিব না।"

আমি বলিলাম, "তোমাকে কষ্ট করিয়া আমার সঙ্গে আসিতে হইবে না।"

ডেণ্টন বলিল, "তোমার কি হইয়াছে ? আমি তোমার সঙ্গে যাইলে ক্ষতি কি ? তুমি ত আর প্রেয়সী-সম্ভাষণে যাইতেছ না।"

আমি বলিলাম, "তুমি ত আচ্ছা নাছোড়বান্দা হে ! না, তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে না। আমার কোন প্রণয়িনী নাই, তা কি তুমি জান না ? —আমি একাই যাইব।"

ডেণ্টন বলিল, "এখন তুমি কোথায় যাইবে ?"

আমি বলিলাম, "তা ঠিক বলিতে পারি না, তবে একবার ভিলা ইলাইসিতে যাইবার ইচ্ছা আছে।"

ডেণ্টন বলিল, "মিরিয়াম লিমেয়ারের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে ? যুবতী-সম্ভাষণে যাইবার উপযুক্ত সময় বটে ! আমিও তোমার সঙ্গে সেখানে যাইব।"

আমি বলিলাম, "সেখানে যাইতে ইচ্ছা হয়—অন্য সময় যাইও ; এখন তোমাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে আমার যাইবার ইচ্ছা নাই।"

ডেণ্টন বলিল, "তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" —সে আমার হাত চাপিয়া ধরিল।

আমি বিরক্তি ভরে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে আমার হাত না ছাড়িয়া বলিল, "তুমি ক্ষেপিলে না কি ?—না, তোমাকে আমি কোন মতেই একাকী যাইতে দিব না।"

আমি বলিলাম, "তবে চল।"—ভাবিলাম, সঙ্গে চলুক না, ক্ষতি কি ? বরং সেখানে গিয়া যদি কোন ফ্যাসাদে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে—তাহা হইলে আমরা দু'জনে থাকিলে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিব।—তাহাকে সঙ্গে লইয়া ভালই করিলাম,—ইহা পরে বুঝিয়াছিলাম।

আমরা উভয়ে গল্প করিতে করিতে পদব্রজে চলিলাম। লেডি ডেলাবোলের সুপারিশে মিরিয়াম তাহাকে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে ভাল চাকরী করিয়া দিয়াছিল—ডেণ্টন সে কথাও বলিল।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আমরা ভিলা ইলাইসির সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। আমরা কোন বাতায়ন-পথে দীপালোক দেখিতে পাইলাম না। গৃহ কক্ষগুলি

অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইল। দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম—মিরিয়াম বাসায় নাই।

এই ভৃত্যটি আমাকে চিনিত, মিরিয়াম আমার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করে—তাহাও সে জানিত; সুতরাং সে আমাকে মিথ্যা কথা বলিল—ইহা মনে করিতে পারিলাম না।

আমরা বাগানের পাশ দিয়া ফিরিতেছি, এমন সময় হঠাৎ রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম। এ হাসি ত চিনি! মিরিয়াম নিশ্চয়ই বাড়ীতে আছে; তবে ভৃত্য সে কথা গোপন করিল কেন?—বুঝিলাম, আমার বা অন্য কাহারও সহিত দেখা করা মিরিয়ামের ইচ্ছা নহে। আমার সন্দেহ প্রবল হইল। আমি হাস্যধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ঘরের অন্য পাশে গিয়া দেখিলাম—একটি বাতায়ন অর্দ্ধোন্মুক্ত রহিয়াছে; কক্ষটি আলোকোজ্জ্বল। সেই কক্ষ হইতেই হাস্য-ধ্বনি শুনিয়াছিলাম।

আমি মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "ডেণ্টন, আমি বড় সমস্যায় পড়িয়াছি! তুমি আমার সঙ্গে আসিয়া ভাল করিয়াছ কি না বুঝিতে পারিতেছি না; তবে এখন তোমাকে বিশ্বাস না করিলে উপায় নাই। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করিবে?"

ডেণ্টন বলিল, "কিরূপ সাহায্য?"

আমি তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলাম,—"একটা মানুষ খুন হয়, তাহার প্রাণরক্ষা করিতে হইবে।"

ডেণ্টন বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! ব্যাপার কি?"

আমি বলিলাম, "সে সকল কথা বলিবার সময় নাই, আর বিলম্ব করা হইবে না। তুমি আমার সঙ্গে চল, ঐ ঝোপের পাশ দিয়া রেলিং ডিঙ্গাইয়া বারান্দায় উঠিতে হইবে।"

আমরা উভয়ে অতি সন্তর্পণে বারান্দার নীচে আসিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু আর কাহারও কোন সাড়াশব্দ শুনিতে পাইলাম না, কেবল ক্রমাগত ঘস্-ঘস্

শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল,—নাগরদোলায় পাক দিলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ !

আমি আর মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিতে না পারিয়া ডেণ্টনকে বলিলাম, "তুমি বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া থাক ; আমি জানালা দিয়া দেখি ঘরে কে কি করিতেছে।"

আমি বারান্দায় উঠিয়া প্রাচীরের আড়াল হইতে মাথা বাড়াইয়া মুক্ত বাতায়ন-পথে কক্ষাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিলাম।

যে দৃশ্য দেখিলাম—তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না। সেই কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড গোলাকার টেবিল সংস্থাপিত রহিয়াছে, টেবিলখানি সবুজ বস্ত্রে মণ্ডিত ; দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম—সন্ধ্যাকালে কুলিরা এই টেবিলখানিই বহিয়া আনিতেছিল। এই টেবিলের উপর সিজার লেবুসের চিৎ হইয়া পড়িয়া ছিল ; টেবিলের কেন্দ্রস্থলে তাহার মস্তক ও প্রান্তভাগে তাহার পদদ্বয় সংরক্ষিত ! তাহার অঙ্গে তখনও সান্ধ্য ভ্রমণের পরিচ্ছদ ছিল, কিন্তু সে তখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, নিদ্রিত কি মৃত তাহা বুঝিতে পারিলাম না ; কিন্তু তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম ! একেই তাহার মুখ অতি কুৎসিত ; এই সময় তাহার মুখ অধিকতর কদাকার বোধ হইল। টেবিলখানি সেই লোকটিকে লইয়াই বন্-বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল ; তাহার মস্তক টেবিলের কেন্দ্র-সংলগ্ন থাকায় মস্তক অপেক্ষা পদদ্বয়ই অধিক বেগে . টেবিলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল।

আমি রুদ্ধ-নিশ্বাসে নির্নিমেষ নেত্রে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। আমার পদদ্বয় যেন ভূতলে প্রোথিত হইল ; আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল ; কি যেন এক সম্মোহন-শক্তিতে আমি অভিভূত হইলাম। আমি কতক্ষণ সেই স্থানে সেই ভাবে দণ্ডায়মান ছিলাম বলিতে পারি না ; কিন্তু ডেণ্টন হঠাৎ আমার পশ্চাতে আসিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে আমার মনিবন্ধ চাপিয়া ধরায় আমার চেতনা-সঞ্চার হইল।

আমি ডেণ্টনের দিকে ফিরিয়া চাহিতেই সে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি ব্যাপার? টেবিলখানা কি আপনিই ঘুরিতেছে? টেবিলের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে ও লোকটাই-বা কে? উহার মাথা ঘুরিতেছে না?"

আমি তাহাকে কোন কথা না বলিয়া, নিস্তব্ধ থাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া আরও একটু সরিয়া জানালা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলাম, এবার দেখিতে পাইলাম—মিরিয়াম বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া মেঝেয় উপুড় হইয়া বসিয়া আছে এবং একটি হাতলের সাহায্যে টেবিলটা ঘুরাইতেছে!

ডেণ্টন ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি তাহার কানে কানে বলিলাম, "ডেণ্টন, যদি তোমার কোন ফ্যাসাদে পড়িবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান কর, আমি সময়ান্তরে তোমার কৌতূহল দূর করিব।"

ডেণ্টন স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "তুমি কি মনে কর ব্যাপারটা—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই কক্ষের বৈদ্যুতিক দীপ হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইল; অন্ধকারে আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

আমি সভয়ে বলিলাম, "ভারি বোকামী করিলে; সে তোমার কথা শুনিতে পাইয়াছে!"

ডেণ্টন বলিল, "সে!—কাহার কথা বলিতেছ?"

আমি ডেণ্টনের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সেই বাতায়ন-পথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং টেবিলখানির নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার এক ধার চাপিয়া ধরিলাম; টেবিলখানি তখন পর্য্যন্ত অল্প-অল্প ঘুরিতেছিল।

মিরিয়াম উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ঘরে কে আসিয়াছ? তুমি যেই হও, আমি এই মুহূর্ত্তে আলো জ্বালিয়া তোমাকে গুলি করিয়া মারিব।"

আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "না, না, গুলি করিবেন না; আলো জ্বালিয়া দেখুন—আমি নর্থ।"

মিরিয়াম আলো না জ্বালিয়া বলিল, "মিঃ নর্থ? আপনি কিজন্য এখানে আসিয়াছেন? আপনি কাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন?"

আমি বলিলাম, "আমার ভাই ডেণ্টন বাগানের ভিতর দাঁড়াইয়া আছে; তাহাকে আমি সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিতেছিলাম, সেই কথা বোধ হয় শুনিয়াছেন।"

মিরিয়াম আমার আরও নিকটে সরিয়া আসিল—মৃদুস্বরে বলিল, "তাহাকে শীঘ্র বিদায় করিয়া দিন, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবেন না।"

আমি বলিলাম, "তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছি, কিন্তু আমাকে সঙ্গে না লইয়া সে ফিরিবে না।"

মিরিয়াম বলিল, "আপনি এখানে আসিয়া কিছু দেখিয়াছেন কি?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, দেখিয়াছি।"

মিরিয়াম বলিল, "দু'জনেই?"

আমি বলিলাম, "হাঁ—দু'জনেই।"

মিরিয়াম বলিল, "কি মতলবে গোয়ান্দাগিরি করিতে আসিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "গোয়ান্দাগিরি করা আমার পেশা নয়, তাহা কি আপনি জানেন না? আপনার কোন ভয় নাই, আমরা আপনার অনিষ্ট করিব না; ডেণ্টনকেও আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন।—কিন্তু আপনি কি করিতেছিলেন, তাহা জানিবার জন্য বড় আগ্রহ হইয়াছে।

মিরিয়াম হাসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বৈদ্যুতিক দীপ প্রজ্জ্বালিত করিল। ডেণ্টন তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে টেবিলের নিকট উপস্থিত হইল; সে মিরিয়ামের হস্তস্থিত পিস্তলের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ! লোকটা যে মরিয়া গিয়াছে!"

মিরিয়াম হাসিয়া বলিল, "সৌভাগ্যক্রমে হতভাগাটার মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনারা আসিতে পারেন নাই।"

ডেণ্টন বলিল, "আপনিই কি উহাকে হত্যা করিয়াছেন?"

মিরিয়াম কথা বলিল না।

তখন আমরা উভয়ে সেই মৃতদেহটি টেবিল হইতে নামাইয়া একখানি সোফার উপর রাখিলাম ; বুঝিলাম, কয়েক মিনিট পূর্ব্বে বেচারা পতিব্রতা পত্নীর কৃপায় স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়াছে !

মিরিয়াম আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনারা আমার বিনানুমতিতে লুকাইয়া এখানে আসিয়া ভাল করেন নাই। আপনারা সকলই দেখিলেন ; একথা রাষ্ট্র করিয়া দিবেন না গোপন রাখিবেন জানিতে চাই।"

আমি বলিলাম, লোকটা যখন মরিয়াই গিয়াছে,—তখন আর এ কথার আলোচনা করিয়া ফল কি ? কিন্তু কিরূপে ইহার মৃত্যু হইল ?"

মিরিয়াম বলিল, "আপনার ইহা অনধিকার চর্চ্চা, কিন্তু আপনার কৌতূহল দূর করিতে আমার আপত্তি নাই ; আমি যে কৌশলে এই অকর্ম্মণ্য ইতর অসভ্য মাতালটাকে ইহলোক হইতে বিতাড়িত করিলাম, সে কৌশলটি নরহত্যার জন্য আমার আবিষ্কৃত কোন নূতন কৌশল নহে ; ইহা বহু পুরাতন। প্রাচীনকালে এই কৌশলে অনেককেই ভব-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিদান করা হইত। আপনাকে এই টেবিলের উপর স্থাপন করিয়া আমি ইচ্ছামত আপনার দেহের শোণিত মস্তকে সঞ্চালিত করিতে পারি। তাহার ফলে প্রথমে আপনার মাথা ঘুরিবে ; তাহার পর মূর্চ্ছা হইবে। সেই সময় ইহা আর একটু জোরে ঘুরাইলেই আপনার সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিবে না ! এই প্রক্রিয়ার সুবিধা এই যে, যত বড় বিচক্ষণ ডাক্তার বা বৈজ্ঞানিক মৃতদেহ পরীক্ষা করুক, সে মৃত্যুর কারণ আবিষ্কার করিতে পারিবে না। আমার কথা সত্য কি না কাল তাহা জানিতে পারিবেন। এখন আপনারা আমার একটু উপকার করুন। এই মৃতদেহটা ধরাধরি করিয়া বাগানের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া আসুন।"

আমি বলিলাম, "তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই ; কিন্তু অতবড় জোয়ানটাকে কিরূপে এই টেবিলে শয়ন করাইয়াছিলেন ? সে নিশ্চয়ই নিজের ইচ্ছায় উহার উপর শয়ন করে নাই।"

মিরিয়াম বলিল, "আমি উহাকে প্রথমে মদ খাওয়াইয়া বেহুঁস করিয়াছিলাম, তাহার পর উহার উত্থানশক্তি রহিত হইলে উহাকে তুলিয়া টেবি-

লের উপর স্থাপিত করিয়াছিলাম। আপনি আমাকে যত দুর্ব্বল মনে করেন আমি তত দুর্ব্বল নহি।"

আমরা মৃতদেহটি তুলিয়া লইয়া বাগানের ভিতর একটা বৃক্ষমূলে ফেলিয়া রাখিলাম, ডেণ্টনকে বলিলাম, "তুমি আমার সঙ্গে না আসিলেই ভাল করিতে; এই রকম একটা বিভ্রাট ঘটিবে অনুমান করিয়াই তোমাকে আমার সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। আমি মিরিয়ামের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই; কিন্তু আমার সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। এখানে যাহা দেখিলে তাহা ভুলিয়া যাও; আর কখন এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করিও না।"

পরদিন প্রভাতে পুলিশ মৃতদেহটি তুলিয়া লইয়া গেল। মৃতব্যক্তির পকেটে টাকা, নোট, ঘড়ি, ঘড়ির চেন—সকলই ছিল। সুতরাং অর্থলোভে কেহ তাহাকে হত্যা করিয়াছে, ইহা কেহই মনে করিতে পারিল না; মৃত্যুর কারণ সম্পূর্ণ গোপন রহিল। করোনারের আদালতে মামলা উঠিলে বিচারক রায় দিলেন, সর্দ্দি-গর্ম্মিই মৃত্যুর কারণ!

এতদিনে মিরিয়ামের বিবাহের পথ নিষ্কণ্টক হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মানুষ যাহা ভাবিয়া কায করে—তাহার ফল অন্যরূপ হইতে দেখিলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। মিরিয়াম লিমেয়ার আর্ল অফ ডর্কিংকে বিবাহ করিবার আশায় যে সকল পাশবিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। আশার ছলনায় ভুলিয়া সে স্বামী-হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু ভগবান তাহার আশা পূর্ণ করিলেন না। বিবাহের কথাবার্ত্তা সমস্ত স্থির, এমন সময় আর্ল অফ ডর্কিং হঠাৎ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মিরিয়াম সেসময় ইংলণ্ডে ছিল না। এই দুর্ঘটনার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; সে কোথায় কি ভাবে কালযাপন করিতেছিল, তাহাও জানিতে পারি নাই। তাহার নিত্য নূতন পৈশাচিকতার পরিচয় পাইয়া আমার মন স্বভাবতঃই তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই ঘটনার প্রায় একবৎসর পরে আমি তিনজন বন্ধুর সহিত আফ্রিকা-ভ্রমণে যাত্রা করি।—এই তিনজন বন্ধুর নাম যথাক্রমে ক্যাসিলিস্, ম্যাসন্ ও ট্রম্বল।

আফ্রিকার বিভিন্ন অংশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে আমরা ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা নামক হ্রদের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া চারিজনেই জ্বররোগে আক্রান্ত হইলাম। সে অতি ভয়ানক জ্বর! কয়েক সপ্তাহ নিদারুণ যন্ত্রণা-ভোগের পর আমি ও ক্যাসেলিস্ অতি কষ্টে আরোগ্য লাভ করিলাম; কিন্তু আমাদের অন্য বন্ধুদ্বয় সেই সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিল না। তাহাদিগকে আমরা আফ্রিকার বিজন বনে সমাহিত করিয়া শ্রান্তদেহে অবসন্ন মনে অস্ত্র, শস্ত্র, তাম্বু ও ভৃত্যবর্গসহ মোম্বাসায় উপস্থিত হইলাম। আমাদের শারীরিক অবস্থা তখন এতই শোচনীয় যে, আমাদিগকে দেখিলে

কেহ চিনিতে পারিত কি না সন্দেহ ! 'ডাংপিটের মরণ গাছের আগায়' এই প্রবচনটা আমাদের সম্বন্ধে প্রায় ফলিয়াছিল !

মোম্বাসায় কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া ভারত-প্রত্যাগত একখানি জাহাজে ইউরোপে যাত্রা করিলাম। কয়েকদিন পরে আমরা সুয়েজ খালে নামিয়া কায়রো-গামী ট্রেণে আরোহণ করিলাম।

কায়রো অঞ্চলে আমার যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ক্যাসিলিসের অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না ; সে বলিল, কায়রোতে তাহার একটি বন্ধু আছে, তাহার সহিত একবার দেখা না করিলেই নয়।

এই স্থানে ক্যাসিলিসের একটু পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাহার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর ; সে প্রকাণ্ড জোয়ান, এবং সুদক্ষ শিকারী। সে আয়ার্ল্যাণ্ডের জমীদার, কিন্তু তাহার আর্থিক অবস্থা কোনদিনই সচ্ছল ছিল না। তবে তাহার নামটি বিলক্ষণ জমকালো—সার টেরেন্স ফিজ্‌জর্জ্জ প্যাট্রিক ক্যাসিলিস্ ! সে এপর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই।

কিন্তু তাহার আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও দেশভ্রমণে বাহির হইয়া একদিনের জন্যও সে আমাদের নিকট ঋণ করে নাই, এমন কি তাহার অর্থাভাবের কথাও আমাদিগকে বুঝিতে দেয় নাই।

কায়রো নগরে দুইদিন অবস্থানের পর আমি বুঝিতে পারিলাম, ক্যাসিলিস্ বৈষয়িক কার্য্যের জন্যই সেখানে গমন করিয়াছে। কায়রো নগরে সেফার্ডের হোটেলে আমার এক মাসী সেলিনা ও তাঁহার কন্যা আর্দ্দা ফ্রেঞ্চ বাসা লইয়াছিলেন, এই জন্য আমি সেইখানেই উঠিলাম।

একদিন সকালে আমি ও আর্দ্দা হোটেলের বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি মিরিয়ামকে সঙ্গে করিয়া ক্যাসিলিস্ সেখানে উপস্থিত !

মিরিয়াম কায়রো নগরে আছে, বা ক্যাসিলিসের সহিত তাহার পরিচয় আছে—ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ! সুতরাং তাহাদিগকে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমার বিস্ময় প্রশমিত হইবার পূর্ব্বেই মিরিয়াম সহাস্যে আমার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত

করিয়া বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনি এখানে? আপনাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। এখানে আপনার দেখা পাইব—এরূপ আশা করি নাই। কিন্তু আপনাকে এত কাহিল দেখিতেছি কেন? কলেরা-রাক্ষসীর কবলে পড়িয়াছিলেন না কি? টেরি, তুমি ত আমাকে উঁহার খবর বল নাই।"

ক্যাসিলিস্ বলিল, "আপনার সহিত উহার পরিচয় আছে—ইহা কি জানিতাম?"

আর্দ্দা আমাকে ইঙ্গিতে জানাইল সে মিরিয়ামের সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছা করে। অগত্যা মিরিয়ামের সহিত তাহার আলাপ করিয়া দিতে হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদের মেয়েলি গল্প জমিয়া গেল। ইত্যবসরে ক্যাসিলিস্ আমাকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া বলিল, "উঁহার সঙ্গে কতদিন হইতে তোমার আলাপ?"

আমি বলিলাম, "মিরিয়ামের সঙ্গে?—বহুদিনের আলাপ।"

ক্যাসিলিস্ বলিল, "কিন্তু সে কথা ত তুমি আমাকে কোন দিন বল নাই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমিই কোন্ বলিয়াছ?—তোমার সঙ্গে ত বেশ মাখামাখি আছে বোধ হইল, নতুবা কি তোমাকে টেরি বলিয়া ডাকিত?"

ক্যাসিলিস্ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, "বড় দুঃখিত হইলাম।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "বটে? দুঃখটা কেন শুনি।"

ক্যাসিলিস্ বলিল, "উঁহার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আমার কাযের কিছু অসুবিধা হইবে বোধ হয়।"

আমি বলিলাম, "কোন কাযের?"

ক্যাসিলিস্ তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িল; কিন্তু তাহাকে বড় অন্যমনস্ক ও বিমর্ষ বোধ হইল।—তাহার সেই সদাপ্রফুল্ল ভাব কোথায় গেল কে জানে!

ইতিমধ্যে মিরিয়াম আমাদের কাছে আসিয়া আমাকে বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনার সঙ্গে গোপনে কিছু কথা আছে; চলুন ঐদিকে গিয়া বসি। টেরি, তুমি মিস্ ফ্রেঞ্চের সঙ্গে গল্প কর, দরকার হইলে আমি তোমাকে খবর দিব।"

ক্যাসিলিস্ মিরিয়ামের যেন কার্‌পরদাজ, এইভাবে তাহার সহিত ব্যবহার করিল!—ইহার কারণ কি? আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু একটু দূরে গিয়া মিরিয়াম আমাকে যে কথা বলিল, তাহা শুনিয়া আমার বিস্ময় বিরক্তিতে পরিণত হইল। সে গম্ভীরভাবে আমাকে বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনি কায়রোতে আসিয়াছেন দেখিয়া আমি কতদূর অসন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।"

আমি বলিলাম, "আমার দুর্ভাগ্য! কিন্তু কে আমার প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবে তাহার হিসাব-নিকাশ করিয়া আমি দেশভ্রমণে বাহির হই নাই।—যাহা-হউক, অসন্তোষের কারণটা কি শুনিতে পাই না?"

মিরিয়াম বলিল, "আমি এখানে কোন বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত আছি, তাহা আপনার অজ্ঞাতসারে শেষ হওয়াই প্রার্থনীয়। কে জানিত পৃথিবীর এত যায়গা থাকিতে আপনি হঠাৎ এখানেই আসিয়া জুটিবেন?—আমার বিশ্বাস ছিল মধ্য আফ্রিকায় আপনি শিকার লইয়া ব্যস্ত আছেন।"

আমি বলিলাম, "ক্যাসিলিস্ আপনাকে আমাদের শিকারের কথা বলিয়াছে বুঝি?"

মিরিয়াম বলিল, "কেবল শিকার করা নয়, শিকার হওয়ার কথাও বলিয়াছে। কর্ণেল ম্যাসন্ বেচারা হঠাৎ মারা গেল! তাহার মৃত্যুতে আমার কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলিবার নহে।"

আমি বলিলাম, "ম্যাসন্ কি আপনার নিকট টাকা ধার লইয়াছিল?

মিরিয়াম বলিল, "হাঁ, কয়েক হাজার পাউণ্ড ধার লইয়াছিল; কিন্তু তাহার হঠাৎ মৃত্যুতে টাকাগুলি আদায় হইবার আর আশা নাই। টাকাগুলি জলে পড়িল! বিশেষতঃ আজকাল আমার বড়ই টানাটানি চলিতেছে। আপনি এসময় এখানে না আসিলে আমার বড় উপকার হইত। আপনার সহিত আলাপ করিয়া আমি সুখ পাই বটে, কিন্তু যখন আমি কোন বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত থাকি, তখন আপনি দূরে থাকিলেই আমার সুবিধা হয়।"

আমি ইহার কারণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া বলিলাম,

"আশা করি ক্যাসিলিস্ আমার সঙ্গে এখানে আসায় আপনার কোন অসুবিধা হয় নাই।"

মিরিয়াম বলিল, ; "না সে আমার একজন সুদক্ষ এজেণ্ট, তাহাকে দিয়া অনেক কায পাই। সে সকল গোপনীয় কথা, আপনার শুনিবার আবশ্যক নাই।"

আমি বুঝিলাম ক্যাসিলিস্ ধনবান না হইলেও কোথা হইতে যথেচ্ছা অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ব্যয় করিত।

দুইদিন পরে ক্যাসিলিসের সহিত একত্র ভোজনে বসিয়াছিলাম। তাহাকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও বিমর্ষ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম; পূর্ব্বে কোনদিন তাহার এরূপ বিচলিত ভাব লক্ষ্য করি নাই। সেদিন সে ক্রমাগত মদ্যপান করিতে লাগিল দেখিয়া আমি তাহাকে ভৎর্সনা করিলাম।

ক্যাসিলিস্ বলিল, "আমাকে তিরস্কার করা বৃথা। আমি আজ পেট ভরিয়া মদ খাইতেছি কেন জান? আজই আমি তোমাদের এই দুঃখের পৃথিবী হইতে বিদায় লইব; সে জন্য কিছু পাথেয় সঞ্চয় করিয়া রাখা আবশ্যক। —আর আমার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।"

আমি বলিলাম, "হঠাৎ তোমার জীবনের উপর এত বিতৃষ্ণা হইল কেন? কি হইয়াছে?—কি দুঃখে তুমি আত্মহত্যা করিতে চাও?"

ক্যাসিলিস্ বলিল, "সে কথা আর শুনিয়া কি করিবে? আমি বহুৎ টাকার দেনদার হইয়াছি; কিন্তু সেই ঋণ পরিশোধ করা আমার সাধ্যাতীত।— মৃত্যু ভিন্ন আমার আর নিস্তার লাভের উপায় নাই।"

আমি বলিলাম, "ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেছ না বলিয়া আত্মহত্যা করিবে?—এমন দুর্ম্মতি তোমার কেন হইল? আত্মহত্যা ভিন্ন কি এ সঙ্কট হইতে তোমার পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নাই?"

ক্যাসিলিস্ হতাশভাবে বলিল, "না। এই আহারই আমার শেষ আহার! আমার জীবন বিড়ম্বনাপূর্ণ; ক্রীতদাসের জীবনও আমার জীবন অপেক্ষা প্রার্থনীয়। আমি ক্রীতদাসের অধম। কিন্তু এ জন্য আমি কাহাকেও দোষী

করিতে পারি না, দোষ আমার অদৃষ্টের। আমি মূর্খ, অদূরদর্শী ; না বুঝিয়া যে কুকর্ম্ম করিয়াছি, আমাকে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। বিদায় বন্ধু! এখন আমি চলিলাম।"—সে উঠিল।

আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম, "কোথায় যাও ?—শোন, শোন ; আমার আরও কিছু বলিবার আছে।"—আমি তাহার হাত ধরিয়া বসাইলাম! তাহার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কি তোমার কোনরকম সাহায্য করিতে পারি ?"

ক্যাসিলিস্ বলিল, "তুমি ধনবান, হয় ত তোমার সাহায্যে আমার উপকার হইতে পারে ; কিন্তু সে বড় সামান্য সাহায্য নহে! আমাকে রক্ষা করিতে গিয়া তুমি সর্ব্বস্বান্ত হও, ইহা আমি ইচ্ছা করি না।"

তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে ?—তবে ত বড় সহজ ঋণ নহে! হতভাগা দেনা করিয়া এত টাকা উড়াইয়াছে ?

আমি বলিলাম, "কাহার নিকট ঋণ করিয়াছ ?"

ক্যাসিলিস্ হতাশভাবে বলিল, "আর কাহার নিকট ? ঋণ-রঙ্গিনীকে তুমি বোধ হয় ভালই চেন।"

আমি বলিলাম, "মিসেস্ লিমেয়ার ?"

ক্যাসিলিস্ বলিল, "আর কে ?"

আমি বলিলাম, "বড়ই নির্ব্বোধের কায করিয়াছ! এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়াছিল ?"

ক্যাসিলিস্ বলিল, "আমার মৃত্যুকালে তোমার এ তিরস্কার বৃথা। কতখানি অধঃপতন হইলে মানুষ আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প হয়, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না ? আমি তাহাকে যথানিয়মে সুদ যোগাইয়া আসিতেছি, তাহার অনুরোধে অনেক অন্যায় কাযও করিয়াছি ; সে সকল কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তুমি হয় ত তাহা বিশ্বাসও করিবে না। সে সকল ইতর কার্য্য কোন ভদ্রসন্তান করিতে পারে না ; কিন্তু তথাপি তাহাকে খুসী করিতে পারিলাম না! সে নারী নহে, রাক্ষসী, পিশাচী। সে জোঁকের মত আমার হৃদয়ের রক্ত শোষণ

করিয়াছে! আমার দেহে অস্থিচর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই; তথাপি তাহার শোণিত-পিপাশা প্রশমিত হইল না। যদি ম্যাসন্ হঠাৎ মারা না পড়িত, তাহা হইলেও আমার কিছু আশা থাকিত; কিন্তু তাহার মৃত্যুতে আমি অকূল-পাথারে ভাসিতেছি।"

আমি বলিলাম, "তাহার মৃত্যুর সহিত তোমার দেনার কি সম্বন্ধ?"

ক্যাসিলিস্ বলিল, "আমি তাহার হাণ্ডবিলের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। সে স্বয়ং কয়েক হাজার পাউণ্ড কর্জ্জ লইয়াছিল; অবশিষ্ট সমস্ত দেনাই আমার দায়িত্বে তাহাকে দেওয়া হয়।—তাহার জন্যই আমি মরিলাম।"

আমি বলিলাম, "একটা বন্দোবস্ত, কিস্তিবন্দী করিলে না কেন?"

ক্যাসিলিস্ বলিল, "সে সমস্ত টাকা নগদ চাহে, অন্য কোন বন্দোবস্তে রাজী নহে। লোহা, পাথর প্রভৃতিও বোধ হয় তাহার হৃদয় অপেক্ষা নরম! সে একটা বড়রকম দাঁও মারিবার জন্য কাহাকেও বোধ হয় অনেক টাকা কর্জ্জ দিবে, তাই টাকার জন্য আমাকে পীড়ন করিতেছে।—কিন্তু তাহার ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

আমি বলিলাম, "সেই জন্য আত্মহত্যা করিবে?—তাহাতে লাভ কি?"

ক্যাসিলিস্ বলিল, "অপমানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব; আর আমার আত্মহত্যায় তাহার ক্ষতি নাই বরং লাভ আছে। কারণ আমি অনেক টাকায় জীবন বীমা করিয়াছি; বীমা তাহারই নামে।"

আমি বলিলাম, "এতদূর?—তুমি কিরূপে এই ফাঁদে পা দিলে? কেনই বা এমন নির্ব্বোধের কায করিলে?"

ক্যাসিলিস্ বলিল, "আমি তাহাকে এক নাচের মজলিসে প্রথমে দেখি—দেখিয়াই তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলি। এই পিশাচীর প্রেমে মজিলে যে মরিতে হইবে, তখন কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম?"

আমি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলাম, "কত টাকা হইলে আপাততঃ তুমি একটু সুস্থির হইতে পার?—যদি পাঁচহাজার পাউণ্ড হইলে চলে, তাহা হইলে আমি আজই টাকার জন্য লণ্ডনে টেলিগ্রাম করিতে পারি।"

ক্যাসিলিস্ বলিল, "পাঁচ হাজার ? পনের হাজারেও কিছু হইবে না ! আমি ত বলিয়াছি, আমার জন্য তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে দিব না।—তোমার এই চেষ্টার জন্য আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। তুমি এসকল কথা ভুলিয়া যাও। ভবিষ্যতে কখন-কখন এই হতভাগাকে স্মরণ করিও।"—ক্যাসিলিস্ মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মুছিল।

আমি বলিলাম, "তোমার জন্য মিরিয়ামকে কি একবার অনুরোধ করিয়া দেখিব ?"

ক্যাসিলিস্ ব্যগ্রভাবে বলিল, "না না, তুমি তাহাকে কোন অনুরোধ করিও না ; তোমার অনুরোধ থাকিবে না।—তুমি তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পার নাই, তাই এ কথা বলিতেছ।"

আমি বলিলাম, "আমি তাহাকে তোমার অপেক্ষা ভাল রকমই চিনি। তোমার মত থাক-না-থাক, আমি তাহাকে গিয়া একবার ধরিব। আমি যে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিব, এরূপ মনে হয় না। আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর।"

আমি ক্যাসিলিসের নিকট বিদায় লইয়া মিরিয়ামের সহিত দেখা করিতে চলিলাম। তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া—কি করিয়া কথাটা পাড়ি তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

আমি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মিরিয়াম বলিল, "মিঃ নর্থ, আমি বড় সঙ্কটে পড়িয়াছি। আমার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড দাঁও উপস্থিত ! আজ রাত্রে যদি ত্রিশহাজার পাউণ্ডের একখানি চেক কাটিতে পারিতাম, তাহা হইলে একটি স্বাধীন রাজ্যের শাসনভার আমার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার সুযোগ হইত। এই টাকার অভাবে আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি।—কিন্তু আপনাকে এরূপ বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন ? ব্যাপার কি ?"

আমি বলিলাম, "আমার মন বড়ই উৎকণ্ঠিত আছে। আপনার নিকট একটি অনুগ্রহের প্রার্থনায় আসিয়াছি ; আপনি তাহা পূর্ণ করিবেন কি না বুঝিতে না পারিয়াই বড় বিচলিত হইয়াছি।"

মিরিয়াম বলিল, "আপনার এই প্রার্থনার সহিত যদি অর্থের কোন সম্বন্ধ না থাকে—তাহা হইলে তাহা পূর্ণ করিতে আপত্তি হইবে বলিয়া বোধ হয় না। সত্য কথা বলিতে কি, আমি এরূপ অর্থাভাব আর কখনও অনুভব করি নাই। আজ আমার হাতে যথেষ্ট টাকা থাকিলে সান্ লোরেঞ্জতে যে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহা—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "ক্যাসিলিস্ আপনার নিকট কত টাকা ধারে?"

মিরিয়াম বলিল, "সে যাহা ধারে, তাহা তাহার পরিশোধ করিবার শক্তি নাই; সে কথা শুনিয়া কি করিবেন? আমি সান্ লোরেঞ্জ সম্বন্ধে যে কথা বলিতে ছিলাম তাহাই শুনুন, বড় মজার কথা! সেখানকার প্রেসিডেণ্ট জনর ডন্ জুয়ান ফুরেজ্ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছে। যুবরাজ ইসিডোর এখন কায়রোতেই আছেন; কাল তিনি ইউরোপে যাত্রা করিবেন। গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে সান্ লোরেঞ্জে পাঁচ ছয়বার প্রজা-বিদ্রোহ হইয়াছে। সেখানকার রাজবংশের সহিত প্রজাসাধারণের ভয়ঙ্কর বিরোধ চলিতেছে। গত চারিবৎসর হইতে সে রাজ্যে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা রাজবংশকে এখন পর্য্যন্ত উচ্ছেদ করিতে পারে নাই। যুবরাজ ইসিডোর স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট ডন্ জুয়ান ফুরেজ্কে কয়েকবার হত্যা করিবারও চেষ্টা হইয়াছে। প্রজাতন্ত্র দেউলিয়া হইবার উপক্রম; রাজ্যে ঘোর অরাজকতা! প্রেসিডেণ্ট রাজ্যশাসনে অসমর্থ না হইলে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিত না। এই দুর্দ্দিনে একজনমাত্র লোক এই অশান্তির অনল নির্ব্বাপিত করিয়া পুনর্ব্বার রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। এই ব্যক্তি এখন আমার শরণাগত।"

আমি বলিলাম, "বটে? কে তিনি?"

মিরিয়াম বলিল, "ইসিডোরের পুত্র সপ্তম ইসিডোর।—তিনি তাঁহার পিতৃসিংহাসনের দাবী করিতেছেন; যদি সপ্তম ইসিডোর সান্ লোরেঞ্জে উপস্থিত হইয়া রাজ্য-শাসনভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সকল লোক তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য প্রস্তুত আছে।—রাজ্যের বিদ্রোহানল প্রশমনের এ-ই উৎকৃষ্ট অবসর।"

আমি বলিলাম, "খুব বিস্ময়কর সংবাদ বটে, কিন্তু আপনার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ ?"

মিরিয়াম বলিল, "সম্বন্ধ আছে ;—সেই কথাই বলিতেছি। ইসিডোর টাকার জন্য আমার কাছে আসিয়াছিলেন, এত বড় একটা কাযে হাত দিতে প্রচুর অর্থের আবশ্যক ; কিন্তু নির্ব্বাসিত রাজপুত্রের অর্থের অত্যন্ত অভাব। তিনি আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন—যদি আমি তাঁহাকে তাহার আবশ্যকানুযায়ী অর্থ দান করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি আমাকে রাণী করিবেন। কিন্তু আমার হাতে এখন অধিক টাকা নাই। অথচ এ সময় টাকা ভিন্ন তাহার সিংহাসন লাভের আশা বিফল হইবে।—আপনি যদি আমাকে আপাততঃ বিশ হাজার পাউণ্ড কর্জ্জ দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে আশাতীত সুদ দিই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "টাকা থাকিলে তাহা সুদে খাটাইবার এ একটা চমৎকার সুযোগ বটে, কিন্তু আমাদের শক্তি অতি সামান্য। আমি ক্যাসিলিসের জন্য আপনাকে একটু অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলাম,—তাহাকে কিছু সময় দিতে হইবে।"

মিরিয়াম ক্রোধে মুখ লাল করিয়া বলিল, "সে কি আপনাকে আমার কাছে ওকালতি করিতে পাঠাইয়াছে ?"

আমি বলিলাম, "না, আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছি। আপনি তাহাকে দয়া করুন ; তাহার দেনার মধ্যে আমি পাঁচ হাজার পাউণ্ড আপনাকে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি তাহাকে এক বৎসরের সময় দিন।"

মিরিয়াম হাসিয়া বলিল, "নির্ব্বোধ আপনি না সে,—তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না !—আমার টাকা অবিলম্বেই চাই।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু সে নিঃসম্বল। সাধু উপায়ে তাহার ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য নাই।"

মিরিয়াম বলিল, "তাহা হইলে সে অসাধু উপায় অবলম্বন করুক। আমার তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

আমি বলিলাম, "তা বটে ; কিন্তু সে আপনার টাকার জন্য এতই ব্যাকুল, বিপন্ন ও বিব্রত হইয়াছে যে, আপনি সময় না দিলে হয় ত বেচারা আত্মহত্যা করিবে।"

মনে করিয়াছিলাম—আমার কথা শুনিয়া সেই পিশাচীর মন একটু নরম হইবে ;—কিন্তু সে যে উত্তর দিল, নারীর মুখে তাহা কেহ শুনিবার প্রত্যাশা করে না। সে অকুণ্ঠিতভাবে বলিল, "যদি তাহার ঋণ-পরিশোধের সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে সেই অকর্ম্মণ্যের আত্মহত্যা করাই উচিত ; তাহা হইলে টাকাগুলি আদায়ের আশা হয়।—আজ রাত্রেই যদি সে মরিতে পারে, তাহা হইলে আমার সান্ লোরেঞ্জের রাণীগিরি করিবার আশা পূর্ণ হয়।"

ক্যাসিলিস্ আত্মহত্যা করিয়া সেই পাপিষ্ঠার ঋণপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিল। আমি হোটেলে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি, বন্দুকের গুলিতে সে তাহার শয়নকক্ষে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ; প্রাণহীন দেহ শোণিতের স্রোতে ভাসিতেছে !

কিন্তু মিরিয়ামের রাণী হইবার আশা পূর্ণ হইল কি ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

'নর্ড ডসার লয়েড ইষ্টার্ণ'-জাহাজওয়ালা কোম্পানীর একখানি জাহাজে প্রায় একবৎসর পরে আমি ইয়াকোহামা হইতে ইউরোপে যাইতেছিলাম।—সেই জাহাজের আরোহীদের মধ্যে দুইজনকে দেখিতে পাইলাম, একজন যুবক সাক্সে ম্যাগ্‌ডিবার্গের যুবরাজ হেন্‌রী ; দ্বিতীয় যুবতী, মিরিয়াম লিমেয়ার !

যুবরাজ তাঁহার পিতৃব্যের সহিত ভারত-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তিনি এই জাহাজে দেশে ফিরিতেছিলেন। মিরিয়াম কলম্বো বন্দরে এই জাহাজে উঠিয়াছিল।—সে কলিকাতায় বড়লাটের অতিথি হইয়াছিল।

হল্টিংসায়ারের ডিউকের শিকারের দলে বছর-দুই পূর্ব্বে আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সেই সময় যুবরাজের সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি একজন সুদক্ষ শিকারী।

কলম্বো হইতে এডেন পর্য্যন্ত যুবরাজকে বা মিরিয়ামকে প্রায়ই দেখিতে পাই নাই ; তবে শুনিয়াছিলাম তঁহারা অধিকাংশ সময়ই একত্র থাকেন। জাহাজের আরোহীরা বলাবলি করিত—কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না ! উভয়েই পরস্পরের প্রণয়ে মুগ্ধ।

যুবরাজ নেপ্‌ল্‌স নগরে জাহাজ ত্যাগ করিলেন ; তিনি স্থলপথে তাঁহার পিতার রাজধানী ষ্ট্যাণ্ডষ্টাডে যাত্রা করিলেন। মিরিয়াম জাহাজেই রহিয়া গেল। শুনিলাম সে শেষ পর্য্যন্ত জাহাজে থাকিবে।

অনেকে বিভিন্ন বন্দরে অবতরণ করায় জাহাজের আরোহী-সংখ্যা অত্যন্ত বিরল হইলে মিরিয়াম সকালে সন্ধ্যায় ডেকে বসিয়া আমার সঙ্গে গল্প করিত।—ক্রমে আমরা ইংলণ্ডের সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম।

এই সময় একদিন ডেকে বসিয়া আমার সহিত গল্প করিতে করিতে মিরি-

হঠাৎ বলিল, "সাউদাম্‌টনে পৌঁছিয়া আমরা বোধ হয় কোন গুরুতর সংবাদ শুনিতে পাইব।"

আমি বলিলাম, "কিরূপ সংবাদ ?—আর আপনি কি করিয়াই বা তাহা জানিলেন ?"

মিরিয়াম বলিল, "তা ঠিক বলিতে পারিতেছি না ; কিন্তু কথাটা কে যেন আমাকে বলিয়া দিতেছে !"

আমি বলিলাম, "আপনি সত্যই বিচিত্র রহস্যময়ী ; আপনাকে কোন দিন চিনিতে পারিলাম না !"

মিরিয়াম হাসিয়া বলিল, "মিঃ নর্থ, আপনাকে একটি গল্প বলিব শুনিবেন ?"

আমি বলিলাম, "কি গল্প বলুন ; আপনার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে আপনি কোন বিস্ময়কর কাহিনী বলিতে উদ্যত হইয়াছেন।"

মিরিয়াম বলিল, "তা বটে।—আপনি সাক্সে ম্যাগ্‌ডিবার্গের যুবরাজ হেনরীকে চেনেন কি ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ চিনি। তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিবেন ?"

মিরিয়াম বলিল, "আমি কলিকাতা দেখিতে গিয়াছিলাম, সেখানে একদিন রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদে একটি নাচের মজ্‌লিসে যুবরাজ হেনরীর সহিত আমার পরিচয় হয়। সে আজ দেড়মাসের কথা ! এই ছয় সপ্তাহে আমার জীবনের কি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বলিতে পারিব না। আপনি আমার জীবনের যত রহস্য জানেন—এত আর কেহ জানে না। এই জন্যই আপনাকে আমার আরও কোন কোন গুপ্ত কথা বলিতে উৎসুক হইয়াছি। অন্য কোন লোককে নিশ্চয়ই এ সকল কথা বলিতাম না।"

আমি বলিলাম, "আমার প্রতি আপনার অসাধারণ অনুগ্রহ।"

মিরিয়াম হাসিয়া বলিল, "এ আপনার চাটুবাদ মাত্র ! আপনাকে বিশ্বাস না করিলে এ সকল কথা বলিতাম না। সত্যই পৃথিবীতে আপনার মত হিতৈষী বন্ধু আমার আর কেহ নাই। আজ আপনাকে আমার সুখ-দুঃখের কথা খুলিয়া বলিব।—আমি কলিকাতার লাটপ্রাসাদে যুবরাজ হেন্‌রীর সহিত পরিচিত হই ;

যে মুহূর্ত্তে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। এ জীবনে ভালবাসার অভিনয় বিস্তর করিয়াছি, প্রেমকে পণ্যের বিষয় মনে করিয়া কেবল সুখের সন্ধানেই চিরদিন অন্ধকারে ঘুরিয়া মরিয়াছি ; প্রকৃত প্রেম কি বস্তু, তাহা কখনও বুঝি নাই, খুঁজি নাই, পাই নাই। কিন্তু জানি না জীবনের কি এক শুভ মুহূর্ত্তে প্রণয়ের দেবতা আমার হৃদয়ে কি প্রভাব বিস্তার করিলেন যে, এক মুহূর্ত্তে লোহা সোনা হইয়া গেল ! আজ সমগ্র জগৎ আমার চক্ষে নূতন বলিয়া মনে হইতেছে।—হাঁ, আমি যুবরাজকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি ; আমি তাঁহার, আমি তাঁহারই চরণে চিরদিনের জন্য বিকাইয়া গিয়াছি !”

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, “আপনি স্যাক্সে-ম্যাগ্‌ডিবার্গের যুবরাজ হেনরীর প্রেমে পড়িয়াছেন ! আপনি যে কাহাকেও ভালবাসিতে পারেন—এ ধারণা আমার ছিল না।”

কথাটা মিথ্যা বলি নাই, বিশেষতঃ যুবরাজ হেনরীকে ভালবাসা তাহার মত সুন্দরীর পক্ষে আমার একরকম অসম্ভবই মনে হইল। কারণ হেনরী ইউরোপের একজন স্বাধীন রাজার বংশধর হইলেও, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার সিংহাসন লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও রাজবংশে এরূপ কদাকার শ্রীহীণ লোক এ পর্য্যন্ত আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে কি না সন্দেহ ! যুবরাজ হেনরীর চেহারা দেখিয়া কেহ তাঁহাকে ভালবাসিবে—তাঁহার প্রেমে পড়িবে,—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

যুবরাজ হেনরীর বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের অধিক নহে, লোকটি খর্ব্বকায় ; দেহের অনুপাতে মস্তকটি অতি বৃহৎ ; হস্তপদ অসাধারণ স্থূল ও দেহের গঠনের সহিত সামঞ্জস্যহীন। নাকটি চাপা, দাঁত উঁচু, চক্ষু কোটরগত, ললাট সঙ্কীর্ণ ! লোকটিকে দেখিলেই মন স্বভাবতঃ তৎপ্রতি বিমুখ হইয়া উঠে।—এরূপ সুপুরুষকে মিরিয়াম ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে শুনিলে স্তম্ভিত না হইয়া থাকা যায় না।

আমার বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া মিরিয়াম বলিল, “আমার কথা শুনিয়া আপনি

বিস্মিত হইবেন, তাহা জানিতাম। যে একথা শুনিবে সে-ই হয় ত বিস্মিত হইবে; কিন্তু আমি এখনও আপনাকে সকল কথা বলি নাই।"

আমি বলিলাম, "আপনি কি সম্বন্ধটা পাকা করিয়া ফেলিয়াছেন?"

মিরিয়াম বলিল, "না, এখনও বাগ্দান হয় নাই; তবে বিবাহে আমাদের উভয়েরই সম্মতি আছে। কিন্তু সম্মতি থাকিলেও এই বিবাহের প্রতিবন্ধকতাও বড় অল্প নহে; আপনাকে সেই কথাই বলিব।"

আমি বলিলাম, "আপনি তাঁহাকে যেমন প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছেন—তিনিও কি আপনাকে সেইরূপ—"

মিরিয়াম বলিল, "না; আমি তাঁহাকে যত ভালবাসি—আমাকে ততদূর ভালবাসা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। পুরুষে কি তত ভালবাসিতে পারে? তথাপি তিনি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছেন; এমন কি, তিনি কলিকাতাতেই আমাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে ভালবাসি—যাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত আশা ভরসা নষ্ট হয়, এরূপ কার্য্যে কি তাঁহাকে প্রবৃত্ত হইতে দিতে পারি?—এই জন্যই আমি তখন বিবাহে সম্মতি দান করি নাই।"

আমি বলিলাম, "আপনি স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন! আমার বিশ্বাস—যুবরাজ তাঁহার পিতার অনুমতি ও রাজ্যের অমাত্যগণের সম্মতি ব্যতীত কাহাকেও বিবাহ করিতে পারেন না।"

মিরিয়াম বলিল, "সে কথা সত্য; কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—আমাকে ভিন্ন অন্য কোন রমণীকে বিবাহ করিবেন না।"

আমি মনে মনে বলিলাম, অন্য স্ত্রীলোক ত সেই মর্কটটাকে বিবাহ করিবার জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে!—কিন্তু মনের কথা প্রকাশ করিলাম না।—দেখি এই নিস্বার্থ প্রেমের দৌড় কতদূর!

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া আমি বলিলাম, "আশা করি আপনি যুবরাজকে টাকা ধার দেন নাই?"

মিরিয়াম হঠাৎ মুখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া মস্তক অবনত

করিল ; তাহার পর নিম্নস্বরে বলিল, "টাকা যদি তাঁহাকে দিয়াই থাকি, তাহাতে কি কোন ক্ষতিবৃদ্ধি আছে ? না, আমি পূর্ব্বের মত সে ঋণ-রঙ্গিনী নাই। আমার স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ; আমি নবজীবন লাভ করিয়াছি। আমার সে অহঙ্কার দর্প সমস্ত চূর্ণ হইয়াছে ! আমি এখন প্রেমিকা। যুবরাজ হেনরী অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ; তাঁহার ভারত-ভ্রমণের জন্য রাজ-কোষ হইতে যে ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা তাঁহার অনেক অধিক অর্থ ব্যয় হইয়াছে। আমি যে কুসীদজীবিনী, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি তাঁহার মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানেন না ; ইংরাজী বলিতে পারেন না ! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি তাঁহার মাতৃভাষায় অনভিজ্ঞা নহি। কথা-প্রসঙ্গে জানিতে পারি—তাঁহার অর্থাভাব হইয়াছে। এইজন্য আমি প্রথমে তাঁহাকে দশহাজার পাউণ্ড ঋণ দান করি। সেজন্য হ্যাণ্ডনোট লই নাই ; কোন-রকম লেখাপড়াও হয় নাই। বন্ধুভাবেই কর্জ্জ দিয়াছি। এ টাকা তাঁহার নিকট হইতে লইবার ইচ্ছাও নাই। আর সত্য কথা বলিতে কি, আমার সকলই ত তাঁহার ; তাঁহাকে আর কি ঋণ দিব ? তাঁহারও যাহা কিছু আছে, তাহাও ত একদিন আমারই হইবে। যাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিতেছি, তাঁহার সঙ্গে দেনা-পাওনার সম্বন্ধ নাই।—পরে তাঁহার আরও টাকার আবশ্যক হয়, সেবার তাঁহাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড দিয়াছি। যদি তিনি রাজপুত্র না হইয়া সাধারণ লোক হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে এ টাকা দিতে মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হইতাম না।"

আমি মিরিয়ামের স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলাম !—এই কি সেই মিরিয়াম—টাকার জন্য যে এতদিন কোন অপকার্য্যেই কুণ্ঠিত হয় নাই ?

মিরিয়াম বলিল, "কিন্তু তিনি প্রতারক নহেন, তাঁহার সমস্ত ঋণ একদিন পরিশোধ করিবেন ; তবে আমি সে টাকা ফেরত লইব না। সে কথা যাক ; যাহা বলিতেছিলাম—তাহাই বলি। নেপল্‌স্ নগরে তিনি আমার নিকট বিদায় লইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন, ষ্ট্যাণ্ডষ্টাডে উপস্থিত হইয়াই তিনি আমাদের বিবাহের সকল বন্দোবস্ত শেষ করিবেন। আমাকে বিবাহ করিলে যদি

তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহাতেও তাঁহার আপত্তি নাই। আমার জন্য তিনি রাজমুকুটের মায়া বিসর্জ্জন দিতেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছেন! পৈতৃক অধিকার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সমর্পণ করিয়া তিনি সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। এ স্বার্থত্যাগের কি তুলনা আছে?—কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; আমার যে অর্থ আছে—তাহাতেই আমাদের চিরজীবন সুখে সচ্ছন্দে অতিবাহিত হইবে।—যুবরাজ সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিলেও কি আমাদের বিবাহে কোন বিঘ্ন ঘটিবে?"

আমি বলিলাম, "না, কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা দেখি না।"—যুবরাজ হেনরীর কনিষ্ঠ সহোদর উইলিয়াম, বহুগুণান্বিত ও পিতৃসিংহাসনে উপবেশনের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। রাজা ও পার্লিয়ামেণ্ট হেনরীর পরিবর্ত্তে তাঁহাকে সিংহাসন দান করিতে পারিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মিরিয়ামকে এ সকল কথা বলা অনাবশ্যক মনে হইল।

মিরিয়াম আবেগ ভরে বলিল, "কিন্তু আমাকে ভালবাসিয়া ও আমাকে বিবাহ করিয়া যুবরাজ পিতৃসিংহাসনে বঞ্চিত হইবেন, এ চিন্তা অসহ্য!—আমি নিজের সুখের জন্য তাঁহাকে সিংহাসনে বঞ্চিত করিব?—ইহা কি আমার কর্ত্তব্য? ইহা কি সঙ্গত? আমার ত মনে হয়, আমার স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তাঁহার অনিষ্ট হইতে দেওয়া আমার পক্ষে অনুচিত।"

আমি বলিলাম, "আপনি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন।"

মিরিয়াম বলিল, "সিংহাসনে আমার লোভ নাই; কিন্তু আমি কিরূপে তাঁহার আশা ত্যাগ করিব? তাঁহাকে না পাইলে আমার জীবন বিড়ম্বনাপূর্ণ বোধ হইবে। না, আমি তাহা পারিব না"। আমি যাঁহাকে ভালবাসি—তাঁহাকে পাওয়া চাই।"

ইহার পর আর আমাদের কোন কথা হইল না। যে কয়দিন জাহাজে ছিলাম সে কয়দিন আমাদের নানা প্রসঙ্গের আলোচনা চলিলেও যুবরাজ সম্বন্ধে সে আর কোন কথার উল্লেখ করে নাই।

আমি সাউদাম্‌টন হইতে হাব্‌রির পথে প্যারিসে যাইব। মিরিয়াম সাউদাম্-

টনে জাহাজ হইতে নামিয়া স্পেশাল ট্রেণে লণ্ডনে যাইবে স্থির ছিল। আমরা জাহাজ হইতে নামিয়াই শুনিলাম, মিরিয়ামের স্পেশাল ট্রেণ ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছে।

অল্পক্ষণ পরে একজন সংবাদপত্র-বিক্রেতা কতকগুলি সংবাদপত্র বিক্রয় করিতে আসিল। আমি একখানি 'টাইমস্' ক্রয় করিয়া খুলিলাম; প্রথম পৃষ্ঠাতেই মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা ছিল :—

"স্যাক্সে-ম্যাগ্‌ডিবর্গের নরপতির আকস্মিক মৃত্যু !"

মিরিয়াম আমার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। সে ঐ সংবাদটি শুনিয়াই তাড়াতাড়ি কাগজখানি আমার হাত হইতে টানিয়া লইল।—সে এমন কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল যে, আমার আশঙ্কা হইল, হয় ত তাহার মূর্চ্ছা হইবে।—দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

আনুপূর্ব্বিক সংবাদ পাঠ করিবার জন্য আমিও বড় ব্যগ্র হইলাম। মিরিয়ামের এরূপ চাঞ্চল্যের কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সংবাদটি পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম—ষ্ট্যাণ্ডষ্টাডের রাজপ্রাসাদে রাজা হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যুবরাজ হেন্‌রী রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পিতার মৃত্যুকালে হেনরী তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত ছিলেন।—হেনরীর স্বদেশ-প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই এই দুর্ঘটনা !

মিরিয়াম আমার নিকট বিদায় লইয়া স্পেশাল ট্রেণে উঠিবার সময় গম্ভীর ভাবে বলিল, "বিদায় বন্ধু ! আপনার সহিত আমার এই শেষ দেখা; জীবনে আর আমাদের সাক্ষাতের আশা নাই।"

মিরিয়াম কি ভাবিয়া একথা বলিল—ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; আমি বলিলাম, "ভবিষ্যতের কথা কে বলিতে পারে ? হয় ত আবার দেখা হইবে।"

"ইহা দুরাশা-মাত্র !"—বলিয়া মিরিয়াম ট্রেণে উঠিল। আমি আমার গন্তব্য-পথে যাত্রা করিলাম।

আমি প্যারিসে উপস্থিত হইবার দুইদিন পরে হঠাৎ পথিমধ্যে সার হম্‌বার্ট চার্টার্সের দেখা পাইলাম।—সার হম্‌বার্ট ষ্ট্যাণ্ডষ্টাডের বৃটীশ রাজদূত।

সার হম্‌বার্ট আমার পরমবন্ধু। তিনি বলিলেন, "প্রজাবিপ্লব কিরূপ ব্যাপার, তাহা যদি তোমার দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে ষ্ট্যাণ্ডষ্টাডে চল। আমার বিশ্বাস, সেখানে প্রজাবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে।"

আমি এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলাম। সপ্তাহান্তে আমি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া পার্ক ষ্ট্রীটে মিরিয়ামের গৃহে তাহার সহিত দেখা করিতে চলিলাম। মিরিয়াম বলিয়াছিল—তাহার সহিত আর দেখা হইবে না। সে কথা বিশ্বাস করি নাই।

কিন্তু সত্যই সেখানে মিরিয়ামের সাক্ষাৎ পাইলাম না; ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সে ষ্ট্যাণ্ডষ্টাডে গিয়াছে!

ষ্ট্যাণ্ডষ্টাডে গিয়া মিরিয়াম কি করিতেছে—হেনরীর সহিত তাহার মিলনের পথে কোন বাধা উপস্থিত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল; কিন্তু সংবাদপত্র পাঠ করিয়া সাক্সে-ম্যাগ্‌ডিবর্গ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারিলাম না। কেবল এই মাত্র অবগত হইলাম, নূতন রাজা চতুর্থ হেনরী রাজ্যশাসনে যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন; এবং তিনি তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রাজা উনবিংশ ফ্রেডারিকের ন্যায় সর্ব্ববিধ রাজগুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।—সার হম্‌বার্টের দৈববাণী সফল হইবার কোন সম্ভাবনা দেখিলাম না।

মিরিয়াম কিন্তু আর ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিল না।

কয়েকমাস পরে আমাকে কার্য্যানুরোধে পুনর্ব্বার জাপানে যাত্রা করিতে হইল। ইয়াকোহামায় অবস্থান কালে আমি একখানি সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম সাক্সে-ম্যাগ্‌ডিবর্গের রাজা চতুর্থ হেনরীর সহিত হোহেনজোলার্ণ-(যে বংশে বর্ত্তমান জর্ম্মান-সম্রাটের জন্ম) বংশীয় একটি রাজপুত্রীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে; শীঘ্রই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে!

এ সময় মিরিয়াম কোথায়? তাহার নিস্বার্থ প্রেমের কি ফল হইল?

আমি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াও মিরিয়ামের কথা ভুলিতে পারিলাম না ; লণ্ডনে পদার্পণ করিয়াই পার্ক ষ্টীটের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। এবার সেই বাড়ীর দেউড়ি বন্ধ দেখিলাম! দেউড়ির উপর একখানি কাষ্ঠফলকে লেখা আছে,—'এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে।'

হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিলাম। নানা জনের নিকট মিরিয়ামের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। কেহ বলিল, সে ইটালীতে আছে। কেহ বলিল, সে স্পেনে গিয়াছে। কেহ বলিল, তাহাকে প্যারিসে দেখিয়াছে। একজন বলিল, সে ভিয়েনায় বাস করিতেছে।

আমি এসকল কথা বিশ্বাস না করিয়া একদিন সাক্সে ম্যাগ্‌ডিবার্গে যাত্রা করিলাম। যথাসময়ে রাজধানী ষ্ট্যাণ্ডষ্টাডে উপস্থিত হইয়া কাইসর-হফে আমার বন্ধু সার হম্‌বার্ট চার্টার্সের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম।

সার হমবার্ট বলিলেন,"রাজা আর পূর্ব্বের সেই নিরেট অপদার্থ হেনরী নাই, তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে! প্রজাবর্গ তাঁহার বড়ই পক্ষপাতী হইয়াছে। আমি তোমার নিকট যে দৈববাণী করিয়াছিলাম—তাহা সফল হয় নাই। আজ কাউণ্টেস্ লিমেয়ারের অভ্যর্থনার জন্য যে দরবার হইবে—তাহাতে উপস্থিত হইলে তুমি রাজাকে দেখিতে পাইবে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "কাউণ্টেস্ লিমেয়ার! এই কাউণ্টেস্‌টি কে?"

সার হম্‌বার্ট বলিলেন, "তিনি কে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে ; সত্যই এ প্রশ্ন কাহারও মনে উদিত হয় না। তাঁহাকে এখানে কে না জানে!—এমন লোক নাই, যাহার মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিতে না পাইবে। এ রাজ্যে তাঁহার মান সম্ভ্রম, ক্ষমতা প্রতিপত্তি অতুলনীয় ; তিনিই রাজার দক্ষিণ হস্ত! রাজার সিংহাসনাধিরোহণের পর তিনিই সর্ব্বপ্রথমে 'কাউণ্টেস্' উপাধি লাভ করিয়াছেন; আজ তাঁহাকে খেলাত দেওয়া হইবে। কাউণ্টেস্ লিমেয়ারের ন্যায় সুন্দরী রমণী আর কখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই!"

আমি বলিলাম, "আমি আনন্দের সহিত তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। তোমাদের এই নূতন কাউণ্টেস্‌কে দেখিয়া চক্ষু সফল করিব।"

আমি বন্ধুর নিকট কোন কথা ভাঙ্গিলাম না।—বস্তুতঃ এই কাউণ্টেস্, মিরিয়াম কি না তাহা তখনও ঠিক বুঝিতে পারি নাই।

সন্ধ্যার পর রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিলাম। দেখিলাম মিরিয়াম হীরকালঙ্কারে ভূষিত হইয়া রাজ্ঞীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে। তাহার রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে! পূর্ব্বে কখন তাহাকে এত রূপবতী দেখি নাই।

যথাসময়ে সার হমবার্ট তাহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলে—কাউণ্টেস্ লিমেয়ার মৃদু হাসিয়া জার্ম্মান ভাষায় বলিল, "হের নর্থ, আপনার সহিত পরিচয় হওয়ায় আমি বড় সুখী হইলাম।"—তাহার পর সে আমার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে লাগিল!

রাজা দরবারে আসিলে তাঁহারও সহিত আমার দুই একটি কথা হইল। তাহা নিতান্তই দরবারী রকমের আলাপ। দেখিলাম রাজা আরও স্থূলকায় এবং অধিকতর কদাকার হইয়াছেন!

রাজা প্রস্থান করিলে কাউণ্টেস্ আমাকে সঙ্গে লইয়া অদূরবর্ত্তী বিশ্রামকুঞ্জে প্রবেশ করিল।—সেখানে অন্য লোক ছিল না।

মিরিয়াম বলিল, "আপনি এখানে কেন আসিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "আপনার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করিবার জন্য; আপনি বলিয়াছিলেন, আপনার সঙ্গে আর আমার দেখা হইবে না।"

মিরিয়াম বলিল, "আমি পূর্ব্ব-কথা ভুলিতে চাহিয়াছিলাম; আপনি আসিয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া তুলিলেন! ইহাতে আমি সুখী হই নাই।"

আমি বলিলাম, "পূর্ব্ব-স্মৃতি কি বড় কষ্টকর?—আপনার আশা পূর্ণ হইয়াছে ত?"

মিরিয়াম বলিল, "হাঁ, আমার কামনা পূর্ণ হইয়াছে; আমি যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহাকে পাইয়াছি।—কিন্তু আমি রাণী নহি। রাণী না হইলেও আমার আসন অনেক উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। রাণীকে কেহ জানে না, আমিই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা; রাজা আমার হাতের পুতুল! ইহাই ত প্রকৃত রাণীগিরি। রাজাকে আমি

পরিচালিত করি—তাই রাজার এত সুযশ। আমার বুদ্ধিতেই রাজার বুদ্ধি।”—

আমি বলিলাম, “রাজা আপনার ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন ?”

মিরিয়াম হাসিয়া বলিল “হাঁ, প্রকারান্তরে। তিনি আমাকে রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ খেতাব দিয়াছেন, কাউন্টেস্ করিয়াছেন। কিন্তু আমি এখনও নিজের টাকায় সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করি—রাজ্যের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করি না। আমিই এ রাজ্যের কর্ণধার!—আর অধিক কি চাই? পুরাতন কথা আপনি ভুলিয়া যান।”

আমি ক্ষুব্ধ চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলাম। বুঝিলাম সেই ঋণ-রঙ্গিণী মিরিয়াম আর নাই; এ কাউন্টেস্ লিমেয়ার—রাজমনোরঞ্জিনী, রাজনীতিকুশলা, লক্ষ লক্ষ প্রজার ভাগ্যসূত্র-পরিচালিকা গৌরবান্বিতা রমণী!—

স্ত্রী-চরিত্রের ন্যায় স্ত্রীভাগ্যও দুর্জ্ঞেয়, “দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ?”

হায় রমণীর রূপ, রমণীর সম্পদ! তোমাদের অনুগ্রহে পিশাচী রাণী হইতে পারে; কিন্তু বিধাতার অনুগ্রহ ব্যতীত তাহার গৃহলক্ষ্মী হইবার শক্তি নাই। গৃহলক্ষ্মীরা কোন গুণে রাণী অপেক্ষা মহিয়সী, মিরিয়াম তাহা জানিত না। ইউরোপে অনেক মিরিয়াম আছে, তাহারা সমাজের দুষ্ট ব্রণ। মিরিয়ামের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমাদের সচেতন ও সতর্ক করিবে।

সম্পূর্ণ।

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY
Lib Gen
BK Collection of
Late R.P. Gupta
through purchase
Rs. 75/-

জৈষ্ঠের রহস্য-লহরী

“জালের জাহাজ!”

অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিস্ময়কর ও কৌতুকময়।

(যন্ত্রস্থ)।

chakraborty
& sen

NDUSTRIAL SICKNESS
& REVIVAL IN INDIA

INDUS
SICKN
REVIV
ESSAYS, CA

৬৯১.৪৪ - ৬১১.৪"১৮
২৭৭০
কৃ.মিঃ (OR)